কৃষ্ণমালা

সম্পাদনা

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মন

ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী

কৃষ্ণমালা

সম্পাদনা

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মণ
ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী

ব্যাসদেব প্রকাশনী
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

কৃষ্ণমালা

শ্রোতা	বক্তা
মহারাজ রাজধর মাণিক্য (দ্বিতীয়)	জয়ন্ত চন্তাই

রচয়িতা	ঘটনাকাল
দ্বিজ রামগঙ্গা	১৭৪৮—১৭৮৩ খৃঃ

রচনাকাল

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক (১৭৯০—১৮০০)

সম্পাদক

মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেব-বর্মণ

ডঃ জগদীশ গণ-চৌধুরী

KRISHNAMĀLĀ edited by Maharajkumar Sahadev Bikram-kisor Dev-varman and Dr. Jagadish Gan-Choudhury.

প্রকাশক : শ্রীউত্তম চক্রবর্ত্তী
ব্যাসদেব প্রকাশনী
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির প্রকল্প

প্রথম সংস্করণ : মহালয়া, ১৪০২
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ : বিজয় মণ্ডল

মূল্য : শোভন সংস্করণ ২৫০ টাকা
সুলভ সংস্করণ ১৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :
দি নিউ আগরতলা বুক সেণ্টার
শকুন্তলা রোড, আগরতলা
ত্রিপুরা (পঃ) ৭৯৯ ০০১

মুদ্রাকর :
পূর্ব্বোদয় প্রেস
১০ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য
জয়দেব উজীর
জয়ন্ত চন্তাই

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কৃষ্ণমালা' নামক এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কতিপয় মহানুভব ব্যক্তি অনুপ্রেরণা ও আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জোলাইবাড়ী নিবাসী শ্রীক্ষেত্রমোহন মজুমদার, শ্রীশীতল চন্দ্র সরকার ও শ্রীক্ষেত্রমোহন সরকার; আগরতলা নিবাসী শ্রীকৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তী, ডঃ দীপক চৌধুরী, শ্রীহিমাংশু রঞ্জন দে ও শ্রীমনোরঞ্জন দেব; কলিকাতা নিবাসী আচার্য ডঃ সুধীর রঞ্জন দাশ। মুদ্রণের ব্যাপারে কলিকাতাবাসী শ্রীসুধাময় দত্ত মহাশয়ের প্রকৃত বান্ধব সুলভ সহায়তা আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করেছে।

সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ
জগদীশ গণ-চৌধুরী

প্রাক্ কথন

অসম ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী ত্রিপুরা রাজ্য হইল সুপ্রাচীন দেশীয় রাজ্য। ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের মধ্যে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রীয় কুলোদ্ভব দ্রুহ্য ইহার স্থাপয়িতা। ইহার শাখা-প্রশাখা ভারতের নানা প্রান্তে বিস্তারিত। সনাতন ধর্ম ও দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এই বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরবক্র নদীর উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গোমতী নদীর তীরে আসার পর এই রাজবংশ এবং ইহার স্থাপিত রাজ্য ত্রিপুরা প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইল। ততদিনে বঙ্গদেশ বখ্তিয়ার খিলজীর পদানত হইল। ত্রিপুরার রাজা ছেংথুংফা-এর সহিত যবন হিরাবন্ত খান-এর যুদ্ধ বাধিল ১২২০ খৃষ্টাব্দে। প্রথম আক্রমণকারী হিরাবন্ত খান; সর্বশেষ আক্রমণকারী সমসের গাজী। প্রথম আক্রান্ত রাজা ছেংথুংফা; সর্বশেষ আক্রান্ত রাজা কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৮-১৭৮৫ খৃঃ)। অন্তর্বর্তী পাঁচ শতাধিক বৎসর-এর ইতিহাস হইল আক্রমণ, যুদ্ধ, উত্থান-পতন, লুঠ-পাট, ধর্মান্তরকরণ, নারীহরণ, বনবাস, ও আত্মহত্যার ইতিহাস। এর জন্য বেশীর ভাগ দায়ী হইল যবনরা।

এরই মধ্যে ধর্ম মাণিক্য, ধন্য মাণিক্য, বিজয় মাণিক্য ও গোবিন্দ মাণিক্য-এর মত পরাক্রমশালী ও প্রজাবৎসল রাজার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ত্রিপুরার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ইহাদের দ্বারা সুদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল। ত্রিপুরার প্রাচীনতম গ্রন্থ রাজাবলী এখন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। অতঃপর রচিত রাজমালা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। অতঃপর রচিত হইয়াছিল বিশাল অনুবাদ সাহিত্য; তারপর কৃষ্ণমালা।

মহারাজ রাজধর মাণিক্যের আদেশে, জয়ন্ত চন্তাই-এর কথিত বিবরণ অবলম্বনে পণ্ডিত রামগঙ্গা শর্মা কর্তৃক বাংলা পদ্যে মিত্রাক্ষর ছন্দে কৃষ্ণমালা রচিত।

হস্তলিখিত এই প্রাচীন ঐতিহাসিক পুঁথিটি উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত বীরচন্দ্র গ্রন্থাগারে রক্ষিত থাকা অবস্থায় আমার নজরে আসিলে তদানীন্তন মহারাজকুমার নরোত্তম কিশোর দেববর্মণ-এর অনুমতিক্রমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে নকল করিয়া লই। সম্প্রতি কথা প্রসঙ্গে স্নেহাস্পদ ডঃ গণচৌধুরীকে বইটির কথা বলি। তিনি তাহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, আমি পাণ্ডুলিপিটি দেখিতে দেই। পরবর্তীকালে তাঁহার আগ্রহে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারেও ত্রিপুরার ইতিহাসে এক অমূল্য রত্নলাভ হইবে বিবেচনায় ইহাকে যন্ত্রস্থ করিতে অনুমতি দেই।

শ্রীসহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মণ

সূচীপত্র

কৃষ্ণমালা

প্রথম খণ্ড

মঙ্গলাচরণ

হর-গৌরী চরণে করিয়া নমস্কার।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ বন্দি বারবার॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী, পদ্মাবতী, গণপতি।
ইসব দেবতা পদে করিয়া প্রণতি॥
ব্যাস বৃহস্পতি পদ করিয়া বন্দন।
আরম্ভ করিব রাজমালা বিরচণ॥

॥ প্রস্তাবনা ॥

শ্রী শ্রীযুত রাজধর মাণিক্য রাজার।
আদেশে করিব কৃষ্ণমালা প্রচার॥
রাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের বিমল বৃত্তান্ত।
জয়ন্ত চন্তাই মুখে শুনি আদি অন্ত॥
সংক্ষেপে লিখিব সব করিয়া পয়ার।
পদবন্ধে অনায়াসে লোকে বুঝিবার॥
পণ্ডিত জনেরে কহি বিনয় বচন।
অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিবা শোধন॥
সাধুয়ে পাইলে গ্রন্থ সদর্থ করয়।
যদি দোষ দেখে তাহে উদ্ধারিয়া লয়॥
গুণ না দেখিয়া দোষ দেখে খল জনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখ বিদ্যমানে॥

ভ্রমরে পাইয়া পুষ্প মধু করে পান।
কীটে পাইয়া পুষ্প করে খান খান॥
মুখগুণে দোষগুণ হয় বিপরীত।
তাহার দৃষ্টান্ত এই দেখহ বিদিত॥
দুর্জ্জনে কহিতে গুণ দোষ হেন ভাসে।
সাধু জনে কহিতে গুণ তাহা পায় দোষে॥
লবণ জলধি জল মেঘে করি পান।
পৃথিবীতে বৃষ্টি করে অমৃত সমান॥
ফনিয়ে খাইলে ক্ষীর গরল বারয়।
মুখের মহিমা এই জানিয় নিশ্চয়॥
শ্রী কৃষ্ণ মাণিক্য নরপতির চরিত্র।
শ্রবণে শ্রবণ সুখ হয় অতি চিত্র॥
মহা পুণ্যশীল রাজা বিক্রমে কেশরী।
তাহান যতেক গুণ কি কহিতে পারি॥
ছলে হরি নিজ দেশ নিয়াছিল পরে।
বলে হরি সেই দেশ লৈল নৃপবরে॥
রাজ্যভোগ করিলেক পরম সন্তোষে।
আজিহ তাহান যশ ঘোষে দেশে দেশে॥
কালবশে আয়ুঃ শেষ হইয়া রাজন।
ত্যজিল শরীর হরি করিয়া স্মরণ॥
কিঞ্চিত চরিত্র তান প্রাকৃত ভাষায়।
মহারাজ রাজধর মাণিক্যে রচায়॥

॥ গ্রন্থারম্ভ ॥

শ্রী কৃষ্ণ মাণিক্য যদি পরলোক হৈল।
অরাজক হৈয়া রাজ্য দিন কত ছিল॥
উপদ্রব হৈল দেশে না আছয়ে রাজা।
দুর্ভিক্ষ মরক হৈয়া মরিলেক প্রজা॥
লিক নামে এক ইংরাজে রাজ্যশাসে।
রাজা বিনে প্রজা সব আছে অসন্তোষে॥
এই মতে কতদিন যদি নির্ব্বাহিল।
তারপরে রাজধর মাণিক্য রাজা হৈল॥
আষাঢ় মাসেতে রাজা হৈল মহাশয়।
ঋষি-শূন্য সৈল শশি শকের সময়॥
শ্রী শ্রীযুত রাজধর মাণিক্য নরপতি।
রাজা হৈয়া নিজ রাজ্য পালে মহামতি॥
ঔরস পুত্রের প্রায় পালে প্রজাগণ।
শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম চিন্তে অনুক্ষণ॥
কোন চিন্তা নাই সুখে আছে প্রজাগণ।
দেবতাহ যথাকালে করে বরিষণ॥
দুর্ভিক্ষ সকল ভয় কিছু মাত্র নাই।
দেবতা ব্রাহ্মণ পূজা হয় ঠাঁই ঠাঁই।
এই মতে মহারাজা আছে মনোরঙ্গে।
পরম কৌতুকে আছে মন্ত্রিগণ সঙ্গে॥
একদিন মহারাজা বৈসাছে সভায়।
জয়ন্ত চন্তাই আসি মিলিল তথায়॥
শিবভক্তি পরায়ণ চন্তাই নন্দন।
জয়ন্ত নামেতে সেই জয়ন্ত তুলন॥

শিশুকালে পিতামাতা বাৎসল্য করিয়া।
ডাকিয়াছে জয়ন্তকে এক কড়ি বলিয়া॥
সেহেতু তাহান নাম এক কৌড়ি বলয়।
তাহাকে সম্বোধি মহারাজা জিজ্ঞাসয়॥
কহ কহ বিশেষিয়া চন্তাই জয়ন্ত।
রাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের যতেক বৃত্তান্ত॥
আমা জ্যেষ্ঠতাত ইন্দ্রমাণিক্য নৃপতি।
শাসিলেক রাজা হৈয়া কত কাল ক্ষিতি॥
রাজ্য ছাড়ি কোন হেতু বিদেশেতে গেল।
কবে গঙ্গা জলে গিয়া শরীর ছাড়িল॥
তাহান কনিষ্ঠ যুবরাজ কৃষ্ণমণি।
কোন্ হেতু নিজ রাজ্য ছাড়িলেক তিনি॥
রাজ্য ছাড়ি বিদেশেতে গেলেন যখন।
তাঁহার সঙ্গতি বল গেল কত জন॥
দেশ ছাড়ি কোথা ছিল কতেক বৎসর।
পুনরপি কোন মতে হৈল রাজ্যেশ্বর॥
কতদিন নিজ দেশে হৈল নরপতি।
করিল কতেক যুদ্ধ কাহার সংহতি॥
কোন্ যুদ্ধে কোন্ জন সেনাপতি ছিল।
কোথা জয় পাইল কোথা পরাজয় হৈল॥
কতদিন ছিল বনে পাইয়া নিজ দেশ।
কত দান-ধর্ম্ম রাজা করিল বিশেষ॥
শুনিতে সেসব কথা মোর মনে লয়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্ব কথা কহ মহাশয়॥
শুনিয়া চন্তাই বলে শুন নরপতি।
আদি অন্ত জানি আমি সেসব ভারতী॥
কত শুনিয়াছি কত দেখিয়াছি সাক্ষাত।
সে সব বৃত্তান্ত আমি জানি নরনাথ॥

দেব অংশে জন্ম কৃষ্ণ মাণিক্য নৃপতি।
কহিতে তাহান গুণ কাহার শকতি॥
শুনিতে সাধুর কথা সাধু মনে রঙ্গ।
অসাধুয়ে নাহি শুনে সাধুর প্রসঙ্গ॥
পরম সজ্জন কৃষ্ণ মাণিক্য রাজন।
শুন মহারাজ, কৃষ্ণ মাণিক্য বিবরণ॥
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিল জয়ন্ত।
রাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের কথা আদি অন্ত॥
রাজা ইন্দ্র মাণিক্যের স্বর্গ আরোহণ।
কৃষ্ণমণি যুবরাজার বিদেশে গমন॥
বিদেশেতে যেই স্থানে যেই কার্য্য করিল।
পুণরপি যেই মতে নিজ-রাজ্য পাইল॥
রাজা হইয়া দান-ধর্ম্ম যতেক করিল।
আদি অন্ত সেই কথা রাজায়ে শুনিল॥
জয়ন্ত চোন্তাই মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া।
রামগঙ্গা নামে দ্বিজ আনে আদেশিয়া॥
আনি রামগঙ্গা স্থানে কহিল রাজন।
কর দ্বিজ বড় এক পুস্তক রচন॥
রাজা কৃষ্ণ মাণিক্যের যতেক বৃত্তান্ত
আমা ঠাঁই কহিয়াছে চন্তাই জয়ন্ত॥
সে সব সংবাদ তুমি করিয়া শ্রবণ।
প্রাকৃত ভাষায় এক পুস্তক রচন॥
দেববাণী বুঝিবারে নারে সর্ব্ব লোকে।
পয়ার প্রবন্ধে সবে বুঝিবেক সুখে॥
সে সকল পয়ার প্রবন্ধে কর গাথা।
আমা ঠাঁই চন্তাই কহিছে যত কথা॥
রামগঙ্গা দ্বিজ নরপতির আজ্ঞায়।
রচন করয়ে পুথি প্রাকৃত সভায়॥

চন্তাই-সংবাদ নরপতির সহিত।
শুনিয়া সাধুর চিত্ত হয় আনন্দিত ॥
জয়ন্ত চন্তাই কহে শুন নৃপমণি।
তোমার বংশের অতি অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

মুকুন্দ মাণিক্য

তোমা পিতা মহারাজা মুকুন্দ মাণিক্য।
তাহান যতেক গুণ কহিতে অশক্য ॥
পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্ম পরায়ণ।
নিত্য নিত্য পূজা করে দেবতা ব্রাহ্মণ ॥
ইষ্টক রচিত মঠ মন্দির যতেক।
কেবা জানে স্থাপিয়াছে দেবতা কতেক ॥
বৃন্দাবন চন্দ্র দেখ আছয়ে বন্দিত।
এই দেব তোমা পিতামহের স্থাপিত ॥
যজ্ঞদান দেবপূজা নানাবিধ করি।
শরীর ত্যজিয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
কহিতে তাহান গুণ পুথি বাড়ি যায়।
কথিত প্রসঙ্গ ক্রমে কহিল এথায় ॥
আছিলেক নরপতির দুই পাটরাণী।
মুকুন্দ নিকটে যেন লক্ষ্মী আর বাণী ॥
প্রসবিল বড় রাণী পুত্র তিন জন।
রূপে গুণে অনুপাম জয়ন্ত তুলন ॥
ইন্দ্রমণি নাম তার প্রধান তনয়।
মধ্যম জানহ কৃষ্ণমণি মহাশয় ॥
কনিষ্ঠ তনয় নাম থুইল ভদ্রমণি।
আর দুই পুত্র প্রসবিল ছোট রাণী ॥
তোমার জনক হরিমণি নামে জ্যেষ্ঠ।
জয়মণি নামে তান সোদর কনিষ্ঠ ॥

অল্পকালে হরিমণি ঠাকুর মরিল।
অতএব তান বিবরণ না লিখিল॥
তোমা খুল্লতাত জয়মণি যে ঠাকুর।
অল্পকালে তিনিহ গেলেন স্বর্গপুর॥
তারপরে তিনভাই দেশেতে আছয়।
রাজা হৈল ইন্দ্রমণি প্রধান তনয়॥

ইন্দ্রমাণিক্য

শ্রী ইন্দ্রমাণিক্য নাম হইল তখনি।
যুবরাজ তাহান হইল কৃষ্ণমণি॥
বড় ঠাকুর হরিমণি হইল তখন।
তিন ভাই মিলি রাজ্য করয়ে পালন॥
সুখে আছে তিন ভাই দুঃখ নাহি পায়।
হেন কালে বিপদ ঘটাইল বিধাতায়॥

সমসের গাজী

সমসের গাজি এক আছিল তস্কর।
পরগণে দক্ষিণ শিক ছিল তার ঘর।
দস্যু বৃত্তি করি ধন করিয়া সঞ্চয়।
হইবারে জমিদার তার মনে লয়॥
বিধির লিখিত তার ছিল রাজ্য ভোগ।
লইতে রোশনাবাদ করিল উদ্যোগ॥
হাজি হোসন নাম এক মোগল প্রধান।
নবাব সাক্ষাতে তার আছে বহুমান॥
ঢাকা সহরেতে আছে সে হাজি হোসন।
সমসের গাজির পক্ষ হইল তখন॥
আলাবর্দ্দি নবাব আছে মুরশিদাবাদেতে।
হাজি হোসন চলি গেল তাহান সাক্ষাতে॥

নবাব নিকটে গিয়া কহিলেক কথা।
রাজা ইন্দ্রমণি কর না দিল সর্ব্বথা॥
ইন্দ্রমাণিক্যের পাশ বহু টাকা বাকী।
আজি কালি দেই বলি নিত্য দেয় ফাঁকি॥
পূর্ব্বেহ ত্রিপুর রাজা নবাব সহিতে।
শুনিয়াছি নিরূপণ করিছে নানা মতে॥
যদি পরাক্রম নাহি কর তার সনে।
হারা হৈবা রোশনাবাদ লয় মোর মনে॥
তার বাক্যে নবাবের প্রত্যয় হইল।
যুদ্ধ কর গিয়া বলি তাকে আদেশিল॥
আদেশ পাইয়া পুনি আসিয়া ঢাকায়।
হোসনদ্দি নবাবের স্থানেতে জানায়॥
নবাব সহিতে সৈন্য করিয়া সঙ্গতি।
যুদ্ধ করিবার তরে চলে দুষ্টমতি
হাজি হোসন হোসনদ্দি নবাব সহিত।
যুদ্ধ করিবার আসি হৈল উপস্থিত॥
আসিয়া সমর হেতু সে হাজি হোসন।
সমসের গাজির পাশে লিখিল লিখন॥
লিখন পাইয়া সেই কটক সহিত।
করিতে সমর আসি হৈল উপস্থিত॥
তার সঙ্গে নানা জাতি ডাকাইত আছিল।
সকল একত্র হইয়া যুদ্ধ আরম্ভিল॥
ইন্দ্রমাণিক্যেহ তবে আরম্ভিল রণ।
জয় পরাজয় নাহি পায় কোন জন॥
দুই দলে মহারণ দিন কত ছিল।
তারপরে মহারাজ মনেতে ভাবিল॥
নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ না হয় উচিত।
মিলিবেক গিয়া আমি নবাব সহিত॥

এত ভাবি রাজা যদি মিলিল আসিয়া।
তুষ্ট হৈল হোসনাদ্দ রাজাকে দেখিয়া॥
বহুল মর্যাদা করি দিলেক আসন।
বসিল আসনে ইন্দ্রমাণিক্য রাজন॥
হোসনদ্দি বলে চল নবাব সাক্ষাত।
তোমাকে নিবারে আমা পাঠাইছে এথাৎ॥
অবিলম্ব করি চল শুন মহারাজ।
তথা গেলে তোমা সব সিদ্ধি হৈব কাজ॥
তবে রাজা চলি গেল মোগল সহিত।
মুরশিদাবাদে গিয়া হৈল উপস্থিত॥
মিলিলেক গিয়া রাজা, নবাবের পাশ।
দেখিয়া নবাব তাকে করিল আশ্বাস॥
নবাব মুখেতে শুনি মধুর ভারতী।
পুরী করি গঙ্গাতীরে রৈল নরপতি॥

ইন্দ্র মাণিক্যের নির্দেশ

দেশছাড়ি যখনে চলিল নৃপমণি।
যুবরাজ ডাকিয়া আনি কহিল তখনি॥
নবাব নিকটে আমি করিল গমন।
পুনি যদি দেশে আসি হৈব দরশন॥
তসকর সমসেরে রাজ্য পাইল আমার।
তুমি চলি যাও ভাই পর্ব্বত মাঝার॥
পর্ব্বতে আছয়ে পর্ব্বতিয়া প্রজাগণ
তা সভাকে সঙ্গে করি থাকহ আপন॥

কৃষ্ণমণির বনবাস

তবে যুবরাজে বনে করিল প্রবেশ।
মনে দুঃখ পাইয়া হারাইয়া নিজ দেশ॥

ইন্দ্র মাণিক্যের রাণী প্রবেশিল বন।
যত পরিবার ছিল চলিল তখন॥
ঠাকুর যে হরিমণি চলিল পশ্চাত।
কৃপারাম ঠাকুর চলিল সহসাত॥
চলে ধন ঠাকুর, ঠাকুর নারায়ণ।
বলভদ্র ঠাকুর চলিল তৎক্ষণাৎ॥
হাড়িধন লস্কর আর সেবক নয়ন।
যুবরাজ সঙ্গে তারা করিল গমন॥
বিজয় সিংহের সনে কতেক থাকিয়া।
যুবরাজ সঙ্গে চলে অস্ত্রধারী হইয়া॥
রামধন উজির আর বদঙ্গ দেওয়ান।
দেশ ছাড়ি তানাহ গেলেন তীর্থস্থান॥
ত্রিপুরা বর্গের আর যত যত জন।
তারা সব যথা তথাত করিল গমন॥
এথা যুবরাজ গেল কর্ব্বঙ্গ পাড়ায়।
পরিজন সঙ্গে করি রহিল তথায়॥
মনু নদী তীরে ছিল পাড়া করবঙ্গ।
তথা রৈল যুবরাজ মনে নাই রঙ্গ॥

জয়ের লোক দ্বারা
রাজপরিবার আক্রান্ত

চম্তাই বলেন শুন হৈয়া সাবহিত।
তথা এক আপদ হইব উপস্থিত॥
পিঙ্গ চাঙ্গ নাম এক আর কলিরায়।
যুদ্ধ হেতু সজ্জ করি আসিল তথায়॥
বহু সৈন্য সঙ্গে করি তারা দুই জন।
যুবরাজ সঙ্গে আরম্ভিল মহারণ॥

হরিমণি ঠাকুর প্রভৃতি আগু হৈয়া।
মারিল অনেক সৈন্য হাতে খড়্গ লৈয়া ॥
কার হাত, কার পাও কার পৃষ্ঠ মুণ্ড।
কার বুক, কার মুখ কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
তা দেখিয়া কলিরায় আর পিঙ্গ চাঙ্গ।
প্রাণ রাখিবার হেতু দিল পৃষ্ঠ ভঙ্গ ॥
রাজা বলে কেবা হয় তারা দুই জন।
যুবরাজ সঙ্গে যুদ্ধ কৈল কি কারণ ॥
চন্তাই কহিল তবে শুনহ রাজন।
জয় মাণিক্যের ভৃত্য তারা দুইজন ॥
মহারাজা কল্যাণ মাণিক্য নরপতি।
তান বংশে জন্ম হরিধন মহামতি ॥
তাহান প্রধান পুত্র নামে রুদ্রমণি।
হস্তী বন্দি করিবার সুবা ছিল তিনি ॥
পর্ব্বতের মধ্যে স্থান নামেতে মতাই।
হস্তী ধরিবার খেদা ছিল সেই ঠাই ॥
মুকুন্দ মাণিক্য যদি স্বর্গগতি হৈল।
মতাইতে রুদ্রমণি নরপতি হৈল ॥
কতগুলা ত্রিপুরা করিয়া নিজ পক্ষ।
হইলেক রাজা নামে শ্রীজয় মাণিক্য ॥
নর নারায়ণ তান যুবরাজ ছিল।
উজির উত্তর সিংহ নারায়ণ হৈল ॥
নাজির হইল গৌরী প্রসাদ তখন।
জয় সিংহ হইল তাহান কারকোন ॥
তখনি মুরশিদাবাদে ইন্দ্রমণি ছিল।
তথা থাকি ই সকল বৃত্তান্ত শুনিল ॥
বার্ত্তাশুনি নিজ দেশে আসি ইন্দ্রমণি।
রাজা হইয়াও যবনে শাসিল ধরণী ॥

শ্রী ইন্দ্র মাণিক্য নাম হৈল নরপতি।
উদয়পুরেতে তিনি করিল বসতি॥
ইন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে সে জয়মাণিক্য।
করিছে বিবাদ যত কহিতে অশক্য॥
প্রতাপ করিয়া ইন্দ্র মাণিক্য নৃপতি।
জয় মাণিক্যেরে বহু দিয়াছে দুর্গতি॥
সেই হেতু তান ভৃত্য তারা দুইজন।
কৃষ্ণমণি সঙ্গে যুদ্ধ এহি সে কারণ॥
যুবরাজ ধরি নিয়া করিব দুর্গতি।
ইহা মনে করিয়া আসিছিল দুষ্টমতি॥
দেব অনুভাবে যুবরাজে জয় পাইল।
হত শেষ সৈন্য পাছে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিল॥
তারপরে যুবরাজে ভাবিলেক মনে।
কৈলাসহরে যাব, না থাকিব এইখানে॥
যুবরাজ কৈলাসরে যখনি চলিল।
বার্ত্তা পাইয়া প্রজা সবে আগুবাড়ি নিল॥
তথা যুবরাজ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া।
রহিল তথাতে নিজ পরিবার লইয়া॥
এথা রাজ্য হাজি হোসেনেরে জিম্বা করি।
সমসের গাজিয়ে শাসে পাইয়া জমিদারী॥

রাজ পরিবার আক্রান্ত

নুরনগর দেশেতে আছয়ে দেবগ্রাম।
তথা এক সুঁড়ি ছিল পাঁচকড়ি নাম॥
ঢাকা সহরেতে গিয়া সেই পাঁচকড়ি।
হাজি হোসেনের কাছে উঠাইল বিড়ি॥
কৈলাসর ঘাটে আমি আমল করিয়া।
যুবরাজকে এথা আমি আনিব ধরিয়া॥

পাঁচকড়ি মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হৈল দুষ্টমতি সে হাজিহোসন॥
লইতে ঘাটের কর তাকে আদেশিল।
ঘাটিয়ালি পাইয়া সেই বড় তুষ্ট হৈল॥
তবে বহুবিধ সৈন্য করিয়া সহিত।
যুদ্ধ হেতু কৈলাসরে হৈল উপস্থিত॥
আমি যদি লই বারে ঘাটে কর।
তবে যুবরাজের সঙ্গে করিয়া সমর॥
চারিয়া গ্রামেতে আছে কৈলাসর ঘাট।
তথা আসি রহিলেক লৈয়া সৈন্য ঠাঠ॥
চরে জানাইল যুবরাজের গোচর।
আসিয়াছে পাঁচকড়ি করিতে সমর॥
শুনি যুবরাজ রোষে জ্বলে ততক্ষণ।
মন্ত্রি সবে আদেশিল করিবারে রণ॥

লাচাড়ি

দূত মুখে শুনি, হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
যুবরাজ কহে সকরুণ।
হারাইয়া রাজকাজ, আসিছি অরণ্য মাঝ
দেখ এত বিধি নিদারুণ॥
আমি ত রাজ্যের রাজা, ই বেটা আমার প্রজা
সে হ আইসে করিবারে রণ।
কাল অতি বলী বটে, কাল ক্রমে সব ঘটে
ভাবি তাহা কি করি এখন॥
পণ্ডিত জনের কার্য্য, বিপদ সময়ে ধৈর্য্য
হইবেক শাস্ত্রে এই কয়।
বিচক্ষণ যেবা হয়, কার্য্যাকার্য্য বিবেচয়
বিপদেতে বিকল না হয়॥

এত ভাবি যুবরাজ, বসিয়া সভার মাঝ
পাত্র সবে কহিল আনিয়া।
মন্ত্রণা করিয়া সব, রিপু কর পরাভব
কর রণ সাবহিত হইয়া ॥
ধন ঠাকুরকে আনি, যুবরাজ কহে পুনি
এথা যুদ্ধ করিবেক আমি।
বিলম্ব না কর আর, লৈয়া সর্ব্ব পরিবার
ধর্ম্ম নগরেতে যাও তুমি ॥
শুনি যুবরাজ কথা, মনেতে ভাবিয়া ব্যথা
ধন ঠাকুর তখনে চলিল।
লৈয়া রাজ পরিবার, পর্ব্বত হইয়া পার
ধর্ম্ম নগরেতে উত্তরিল ॥
এথা করিবারে রণ, সৈন্য কৈল নিয়োজন
যুবরাজ আপনে বসিয়া।
কহে রূপরাম ঠাঁই, যুদ্ধ হেতু চল ভাই
যোদ্ধাগণ সঙ্গতি লইয়া ॥
জয়মণিকে সঙ্গে লৈয়া রামঠাকুর চল ধাইয়া
জয়দেব কবরা তোমা সনে।
যাউক লইয়া সেনা, দুই পথে দেও হানা
ত্বরিতে মারহ রিপুগণে ॥
শুনি যুবরাজ বাণী, করি সিংহনাদ ধ্বনি
প্রণমিয়া যুবরাজ পায়।
চলিল সকল বীর, লৈয়া খড়্গ চর্ম্ম তীর
কেহ ছেল জাঠি লৈয়া যায় ॥
শিবিরে সপত্নগণে, আছে নিশি জাগরণে
চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
রাত্রি দুই দণ্ড আছে, মিলিয়া শিবির কাছে
আরম্ভ হইল মহারণ ॥

দুই দলে সৈন্য পড়ে, কেহ যুদ্ধ নাহি ছাড়ে
অবসান হইল যামিনী।
মৈল বহুতর সেনা, পরস্পরে দেয় হানা
উদয় হইল দিনমণি॥
দিবা হৈল ছয় ঘড়ি হারে নাহি পাঁচকড়ি
সৈন্য সমে শিবিরে রহিল।
শ্রান্ত হৈয়া যুদ্ধাগণ, উপেক্ষা করিয়া রণ
যুবরাজ নিকটে আসিল॥
তবে যুবরাজে কয় শুনহ অমাত্যচয়
বিপক্ষ না হৈল পরাজয়।
ছাড়ি চল এই ঠাঁই, পাথরিয়া দেশে যাই
এথাতে থাকিতে যুক্ত নয়॥

পয়ার

রাজপরিবারের হেড়ম্ব গমন

এই সমর যে করি অমাত্য সহিত।
ধর্ম্মনগরে গিয়া হৈল উপস্থিত॥
তথা হতে যুবরাজ পরিবার লইয়া।
পাথারিয়া দেশে উপস্থিত হৈল গিয়া॥
সে দেশের জমিদার মাহামুদ নাছির।
সে যে আসি প্রণমিলা হৈয়া নম্রশির॥
পরম সল্লোক ছিল সেই জমিদার।
অনেক গৌরব করি কহে বার বার॥
শুন মহারাজ তুমি বিখ্যাত ভুবন।
আমি হেন ভৃত্য তোমার আছে কোনজন॥
কৃপা করি মোর দেশে করহ বসতি।
আপনার রাজ্য হেন জানি নরপতি॥

তুষ্ট হৈল যুবরাজ বিনয় দেখিয়া।
রহিল সে দেশে এক পুরী নির্ম্মাইয়া।
নাছির মামুদে বহু গৌরব করিল।
সেই দেশে যুবরাজ দিন কত ছিল ॥
তারপরে যুবরাজ লইয়া পরিবার।
চলিল যাইতে দেশে হিড়িম্ব রাজার ॥

হিড়িম্বরাজ কর্ত্তৃক সদ্ব্যবহার

হিড়িম্ব দেশেতে যদি যুবরাজ গেল।
শুনি সে দেশের রাজা বড় তুষ্ট হৈল ॥
আগুবাড়ি নিতে পাঠাইল পাত্রগণ।
তুষ্ট হৈয়া যুবরাজ চলিল তখন ॥
রামচন্দ্র ধ্বজ নারায়ণ নাম রাজা।
দেখি যুবরাজকে করিল বহু পূজা ॥
সম্ভাসিল যুবরাজ করি আলিঙ্গন।
বসিবারে দিল দিব্য আনিয়া আসন ॥
জিজ্ঞাসিল কার্য্য ত্যাজি গমন বৃত্তান্ত।
কহিলেক যুবরাজে কথা আদি অন্ত ॥
তবে রাজা যুবরাজ বসতি কারণ।
দিব্য এক পুরী দিল করিয়া রচন ॥
রাজা বলে যুবরাজ শুন মহাশয়।
ই দেশ তোমার জান না কর সংশয় ॥
হিড়িম্বপতির এই শুনি প্রিয় বাণী।
তথা রহিলেন যুবরাজ কৃষ্ণমণি ॥
খড়্গাকার দেবী এক আছয়ে সে দেশে।
রণচণ্ডী নাম তান সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
বড়ই প্রভাব দেবী শুনি যুবরাজা।
নানা উপহার দিয়া করিলেক পূজা।

হেড়ম্বের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক

গৌরীপ্রসাদ কবরার কন্যা সুরধনী।
সঙ্গামা নামেতে যুবরাজের ভাগিনী॥
কন্যা রূপগুণ শুনি হিড়িম্বের নাথ।
করিতে বিবাহ যত্ন করিল তথাত॥
বহু যত্নে যুবরাজে দিল অনুমতি।
বিয়া কৈল কুমারীকে হিড়িম্বের পতি॥
দুই রাজদলে মিলি করিল উৎসব।
তথা যুবরাজ বহু পাইল গৌরব॥
তিন বৎসর যুবরাজ তথাতে রহিল।
রামচন্দ্রধ্বজ বহু মর্যাদা করিল॥

ইন্দ্রমাণিক্যের মৃত্যু

তথা মুরশিদাবাদে আছে নরপতি।
আয়ুঃ শেষ হইয়া যে হৈল স্বর্গগতি॥
ইন্দ্র মাণিক্যের যদি পরলোক হৈল।
বার্তা জানাইতে লোক তখনে চলিল॥
ভৃত্য এক আসিল জগতরাম নাম।
কান্দি কহে হাহা বিধি কেনে হৈল বাম॥
কতদিনে উত্তরিল হিড়িম্ব নগরে।
কহিতে রাজার বার্তা মুখে নাহি সরে॥
যুবরাজ প্রণমিয়া দাঁড়াইল পাশে।
যুবরাজে নৃপতির কুশল জিজ্ঞাসে॥
কহ জগতরাম রাজার সমাচার।
কুশলে নি আছে দাদা ঠাকুর আমার॥
ই দেশে আসিছি আমি হৈয়া দেশহারা।
শাসয়ে আমার রাজ্য সমসের চোরা॥

নবাবে রাজারে বল কি মত কহিছে।
বন্দোবস্ত করি দেশ রাজাকে নি দিছে॥
পরদেশে কত কাল করিব বসতি।
বল দেশে কবে আসিবেক নরপতি॥
ই সব সম্বাদ যুবরাজ জিজ্ঞাসয়।
জগত রামের মুখে বাণী না সরয়॥
জিজ্ঞাসে যতেক কথা কিছু নাই কহে।
নয়নেতে জলধারা টলমল বহে॥
তা দেখিয়া যুবরাজ বিকল হইয়া।
বল না কি হেতু জানি কান্দ কি লাগিয়া॥
দুরন্ত মোগলে কিবা দিছে অপমান।
কিবা প্রাণ ভাই মোর ত্যজিছে পরাণ॥
কহিল জগতরামে যোড় করি হাত।
অপমান রাজা নাহি পাইছে তথাত॥
কহিতে সংবাদ পোড়া মুখে নাহি সরে।
শরীর ছাড়িল রাজা ভাগীরথী নীরে॥
শুনি যুবরাজ ভূমে পড়িল গড়িয়া।
মুহূর্ত্তেক রহিলেক মূর্চ্ছিত হইয়া॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাইয়া কান্দে যুবরাজ।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি কান্দে ত্রিপুর সমাজ॥

লাচাড়ি

হা হা ভাই গুণ-মণি, বিদেশে ছাড়িল প্রাণী
কি কথা শুনিল অকস্মাত।
তোমার মরণ শুনি, কেন রহে মোর প্রাণী
বাহির হইয়া যাউক সহসাৎ॥
আমি আছি এই আশে, ভাই আসিবেক দেশে
ঘুচিব মনের সব তাপ।

সব আশা করি নাশ, চলি গেল স্বর্গবাস
মোকে দিয়া দ্বিগুণ সন্তাপ ॥
শিশুকালে মৈল পিতা, সঙ্গতি মরিল মাতা
রাজ্য হরি নিল ডাকাইতে।
বনে আইল পাই শোক, তাতে তোমা পরলোক
এত দুঃখ কে পারে সহিতে ॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভাই পাব
বল আমি কি করি উপায়।
না দেখি নৃপতি মুখ, বিদরিয়া যায় বুক
বিধি ইকি ঘটাইল দায় ॥
ছাড়ি বন্ধু সহোদর, রাজ্য হেতু একেশ্বর
বিদেশেতে করিলা গমন।
আমি আছি পথ চাইয়া, কবে আসিবেক ভাইয়া
তাতে বৈরী হইল সমন ॥
রাজার মরণ শুনি, ঠাকুর যে হরিমণি
কান্দে শোকে হইয়া বিকল।
দুই ভাই গলাগলি, কান্দে ভাই ভাই বলি
ক্ষণে পারে ধরণী মণ্ডল ॥
তবে দুই ভাই মিলি, অন্তঃপুরে গেল চলি
রাণীর নিকটে উপস্থিত।
রাণী দেখে দুজনারে, ভিজিল নয়নের নীরে
ধুলিয়ে শরীর বিভূষিত ॥
যুবরাজ মুখ দেখি, রাণী বলে ইকি ইকি
সঙ্গতি লইয়া সখি গণ।
যুবরাজে বলে বাণী, বলিতে না সরে পুনি
নরপতি ত্যজিছে জীবন ॥
শুনি চন্দ্রভীম সুতা, হাতে আঘাতিয়া মাথা
মহীতলে পড়ে অধো মুখে।

জিজ্ঞাসা করিতে পুনি, বদনে না সরে বাণী
শূন্যাকার দশ দিগ দেখে ॥
নিশিতে নলিনী যেন, মলিন হইয়া তেন
কাঁপে যেন সমিরে কদলী ।
উথলিল শোক সিন্ধু, হারাইয়া নিজ বন্ধু
কান্দে রাণী প্রভু প্রভু বলি ॥
হা হা প্রভু প্রাণনাথ, জীবনে হইলাম হত
বল আমা ত্যজি গেল কোথা ।
কি শুনিলাম অকস্মাত মাথে যেন বজ্রাঘাত
জন্মে না ঘুচিবে মন ব্যথা ॥
না দেখি তোমার মুখ, জীবনে কতেক সুখ
নিশি যেন শশী বিনে কালা ।
জল বিনে মীন চয়, যেমনি বিকল হয়
পতি বিনে তেন মত বালা ॥
যেন পাখা হীন পাখী, তারা হীন যেন আঁখি
হরি কথা যেন হীন গীত ।
শিশু হীন গৃহ যেন, ধর্ম্মহীন যেন ধন
পতিহীন তেমনি জ্যোষিত ॥
তুমি স্বর্গ পরে যাইয়া, স্বর্গ বিদ্যাধরী পাইয়া
প্রভু মোরে না কর স্মরণ ।
কান্দি কহি পুঃণ পুন, কেনে হৈলা নিদারুণ
সঙ্গে নেহ সেবার কারণ ॥
[illegible] রাজার রাণী, বিধি কৈল অনাথিনী
[illegible] জীবনে কিবা কাজ ।
আ হারে কঠিন প্রাণ, বাহির না হয় কেন
ত[illegible] ও যথা মহারাজ ॥
অতি নিদারুণ বিধি, হাতে দিয়া গুণ-নিধি
[illegible] কৈলা আমারে বঞ্চিত ।
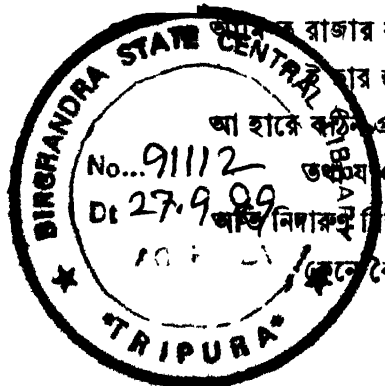
কে দিল দারুণ শাপ, জন্মান্তরে মহাপাপ
আছে বুঝি আমার সঞ্চিত ॥
রাণীর ক্রন্দন দেখি, অন্তঃপুরে যত সখী
শোকে কান্দে হইয়া বিহ্বল ।
কান্দয়ে পুরুষ নারী, যুড়ি যুবরাজ পুরী
উঠিলেক ক্রন্দনের রোল ॥
কান্দে রাণী ভূমে পড়ি, সখিগণে ধরে বেড়ি
ধূলা ঝাড়ি তুলিয়া বসায় ।
হইয়া পাগলিনী মত, বুকে হানি মুষ্টিঘাত
বলে কি ঘটিল মোর দায় ॥
ক্রন্দন শুনিয়া অতি, জিজ্ঞাসে হিড়িম্বপতি
ইকি শুনি যুবরাজ পুরে ।
রাজাতে কহেন প্রজা শ্রীইন্দ্র মাণিক্য রাজা
শরীর ছাড়িল গঙ্গাতীরে ॥
লোক মুখে শুনি বাত, চলিল হিড়িম্বনাথ
সঙ্গতি চলিল মন্ত্রিগণ ।
যুবরাজ পাশে গিয়া, প্রিয়বাক্যে শান্তাইয়া
করয়ে শোকের নিবারণ ॥
হিড়িম্ব নৃপতি কয়, শুন শুন মহাশয়
বুধজনে নাহি করে শোক ।
প্রাণধারী দেখ যত, সকল হইবে হত
চিরজীবী নহে কোন লোক ॥
পৃথু আদি যত রাজা, বলে বীর্য্যে মহাতেজা
রাবণ প্রভৃতি নিশাচর ।
বান আদি দৈত্য যত, রূপে গুণে অদ্ভুত
তারাহ গিয়াছে যমঘর ॥
আপনে পণ্ডিত তুমি, বিশেষ কি কব আমি
বিচক্ষণ বিকল না হয় ।

শোক ত্যজি হৈয়া ধৈর্য্য, নৃপতির প্রেত কার্য্য

করে দ্বিজ রামগঙ্গা কয় ॥

তবে যুবরাজ অতি দুঃখ ভাবি মনে।

নৃপতির প্রেত ক্রিয়া করিল সেখানে ॥

যথা শাস্ত্র দান শ্রাদ্ধ রাণীয়ে করিল।

হিড়িম্ব দেশেতে তিন বৎসর গুয়াইল ॥

স্বর্গ আরোহণ ইন্দ্র মাণিক্য রাজার।

সংক্ষেপে রচিল গ্রন্থ না করি বিস্তার ॥

ইতি ইন্দ্র মাণিক্যের স্বর্গ আরোহণং

দ্বিতীয় খণ্ড

জয়ন্ত চন্তাই বলে শুনহ রাজন।
তারপর হইলেক যত বিবরণ॥
হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী।
বরবক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি॥
খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে।
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে॥
রাফলি নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ।
তথাতেহ বসতি করয়ে কুকিগণে॥
সে নদীর প্রভাব আছয়ে অতিশয়।
তথা বহু লোকে পূজা তাহান করয়॥
মনোগত কার্য্যসিদ্ধি সে নদী করয়।
তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছয়॥
কাঙ্গংলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ॥
ইসব স্থানেতে বৈসে যত কুকি চয়।
পূর্ব্ব কুলিয়া বলি তা সবারে কয়॥
বরবক্র নদী রাজ উত্তর কুলেতে।
হিড়িম্ব রাজার অধিকার রাজ্য তাতে॥

বরবক্র নদীর দক্ষিণে ত্রিপুরার জনপদ

তার দক্ষিণে ত্রিপুর রাজ অধিকার।
কুকিগণ বৈসে যত সে পর্ব্বত মাঝার॥
সেই কুকি সব প্রজা ত্রিপুর রাজার।
সংক্ষেপে কহিব যত কথা তা সবার॥

ছাকাচেব খামাচেব চরাই রাঙ্গ রূঙ্গ।
রাংখল চাইবেম ছাতৈ ছাইমার বঙ্গ॥
লাঙ্গাই রূফনি তেম্নই কুঙ্গ জন।
প্রধান গননা জান এই কুকিগণ॥
এই মতে বহু কুকি আছয়ে তথায়।
কিরাত ই সব নাম শাস্ত্রীয় ভাষায়॥
শিলাময়ী এক দেবী আছয়ে তথায়।
স্থাপন করিছে পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজায়॥
সিংহ পৃষ্টে আরোহণ ধরে দশ কর
দেবী নামে পূজা তান হয় পূর্ব্বাপর॥
প্রতিদিন পূজা তান করয়ে কিরাতে।
তাহান মহিমা যত কে পারে কহিতে॥
আমি যাহা জানি তাহা শুন নৃপমণি।
শ্রবণে বিপদ নাশ করেন ভবানী॥
ছাকাচেব খামাচেব, রাঙখল, চরাই।
এই চারি পাড়াতে জানহ তান ঠাঁই॥
এক এক পাড়াতে তিনি তিন বৎসর থাকে।
তারপরে আর পাড়ায় নেয় কুকি লোকে॥
দেবীর ইচ্ছায় চারিজনে পারে নিতে।
নতু চারিশত লোকে না পাবে লাড়িতে॥
পুনরপি কতদিন তথাতে থাকয়।
যাইতে হইলে ইচ্ছা স্বপ্নে আসি কয়॥
দুর্গোৎসব কালে তথা যত কুকি সব।
গবয়াদি বলি দিয়া করয়ে উৎসব॥
শাসন করিয়া লোকে যদি পূজা করে।
পূজাকালে শুভাশুভ বুঝিবারে পারে॥
স্বপ্ন অনুভবে কার্য্য বুঝিবারে পায়।
এইরূপে সেই দেবী আছয়ে তথায়॥

কুকি সবে লোক মুখে ইবার্ত্তা শুনিল।
যুবরাজ কৃষ্ণমণি হিড়িম্বে আসিল ॥
বার্ত্তা পাইয়া ভেট লইয়া সেই কুকিগণ।
যাইতে হিড়িম্ব দেশে করিল গমন ॥
কতদিনে গিয়া যুবরাজের সাক্ষাত।
প্রণাম করিল বহু করি প্রণিপাত ॥
ভেট দিয়া প্রণমিয়া কহে ভক্তি করি।
শুন শুন নিবেদন রাজ্য অধিকারী ॥
আমি সবে পুরুষানুক্রমে তুমি রাজা।
আমরাহ পুরুষানুক্রমে তোমা প্রজা ॥
ইদেশে রহিছ কেনে ছাড়ি নিজ দেশ।
চল প্রভু পূর্ব্ব কুলে দেবীর আদেশ ॥
আমি সবে সেবা করিবেক নিতি নিতি।
পরিবার সঙ্গে তথা চল নরপতি ॥
যুবরাজ তা সবার ভক্তি দেখি অতি।
যাইবার পূর্ব্বকুল দিল অনুমতি ॥
হিড়িম্ব নৃপতি শুনি ই সব সংবাদ
যুবরাজ যাবে শুনি হইল বিষাদ ॥
হিড়িম্ব রাজাকে যুবরাজে সম্ভাষিয়া।
পূর্ব্বকুলে চলে রণচণ্ডী প্রণমিয়া ॥
পরিবার সঙ্গে যুবরাজকে লইয়া।
চলিল কিরাত সব হরষিত হইয়া ॥
দিলেক বহুল সৈন্য হিড়িম্ব নৃপতি।
আগুবাড়ি দিতে যুবরাজের সঙ্গতি ॥
কতদিনে পূর্ব্বকুলে যদি উত্তরিল।
অনেক কুকিয়ে আসি আগুবাড়ি নিল।
তথা যুবরাজে করি দেবী দরশন।
বহু উপহার দিয়া করিল পূজন ॥

খড়্গা নদীর তীরে পুরী নির্ম্মাইয়া।
তথা রৈল যুবরাজ পরিবার লইয়া ॥
ভক্ষণ সামগ্রী যত দেয় কুকি সবে।
করিয়া দেবতাজ্ঞান প্রতি নিত্য সেবে ॥
শুন যুবরাজ সঙ্গে ছিল যত জন।
পুরোহিত ছিল ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ ॥
দেওয়ান আছিল তথা সুরমণি রায়।
ব্রজনাথ অধিকারী আছিল তথায় ॥
তথা আছে যুবরাজ ইসব সহিত।
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করে যথোচিত ॥
পূর্ব্বকুলে যুবরাজ ইরূপে আছয়।
নৃপতি আদেশে রামগঙ্গা দ্বিজে কয় ॥

ত্রিপুরীদের উদয়পুর ত্যাগ

এথা দেশে যে সব হইল বিবরণ।
সে সব বৃত্তান্ত কহি শুনহ রাজন ॥
ইন্দ্র মাণিক্যের যদি হৈল পরলোক।
শুনিয়া দেশের প্রজা পাইল বড় শোক ॥
এই দেশ হাজি হোসনের জিম্বা করি।
হৈল সমসের গাজি রাজ্য অধিকারী ॥
উদয়পুর অবধি আমল হইল তার।
সমসের গাজি হইলেক অধিকার ॥
উদযপুরেতে যত ত্রিপুব আছিল।
দেশ ছাড়ি তারা সব বনে প্রবেশিল ॥
ভেলার হাকড়েতে রৈল কতগুলা।
কতগুলা গেলেন হাকড় মনতলা ॥
ই মতে ত্রিপুর সব আছয়ে পর্ব্বতে।
উজির উত্তর সিংহ আছিল ঢাকাতে ॥

তথা হাজি হোসনে যে উজিরকে নিয়া।
বন্দি করি রাখিছিল অপমান দিয়া॥
উজির ঢাকাতে তথা বন্দিশালে থাকি।
ত্রিপুর গণেতে পত্র পাঠাইল লিখি॥
দুরন্ত মোগল হাজি হোসন দুর্ব্বার।
সমসেরকে করিদিল রাজ্য অধিকার॥
শুনহ ত্রিপুর সব হৈয়া সাবহিত।
সমসেরের সঙ্গে না মিলিবা কদাচিত॥
আমি সবের ত্রিপুর রাজা সে অধিকারী।
কখন অন্যের সেবা আমরা না করি॥
ত্রিপুর বর্গেতে যত মুখ্য মুখ্য ছিল।
তা সবার ঠাঁই পত্র এইরূপে লিখিল॥
পত্র পাইয়া ত্রিপুরা সকল তুষ্ট হৈল।
আমি সবের মত মতে উজিরে লিখিল॥
সমসের গাজির সঙ্গে তারা না মিলিয়া।
মন দুঃখে করে বাস অরণ্যেতে গিয়া।

সমসের কর্তৃক উজির রামধন বশীভূত

মিলাইতে এথা যত ত্রিপুরার গণ।
সমসের গাজি বহু করয়ে যতন॥
বহু যত্নে মিলিল উজির রামধন।
তাকে পাই তুষ্টাইল সমসের দুর্জ্জন॥
শ্রী ইন্দ্র মাণিক্য যবে ধরণী শাসিল।
তখন সে রামধন উজির আছিল॥
বিপরীত মতি তান হৈল আয়ুঃ শেষে।
মিলিলেক গিয়া সেই সমসের পাশে॥
উজিরকে বহু মান সমসের করিল।
তাহার বিনয়েতে উজির তুষ্ট হৈল॥

তবে সমসের গাজি উজিরকে কয়।
মিলাইতে ত্রিপুর বর্গ চল মহাশয়॥
তোমা সঙ্গে মিলিবেক যতেক ত্রিপুরা।
বহু যত্নে মিলাইতে নারিব আমরা॥
তোমা বশে থাকিবেক ত্রিপুরা সকল।
আমা সঙ্গে দেখা মাত্র করিব কেবল॥
তার বাক্য প্রতীতি করিয়া রামধন।
মিলাইতে ত্রিপুরগণ করিল গমন॥
মাহামুদ জাহা নাম মুন্সি তার সঙ্গে।
মিলাইতে ত্রিপুরগণ চলিলেক বঙ্গে॥
উত্তরিল গিয়া ভেলারহ হাকড়েতে।
প্রধান ত্রিপুর যত আছিল তথাতে॥
শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই চতুর।
গোবর্দ্ধন কবরা আর জয়দেব ঠাকুব॥
বিরিঞ্চি কবরা আদি ছিল বহু জন।
কতেক বড়ুয়া কত সেনাপতিগণ॥
রামধন উজিব তথা ভেলারহে গিয়া।
ত্রিপুর বর্গকে কথা কহিল আনিয়া॥
দেখ সমসেরকে রাজ্য দিয়াছে বিধাতা।
ত'র সঙ্গে বিসম্বাদ না কর সর্ব্বথা॥
অধিকারী সঙ্গে বাদ করি কোন জন।
কে দেখিছ কোথা শুভ পাইছে কখন॥
তুমি সবে চাহ যদি আপনা ভালাই।
বিসম্বাদ না করিয়া মিল তার ঠাঁই॥
ইহা শুনি তারা সবে কহিল তখন।
আমরা তাহারে কর না দিব কখন॥
তাহার নিকটে আমি সব না যাইব।
যত দিন শরীরেতে জীবন থাকিব॥

তাহা শুনি উজির হইয়া অসন্তোষ।
ত্রিপুর বর্গেরে বহু করিলেক রোষ ॥
তবে জয়দেব রায় আর গোবর্দ্ধন।
বনমালী সেনাপতি এই তিন জন ॥
মন্ত্রণা নির্জনে বসি করিলেক সার।
রামধন উজিরকে করিতে সংহার ॥
সন্ধান করিয়া তবে রায় গোবর্দ্ধন।
ঘিরিল রাত্রিতে আসি তাহার ভবন ॥
স্বহস্তে লইয়া খড়্গা করিয়া প্রহার।
মুণ্ডগুটা কাটি তার করিল সংহার ॥
বিধি বশে তথাতে উজির রামধন।
আয়ুঃ শেষে চলি গেল সমন ভবন ॥
তারপরে তারা সবে করিযা মন্ত্রণা।
এথা রহি কার্য্য নাই শুন সর্ব্বজনা ॥

ত্রিপুর সমাজপতি গণের রিহাঙ্গ পাড়ায় মিলন ও পরামর্শ

চল সর্ব্বে চলি যাই রিহাঙ্গ পাড়ায়।
চণ্ডি প্রসাদ নারায়ণ আছয়ে তথায় ॥
যুবরাজকেহ গিয়া আনিব তথায়।
চিন্তিব তথাতে রাজ্য লাভের উপায় ॥
গোবর্দ্ধন কবরা প্রভৃতি যত জন।
যাইতে রিহাঙ্গে সবে করিল গমন ॥
তা সবাকে দেখিয়া যে সে চণ্ডী প্রসাদ।
প্রণমিয়া সব লোক জিজ্ঞাসে সংবাদ ॥
তানাহ কহিল পূর্ব্বাপর যত কথা।
শুনি চণ্ডীপ্রসাদে পাইল মনে ব্যথা ॥

তারপরে তা সবাকে বহু মান করি।
থাকিবারে নির্ম্মাণ করিয়া দিল পুরী ॥
তথা থাকি জয়দেব আদি যত জনা।
চণ্ডি প্রসাদের সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণা ॥
মণ্ডলা হাকরে যত ত্রিপুরা আছিল।
তা সবার ঠাই পত্র লিখিয়া পাঠাইল ॥
দুরন্ত যবন হৈল রাজ্য অধিকার।
যুক্ত নহে তুমি সব তথা থাকিবার ॥
পত্র পাইয়া অভিমন্যু কবরা প্রভৃতি।
কৃপারাম ঠাকুরকে করিয়া সঙ্গতি ॥
বহুল বড়ুয়া সেনাপতি বহুজন।
রিহাঙ্গে যাইতে করিল গমন ॥
রণমর্দ্দিন নারায়ণ নামে একজন।
সে পুনি রিহাঙ্গ পাড়া না গেল তখন ॥
যুবরাজ সনে বাদ তার মনে ছিল।
সেই হেতু রণমর্দ্দিন রিহাঙ্গে না গেল ॥
শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল চন্তাইর স্থানে।
তখনে রিহাঙ্গ পাড়া ছিল কোন্‌খানে ॥
কহিল চন্তাই নরপতি বিদ্যমানে।
শুনহ রিহাঙ্গ পাড়া আছিল যেখানে ॥
গোমতি নদীর যথা হতে উৎপত্তি।
ডম্বরু নামেতে তীর্থ স্নান দান খ্যাতি ॥
তার পূর্ব্বেতে টিলা মায়োনী নাম ধরে।
রিহাঙ্গ বসতি ছিল সে নদীর তীরে ॥
চাটিগ্রামে জান কর্ণফুলী তরঙ্গিনী।
সে নদীর সঙ্গে মিশি আছয়ে মায়োনী ॥
যতেক ত্রিপুর ছিল প্রধান গননে।
সবে মিলি বসতি করয়ে সেইখানে ॥

ভেলারহ মণ্ডলা হতে সকল ছাড়িয়া।
যতেক ত্রিপুর যদি গেলেন চলিয়া ॥
কাপাস না পায় ঘাটে নাহি পায় কৌড়ি।
ঘাটের লস্কর ছিল পাঁচকড়ি সুড়ি॥
হাজি হোসনেতে পাঁচকড়ি জানাইল।
ত্রিপুরা জাওয়ানে ঘাটে খাজানা না হৈল।
চিন্তা পায় হাজি হোসন এই কথা শুনি।
উজিরকে কহে বন্দিশালা হতে আনি ॥
হাজি বলে উজিরকে শুনহ বচন।
নিজ দেশ প্রতি তুমি করহ গমন ॥

হাজি হোসন কতৃক উজির উত্তর সিংহ বশীভূত

চিন্তা নাহিক শুন আমার বচন ॥
বন্দি হনে মুক্ত তোমা করি দেই আমি।
ত্রিপুর সকল বশ কর গিযা তুমি ॥
তা শুনিয়া উত্তর সিংহ উজির চলিল।
তরপ দেশেতে আসি উপস্থিত হৈল ॥
তরপের নিকটেতে পর্ব্বতে থাকিয়া।
পত্র এক রিহাঙ্গেতে পাঠাইল লিখিয়া ॥
পত্র লৈয়া দূত রিহাঙ্গেতে উত্তরিল।
ত্রিপুর সকল স্থানে পত্রখানি দিল ॥
লিখিছে লিখনে শুন ত্রিপুরের গণ।
সমসের গাজির সঙ্গে মিলহ এখন ॥
রাজ্য কর্ত্তা হইয়াছে সেই বিধির ঘটিতে।
তাহার সহিতে বাদ না হয় উচিত ॥
যদি তার সঙ্গে নাহি মিল তুমি সবে।
আমা দোষ নাহি তবে ভাল নাহি হবে ॥

লিখন পাইয়া যত ত্রিপুরের গণ।
ক্রোধ হইয়া পরস্পর কহেন বচন ॥
পূর্ব্বে লিখিছিল সেই থাকি কারাগারে।
সমসের গাজির পাশে নাহি মিলিবারে ॥
বুঝি এবে দিলাসা পাইছে দুষ্টমতি।
তাকে আনিবার এথা চল শীঘ্রগতি ॥
এতেক বলিয়া চণ্ডীপ্রসাদ প্রভৃতি।
উজিরকে আনিবার চলে দ্রুতগতি ॥
জয়দেব রায় আর রায় গোবর্দ্ধন।
বিরিঞ্চি কবরা চূড়ামণি কারকন ॥
অভিমন্যু রায় বনমালী সেনাপতি।
কৃপারাম কবরা চলিল দ্রুতগতি ॥
তথা গিয়া বলক্রমে উজিরকে ধরি।
চলিল তাহাকে লইয়া রিহাঙ্গ নগরী ॥
তথা গিয়া উজির উত্তর সিংহ রায়।
পুরি এক নিম্মাইয়া রহিল তথায় ॥

ত্রিপদী

পাইয়া লিখন, ত্রিপুরার গণ
ক্রোধে জ্বলে অতিশয়।
উজিরের রীত, দেখি বিপরীত
পরস্পরে কথা কয় ॥
বন্দিশালে থাকি, দিল এক পত্র লিখি
আমি সব বিদ্যমান।
বাঁচিতে পরাণে, সমসের সনে
না মিলিব কোন জন ॥
বুঝি এইক্ষণ, সে হাজি হোসন
দিলাসা দিয়াছে তাকে।

এই সে কারণ, করয়ে যতন
মিলাইতে আমরাকে ॥
তবে সবে কয়, এহি যুক্ত হয়
যতেক ত্রিপুর গণে।
চল সাজ করি, উজিরকে ধরি
আনিবেক এইখানে ॥
আমরা যেমনি, ছাড়ি রাজধানী
আসি রহিয়াছি বনে।
তেন মত সেই, আসি এই ঠাই
রওক আসি সব সনে ॥
এমন মন্ত্রণা, করি সর্ব্বজনা
চণ্ডি প্রসাদ সহিতে।
বহু সেনা লইয়া, চলে দ্রুত হৈয়া
উজির আছে যথাতে ॥
যুদ্ধ সাজে যায়, জয়দেব রায়
গোবর্দ্ধন মহামতি।
বিরিঞ্চি কবরা, চলে অতি ত্বরা
বনমালী সেনাপতি ॥
অভিমন্যু রায়, মনোরঙ্গে যায়
সমর সাজে তখনি।
রণে অনুপাম, চলে কৃপারাম
কারকোন চূড়ামণি ॥
তা সবার পাছে, আর যত আছে
বড়ুয়া আর সেনাপতি।
সে সব প্রভৃতি, যতেক পদাতি
চলে অতি ত্বরাগতি ॥
হাতে লইয়া অস্ত্র দুই তিন সহস্র
চলিল ত্রিপুরার সেনা।

কল্যাণ পুরেতে, গিয়া হরষিতে
রহিল সকল জনা ॥
সেখানে থাকিয়া, মন্ত্রণা করিয়া
যতেক ত্রিপুরা গণ।
করিয়া সাহস, উজিরের পাশ
চলে এই চারিজন ॥
যুক্তি করি সারা, জয়দেব কবরা
বনমালী সেনাপতি।
সাহস নারায়ণ, রায় গোবর্দ্ধন
চলে অতি বেগ গতি ॥
তা সব সহিত, দুই তিন শত
চলিল পদাতিগণ।
কালীর চরণ, ভাবিয়া তখন
চলিলেক চারিজন ॥
চিত্ত নহে স্থির, তথায় উজির
ভাবিয়া বিবেক মনে।
করিয়া কেমন, ত্রিপুরার গণ
মিলাব আনি এখানে ॥
না জানিয়া এত, পূর্ব্বে অন্যমত
লিখিছি তা সবার ঠাঁই।
মোর মত এবে, না রুচিব সবে
অনুভবে এই পাই ॥
কার্য্য বলে ছলে, না করিয়া ফলে
হাজি হোসন নিকটে।
দুরন্ত পাঠান, দিব অপমান
আর না জানি কি ঘটে ॥
ভাবি ই সকল, হইছে বিকল
উত্তর সিংহ তথায়।

চলে অনুক্ষণ,   না জানি কেমন
ঘটায়েন বিধাতায় ॥
এহেন সময়   লৈয়া সৈন্যচয়
তথা গিয়া চারিজন।
উজিরকে পাইয়া,   কহে তুষ্ট হৈয়া
শুন শুন আমার বচন ॥
দস্যু সমসর,   তার অনুচর
তুমি হইলা এখন।
দুর করি কীর্ত্তি,   করি দস্যু বৃত্তি
অর্জিতে পারিবা ধন ॥
আমরাকে নিয়া,   তার পাশে দিয়া
পাইবা সকল সাজি।
ভারি খিলায়ত,   তোকে নানামত
দিব সমসের গাজি ॥
রাজার উজির,   হৈয়া নতশির
প্রণাম করিবা তাকে।
এত অপমানে,   কি কার্য্য জীবনে
লজ্জা নাই তোর মুখে ॥
তুমি কুলাঙ্গার,   ত্রিপুরা বংশের
হৈতে চায় পিত্তশূল।
আমি সব নিয়া,   দস্যু পাশে দিয়া
করিতে চাহ নির্ম্মূল ॥
ছিল রামধন,   উজির এমন
মিলিয়াছিল তার সনে।
মতি হইয়া এই,   অচিরেতে সেই
গেল সমন ভবনে ॥
সেই মত বুঝি,   তোকে হৈল আজি
পড়ি আমি সব হাতে।

যদি জীবা প্রাণে, চল এই ক্ষণে
আমরা সব সহিতে ॥
যাইতে রিহাঙ্গে, আমি সব সঙ্গে
ত্বরিতে করহ গমন।
না রাখিলে বানী, নহে তোমা পুনি
হইবেক বিড়ম্বন ॥
ই কথা বলিয়া, উজিরকে লৈয়া
দ্রুত গতি হইয়া চলে।
হৈয়া হরষিত, কটক সহিত
কল্যাণ পুরেতে চলে ॥
উত্তরিয়া তথা হইয়া একতা
ত্রিপরেব যত সেনা।
হরিষ অন্তরে, রিহাঙ্গ নগরে
মিলিল সকল জনা ॥
রিহাঙ্গেতে গিয়া, পুরী নির্ম্মাইয়া
উজির তথাতে রহে।
রাজার আজ্ঞায়, প্রাকৃত ভাষায়
দ্বিজ রামগঙ্গা কহে ॥

ত্রিপুর সমাজপতিদের প্রতি
কৃষ্ণমণির পত্র

তারপরে যুবরাজ থাকি পূর্ব্বকূলে।
ইসকল বৃত্তান্ত শুনিল কৌতূহলে ॥
ত্রিপুর বর্গেতে যত বিশিষ্ট গণনে।
রিহাঙ্গে আসিয়াছে সব দুঃখ ভাবি মনে ॥
তা শুনিয়া হরিমণি ঠাকুরকে আনি।
মন্ত্রণা করিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি ॥

পত্র লিখি হাড়িধন লস্কর সহিত।
তা সবার ঠাই পত্র পাঠাইল ত্বরিত ॥
পত্র পাইয়া হর্ষ হৈল যতেক ত্রিপুরা।
শিরোধার্য্য করি পত্র জ্ঞাত হৈল তারা ॥
লিখিছে লিখন শুনি ত্রিপুর সকল।
হরিয়াছে নিজ রাজ্য চোরে করি বল ॥
রাজ্য নাশে বনবাস ভাইয়ের শরণ।
বিধাতা লিখিল মোর মত বিড়ম্বন ॥
কালে সর্ব্ব করে তাহা কিবা যায়।
এবে কার্য্য কর সার যেমন যোওয়ায় ॥
পরামর্শ করি তারা সকলে তথায়।
পত্র লিখিয়া সকল করিল বিদায় ॥
পত্রেতে লিখিল এই সব বিবরণ।
কৃপা করি কর যদি এথা পদার্পণ ॥
তবে সবে মিলি পরামর্শ করি সার।
যেই মত হয় নিজ রাজ্য উদ্ধার ॥
করি রাম সেই কার্য্য আজ্ঞা অনুসারে।
লিখিলেক এই পত্র ত্রিপুর সকলে ॥
চূড়ামণি কারকোন সঙ্গতি চলিলা।
যুবরাজ নিকটেতে পত্র নিয়া দিলা ॥

কৃষ্ণমণির রিহাঙ্গ পাড়ায় আগমন

পত্র পাইয়া যুবরাজ জানি সমাচার।
গমন করিল রিহাঙ্গেতে জমিবার ॥
পবিবার সহিতে ঠাকুর হরিমণি।
রহিলেক পূর্ব্বকূলে ভাবিয়া ভবানী ॥
যুবরাজ সঙ্গেতে ঠাকুর নারায়ণ।
চলে রণসিংহ নারায়ণ কারকোন ॥

চলে ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ পুরোহিত।
দেওয়ান সুরমণি চলিল সহিত॥
জগন্নাথ জয়রত্ন চলে সেনাপতি।
সেনাপতি ডোম্বন যে চলিল সঙ্গতি॥
খাসিয়া কতেক জন কতেক ত্রিপুরা।
সঙ্গে কুকিগণ কত চলিলেক ত্বরা॥
ই সকল সহিতে মিলিল বঙ্গপাড়া।
রিহাঙ্গেতে ত্রিপুর সকলে পাইল সাড়া॥
চণ্ডীপ্রসাদ নারায়ণ আর গোবর্দ্ধন।
জয়দেব কবরাদি করিল গমন॥
আগুবাড়ি বারে যুবরাজের কারণ।
যতেক চলিল লোক কে করে গণন॥
রিহাঙ্গ ছুইয়াঙ্গ কাইফেঙ্গ আতেখা।
ই সব চলিল যত নাই লেখা জুখা॥
মনু নদী পার হইয়া তিন চারি দিনে।
পথে দেখা হইলেক যুবরাজ সনে॥
যুবরাজ দেখি তুষ্ট হৈয়া সর্ব্বজন।
ভক্তি করি করিলেক চরণ বন্দন॥
সেইখানে একত্র করিয়া সর্ব্বজন।
রিহাঙ্গ নগরে সবে করিল গমন॥
রিহাঙ্গেতে গিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণি।
আশ্বাসিল সকল ত্রিপুরগণ আনি॥
মায়োনী নদীর তীরে পুরী নির্ম্মাইয়া।
তথা রহে যুবরাজ হরষিত হইয়া॥
ধনঞ্জয় চন্তাই যে বিদিত ভুবন।
রাজদণ্ড নাম শিবভক্তি নারায়ণ॥
তান ঠাঁই আদেশ করিল যুবরাজা।
চতুর্দ্দশ দেবতায় করিবারে পূজা॥

যুবরাজ আদেশে চন্তাই ধনঞ্জয়।
চতুর্দ্দশ দেবপূজা তথাতে করয় ॥
আশ্বিন মাসেতে দুর্গোৎসবের সময়।
দুর্গোৎসব যুবরাজে তথাতে করয় ॥
ধর্ম্মবল্ল নারায়ণ রাজপুরোহিত।
করিল দুর্গার পূজা শাস্ত্রের বিহিত ॥
তারপরে সকল ত্রিপুরবর্গ আনি।
মন্ত্রণা করয়ে যুবরাজ কৃষ্ণমণি ॥
যুবরাজ কহেন শুনহ পাত্রগণ।
রাজ্য হেতু চেষ্টা নাই কর কি কারণ ॥
উদ্যোগ বিহীনে কার্য্য সিদ্ধি নাহি হয়।
দিবেক কেবল দৈবে কাপুরুষে কয় ॥
যুবরাজ আজ্ঞায় সকল পাত্রগণ।
উদ্যোগ কবয়ে তথা রাজ্যের কারণ ॥
হরনাথ হাজারী শ্রীহট্টে আছিল।
পত্র লিখি তার ঠাঁই দূত পাঠাইল ॥
আর এক সংবাদ শুনিল থাকি তথা।
শুন মহারাজ কহি সেই সব কথা ॥

বিশ্বাসঘাতক আবদুল রজক

আবদুল রজক এক আছিল তস্কর।
সমসের গাজির সেই ছিল অনুচর ॥
সমসের গাজির সঙ্গে বিবাদ করিয়া।
আবদুল রজক রহে ভোজপুরে গিয়া ॥
আবদুল রজক যদি ভোজপুরে গেল।
যুবরাজে এইসব সংবাদ শুনিল ॥
ই বার্ত্তা শুনিয়া যুবরাজ হরষিত।
তার ঠাঁই পত্র লিখি পাঠাইল ত্বরিত ॥

সমসের গাজিয়ে তোমা অপমান দিছে।
আমি মান দিব তোকে আইস মোর কাছে ॥
পত্র পাইয়া তুষ্ট হৈয়া আবদুল রেজাকে।
লিখিয়া আর্দ্দাস পত্র পাঠাইল কৌতুকে ॥
যুবরাজ পাদপদ্মে এই নিবেদন।
সজ্জ হইয়াছি আমি সমসর কারণ ॥
আপনার অনুমতি পাইব যখন।
সমসেরের সনে রণ করিব তখন ॥
এই পত্র পাইযা তুষ্ট হইয়া যুবরাজ।
বলে রণ হেতু সাজ ত্রিপুরা সমাজ ॥

পুরোহিতের সাবধান বাণী

হেন কালে দ্বিজ ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ।
যুবরাজ সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
দুরন্ত তস্করে নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
তাহাকে বিশ্বাস কর না জানিয়া মর্ম্ম ॥
আবদুল রজক মিলি সমসের সনে।
কার্যকালে দাগা দিব লয় মোর মনে ॥
পুরাণ প্রসঙ্গ শুন হৈয়া সাবহিত।
বিগ্রহ কাণ্ডেতে নীতি শাস্ত্রের লিখিত ॥
হংস এক জলচর পক্ষী অধিপতি।
প্রজা সব সঙ্গে সুখে করয় বসতি ॥
স্থলচর পক্ষীরাজ ময়ুর আছিল।
হংসকে করিতে জয় তার মনে হৈল ॥
হংস ঠাঁই শুক এক দূত পাঠাইল।
দূত আসি হংস ঠাঁই সংবাদ কহিল ॥
শুন পক্ষীরাজ হংস আমার বচন।
তোমা ঠাঁই চাহে কর ময়ুর রাজন ॥

নতু যুদ্ধ কর তুমি তাহান সহিত।
প্রত্যুত্তর দেহ মোকে যে হয় উচিত ॥
শুনি হংসে হাসিয়া কহেন বারেবার।
আমাকে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার ।
বল গিয়া তোমার রাজার বিদ্যমানে।
মন্ত্রণা করিয়া চক্রবাক মন্ত্রিসনে ॥
শিবির নির্ম্মাণ করি যত পক্ষীগণ।
সজ্জ হৈয়া রহিলেক করিবারে রণ ॥
হেনকালে কতগুলা বায়স সহিত।
মেঘবর্ণ নাম কাক হৈল উপস্থিত ॥
প্রণমি হংসের পায় কহেন বচন।
তোমা পাশ আসিয়াছি চাকরি কারণ ॥
আমি তোমা পক্ষ যদি থাকি রাজ রাজ।
ময়ুর জিনিতে তোমা কত বড় কাজ ॥
ই কথা শুনিয়া চক্রবাক মন্ত্রিবর।
রাজার নিকটে কহে যোড় করি কর ॥
স্থলবাসী হয় কাক নাহি থাকে জলে।
ময়ুর রাজার পক্ষ হৈব যুদ্ধকালে ॥
ময়ুরের পক্ষ কাক জান সর্ব্বদায়।
দাগা করিবার হেতু আসিছে এথায় ॥
মন্ত্রির বচন রাজা না শুনি তখন।
যুদ্ধ হেতু বায়সকে কৈল নিয়োজন ॥
হংস চক্রবাকে যত প্রসঙ্গ আছিল।
পুথি বাড়ি যায় সে সকল না লিখিল ॥
তারপরে ময়ুরে লইয়া পক্ষীগণ।
জলচর হংস সনে আরম্ভিল রণ ॥
স্থলচর পক্ষী যদি আইসয়ে শিবিরে।
জলচর সকল পক্ষীয়ে মিলি মারে ॥

না পারি ময়ুর রাজা শত্রু পরাজিতে।
মনে কৈল রণ তেজি পলাই যাইতে॥
হেনকালে মেঘবর্ণ কাক দুষ্টরীতি।
শিবিরে থাকিয়া চিন্তে ময়ুরের প্রীতি॥
ঠোঁটে করি অগ্নি আনি শিবির পুরীল।
ময়ুরের পক্ষ হৈয়া সৈন্য সংহারিল॥
মেঘবর্ণে করিয়া হংসের সর্ব্বনাশ।
মিলিলেক গিয়া পাছে ময়ূরের পাশ॥
অধমে না মানে কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম সেতু।
হংস পলাইয়া গেল প্রাণ রক্ষার হেতু॥
স্থলচর বায়স ময়ুর পাশে গেল।
জলচর পক্ষীসব পরাভব পাইল॥
অতএব কহি আমি দেখ বিবেচিয়া।
দস্যুর সহিতে দস্যু মিলিবেক গিয়া॥
শুনি যুবরাজে বলে শুন পুরোহিত।
আমি ইহা জানিয়া থাকিব সাবহিত॥
আবদুল রজক এথা যুবরাজ সনে।
মিলিলেক গিয়া সমসের গাজি শুনে॥
ভয় পাইল শুনিয়া ই সব সমাচার।
যত্ন করি তাহাকে মিলাইল পুনর্ব্বার॥
আবদুল রজকে ধর্ম্ম না ভাবিয়া মনে।
যুবরাজের বিপক্ষ হইল সেই ক্ষণে॥

গৃহশত্রু রণমর্দ্দন

রণমর্দ্দন নারায়ণ ত্রিপুর অধম।
যুবরাজ প্রতি তার মনে ছিল তম॥
সে আসি মিলিলেক সমসের সনে।
তাকে পাইয়া সমসের আনন্দ হৈল মনে॥

মন্ত্রণা করিল আবতুল রজকের সঙ্গে।
যুদ্ধ হেতু সজ্জ হৈয়া যাইতে রিহাঙ্গে॥
রণমর্দ্দন নারায়ণ করিয়া সঙ্গতি।
চলিল রিহাঙ্গে সমসের তুষ্টমতি॥
আবতুল রজকে তার সহিতে মিলিল।
ই সব বৃত্তান্ত যুবরাজায় শুনিল॥
ই বার্ত্তা শুনিয়া যুবরাজায় তখন।
যুদ্ধ হেতু বীরগণ কৈল নিয়োজন॥
জয়দেব কবরা ভদ্রমণি সেনাপতি।
গোবর্দ্ধন কবরাকে করিয়া সঙ্গতি॥
পাণ্ডব বড়ুয়া গেল তা সব সহিতে।
সৈন্য লইয়া চারিজন গেল একপথে॥
চণ্ডীপ্রসাদের ভাই নামে বাঠিরায়।
সৈন্য সঙ্গে করি সেই আর পথে যায়॥
গোবর্দ্ধন কবরা প্রভৃতি যত সেনা।
ছলাড়ঙ্গ সুজাত করিল সবে থানা॥
থানা ছাড়ি এক দিবসের পথে গেল।
তথা গিয়া বিপক্ষ সৈন্যের লাগ পাইল॥

সমসের কর্ত্তৃক আক্রমণ

তথা তুই দলে রণ হৈল ঘোরতর।
পলাইল রণে হারি তুরন্ত তসকর॥
রণ জিনি তারা সব গেলেন থানায়।
মায়োনী নদীয় ভাটি গেল বাঠিরায়॥
সমসেরের সৈন্য তথা হৈযা উপস্থিত।
যুদ্ধ আরম্ভিল বাঠিরায়ের সহিত॥
একদিন ব্যাপি রণ আছিল তথায়।
সমসেরের বহু সৈন্য মারে বাঠিরায়॥

প্রাণপণ করিয়া বাঠিরায় সমর।
সহিতে না পারি রণ হইল কাপর ॥
পলাইয়া সৈন্য সঙ্গে রিহাঙ্গেতে গেল।
যুবরাজ পাশে গিয়া বার্ত্তা জানাইল ॥

গৃহশত্রু উত্তর সিংহ

উত্তর সিংহ নারায়ণ উজির প্রভৃতি।
না আছিল চিত্ত শুদ্ধি যুবরাজ প্রতি ॥
ছিদ্র পাইয়া উজীর প্রভৃতি কতগুলা।
রিহাঙ্গ ছাড়িয়া গেল হাকড় মগুলা ॥
তারপরে যুবরাজ দুঃখ ভাবি মনে।
ছলড়েঙ্গে বার্ত্তা দিল গোবর্দ্ধন স্থানে ॥
বার্ত্তা পাইয়া গোবর্দ্ধন জয়দেব সঙ্গে।
কটক সহিতে আসি মিলিল রিহাঙ্গে ॥
আসি তারা সবে যুবরাজ প্রণমিল।
যুবরাজে তা সবাকে ইকথা কহিল ॥
অল্প প্রাণী হইলেহ সংহতি থাকিলে।
কার্য্যের প্রতুল হয় জানিবা সকলে ॥
কতগুলা তৃণ যদি দড়ি পাকাইয়া।
মদমত্ত হস্তী দেখ রাখয়ে বান্ধিয়া ॥
আমরার আত্মদলে চিত্তশুদ্ধি নাই।
সেই যে কারণে এত পরাভব পাই ॥
যদি সবে মিলি এথা থাকি যুদ্ধ করে।
কি করিতে পারে তবে দুরন্ত তস্করে ॥

কৃষ্ণমণির পূর্ব্বকূলে প্রত্যাবর্ত্তন

সে অনুশোচনা করি কি হইব আর।
পূর্ব্বকূলে চলি আমি যাব পুনর্ব্বার ॥

প্রায় যে ত্রিপুর সব আমা ছাড়ি গেল।
তুমি সব আমার সহিতে এবে চল ॥
ই বলিয়া তা সবাকে করিয়া সংহতি।
রিহাঙ্গ ছাড়িয়া চলিলেক শীঘ্র গতি ॥
লাঙ্গাই নদীর তীরে বঙ্গপাড়া ছিল।
সৈন্য সমে যুবরাজ তথা উত্তরিল ॥
ছাড়িয়া রিহাঙ্গ বঙ্গ পাড়া উত্তরিয়া।
কহে যুবরাজ জয়দেব সম্বোধিয়া ॥
পর্ব্বতে আসিয়া দেখ দুরন্ত তস্করে।
বিক্রম করিয়া এত পরাভব করে ॥
তার প্রতিকার হেতু চল শীঘ্র গতি।
তোমা সঙ্গে যাউক ভদ্রমণি সেনাপতি ॥
গফুর জমাদার যাউক বেরাদরি লৈয়া।
সবে গিয়া কর রণ সাবহিত হৈয়া ॥
তখনে সমর হেতু জয়দেব রায়।
প্রণমিয়া যুবরাজ হইল বিদায় ॥

তৃতীয় খণ্ড

ভদ্রমণি সেনাপতি সঙ্গতি চলিল।
মনু নদী তীরে সব একত্র হইল ॥
তথা সমসের গাজি হরষিত হৈয়া।
রিহাঙ্গেতে গেল সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে লৈয়া ॥
তথাতে ত্রিপুর না মিলিল কোন জন।
বিবিধ প্রকারে তথা করিল যতন ॥
আবদুল রজক রণমর্দ্দন নারায়ণ।
রিহাঙ্গেতে রহিলেক এই দুই জন ॥
দুহানকে তথা রাখি কটক সহিত।
সমসের গাজি গেল আপনা বাড়িত ॥

পুতুল রাজা

তথা গিয়া বিবেচনা করিলেক সারা।
না হইলে ত্রিপুর রাজা না মিলে ত্রিপুর ॥
ভুবনে বিখ্যাত ধর্ম্ম মাণিক্য নৃপতি।
গদাধর ঠাকুর যে তাহার সন্ততি ॥
লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সন্ততি।
উদয় পুরেতে তিনি করয়ে বসতি ॥
তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে গিয়া।
তবে সে ত্রিপুর সব মিলিব আসিয়া ॥
এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ।
উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন ॥
লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া।
উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া ॥

লক্ষ্মণ মাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া ॥
রণমর্দ্দন নারায়ণ আবদুল রজক।
তাহান সঙ্গতি রৈল লইয়া কটক ॥
ত্রিপুরাকে মিলাইতে বহু যত্ন করে।
তথাপিও কোন জন মিলাইতে নারে ॥
সমাড় নদীর তীরে রিহাঙ্গের রায়।
আছে হেন বার্ত্তা তথা চরমুখে পায় ॥
বার্ত্তা শুনি তখনে কটক পাঠাইল।
তথা গিয়া রিহাঙ্গ রায় লাগ পাইল ॥
রিহাঙ্গের রায় লইয়া হৈয়া হরষিত।
পথ ক্রমে হৈল সব বনে উপস্থিত ॥
তৈয়ের নদীর তীরে আসি সব রহে।
আপনা প্রশংসা কথা পরস্পরে কহে ॥
হেনকালে জয়দেব যুদ্ধ সজ্জ হৈয়া।
চলিছে রিহাঙ্গে যাইতে কটক লইয়া ॥
দৈব যোগে পথক্রমে তথা উত্তরিল।
দূত মুখে ই সকল সংবাদ জানিল ॥
বার্ত্তা শুনি যুদ্ধ হেতু চলে শীঘ্রগতি।
ভদ্রমণি আর জনার্দ্দন সেনাপতি ॥
কার্য্য প্রসাদনারায়ণ আর ভাদরায়।
জয়দেব কবরা সঙ্গে যুদ্ধ সাজে যায় ॥
আপনে পশ্চিমে রহে জয়দেব রায়।
ভদ্রমণি সেনাপতি পূর্ব্ব দিগে যায় ॥
কার্য্য প্রসাদ নারায়ণ দক্ষিণেতে গেল।
উত্তর দিগেতে ভাদুরায়কে পাঠাইল ॥

সমসের-এর সহিত যুদ্ধ

এই মতে চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া রহিল।
রাত্রি শেষে মহারণ দুই দলে হৈল ॥
দিবা দেড় প্রহর অবধি ছিল রণ।
সমসের বহু সৈন্য হইল নিধন ॥
খড়্গাঘাতে মৈল কত কত জাঠিঘাতে।
বন্দুক আঘাত কত মরিল তথাতে ॥
পলাইয়া তস্কর সৈন্য যেই দিগে যায়।
সেই দিগে ত্রিপুরের সৈন্য আগুয়ায় ॥
যথা তথা যায় সৈন্য না পায় নিস্তার।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি শব্দ শুনে মার মার ॥
প্রায় যে তস্কর সৈন্য হইলেক নাশ।
কিছু মাত্র আছে শেষ হইয়া হুতাস ॥
তারপরে সে সকলে দন্তে তৃণ লৈয়া।
করযোড় করি কহে গলবস্ত্র হৈয়া ॥
দোহাই ধর্ম্মের যদি আমি সব মার।
হারি তা সবার ঠাই মাগি পরিহার
এথায় আসিয়া পাইয়াছি তার ফল।
আমি সবে এথায় না খাইব অন্নজল ॥
যদি প্রাণ রক্ষা কর তবে চলি যাই।
আর যদি মার মহারাজের দোহাই ॥
এই মতে কাকুতি করে তস্করের সেনা।
শুনিয়া কবরার মনে হইল করুণা ॥
আপন সৈন্যকে জয়দেব রায় কয়।
শরণাগতের বধ যুক্ত নাহি হয় ॥
ক্ষমা কর রণ সবে বীরধর্ম্ম স্মরি।
হত শেষ সৈন্য সব ঘরে যাওক ফিরি ॥

এত শুনি বীরগণ রণ উপেক্ষিল।
যাইতে তস্কর সৈন্য পথ ছাড়ি দিল ॥
পথ পাইয়া প্রণমিয়া কবরা চরণ।
হত শেষ সেনাগণ করিল গমন ॥
আবদুল রজক পাশে হৈল উপস্থিত।
দেখিয়া আবদুল রজক হইল বিস্মিত ॥
গিছিল যতেক সৈন্য নাই দশভাগ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত আবদুল রজক ॥
বার্ত্তা শুনি রণমর্দ্দন নারায়ণে কহে।
এতাথে রহিলে প্রাণ বাঁচিবার নহে ॥
আবদুল রজক আর সে রণমর্দ্দন।
ভয় পাইয়া তথা হতে করিল গমন ॥
লক্ষ্মণ মাণিক্যকে লইয়া সঙ্গতি।
সবে মিলি ভাটি দিল তটিনী গোমতী ॥
সমসের গাজিয়ে শুনি ই সংবাদ।
মনে দুঃখ ভাবি অতি পাইল বিষাদ।
জয়দেব কবরা এথা কটক সহিত।
দাসফা হাকড়ে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥
তথা থাকি পত্র লিখি দূত পাঠাইল।
যুদ্ধ বার্ত্তা দূতে যুবরাজে জানাইল ॥
তুষ্ট হৈল যুবরাজ যুদ্ধ বার্ত্তা পাইয়া।
প্রসাদ পাঠাইল যোদ্ধাগণের লাগিয়া ॥
রাজার প্রসাদ পাইয়া বসন ভূষণ।
মস্তকে তুলিয়া লৈল যত যোদ্ধাগণ ॥
তারপরে যুবরাজ বঙ্গপাড়া হতে।
প্রস্থান করিল পূর্ব্বকূলেতে যাইতে ॥
পূর্ব্বকূলে যুবরাজ গিয়া উত্তরিল।
দাসফা হাকড়ে জয়দেব রায় রৈল ॥

তারপরে যুবরাজার পাইয়া আদেশ।
কবরা চলিল যাইতে পূর্ব্বকুল দেশ ॥
ভদ্রমণি জনার্দ্দন প্রভৃতি সহিত।
পথক্রমে বঙ্গপাড়ায় হৈল উপস্থিত ॥

কুকিদের উপদ্রব

হেনকালে উপদ্রব পূর্ব্বকুলে হৈল।
বঙ্গপাড়া থাকি সবে সমাচার পাইল ॥
খুচু দফা এক কুকি লুচি দফা আর।
সে সব না থাকে অধিকারে ত্রিপুরার ॥
তারা আসি পূর্ব্বকুলে দস্যুবৃত্তি করি।
মনুষ্য মারিয়া ধন লৈয়া যায় হরি ॥
তা দেখিয়া যুবরাজ বিষাদ ভাবিয়া।
হিড়িম্ব দেশেতে গেল পরিবার লৈয়া ॥
হালিয়া কান্দি গ্রাম গিয়া রৈল যুবরাজ।
সঙ্গতি আছিল কত ত্রিপুর সমাজ ॥
তবে জয়দেব যুবরাজার আদেশে।
হিড়িম্ব দেশেতে গেল যুবরাজার পাশে ॥
সেইকালে রামচন্দ্রধ্বজ নারায়ণ।
সে দেশের নরপতি হইছে নিধন ॥
রাজা হৈছে হরিশ্চন্দ্রধ্বজ নারায়ণ।
রামচন্দ্রধ্বজ নারায়ণের নন্দন ॥
সে রাজার পাশে যুবরাজায় লিখিল।
তোমার দেশেতে মোর পরিবার রৈল ॥
পূর্ব্বকুলে আমা প্রজা বৈসে কুকিগণ।
দস্যু আসি তা সবাকে করে বিড়ম্বন ॥
তে কারণে পূর্ব্বকুলে আমি চলি যাই।
আমা পরিবার গণ রাখি এই ঠাঁই ॥

হিড়িম্ব রাজার পাশে লিখিয়া লিখন।
যুবরাজ পূর্ব্বকুলে করিল গমন।।
হরিমণি ঠাকুর ঠাকুর নারায়ণ।
তিনকড়ি ঠাকুর ঠাকুর গোবর্দ্ধন।।
জয়দেব রায় জনার্দ্দন সেনাপতি।
বলরাম গদাধর নাজির সন্তুতি।।
কার্য্য প্রসাদ নারায়ণ বড়ুয়া পাণ্ডব।
যুবরাজ সহিতে চলিল এই সব।।
আর আর সৈন্য কত চলিল সহিত।
রাংখল পাড়াতে গিয়া হৈল উপস্থিত।।
দেবীহ আছিল সেই পাড়াতে তখন।
করিল দেবীর সবে চরণ বন্দন।।
দেবী প্রণমিয়া যুবরাজ গেল ঘরে।
ত্রিপুর সকল গেল যার যে বাসরে।।
যুবরাজ রাংখল পাড়াতে যদি আসিল।
বার্ত্তা পাইয়া কুকি সব আসিয়া মিলিল।।
ছাকাছেব খামাচেব চরাই রাঙরঙ্গ।
রাংখল ছাইরেম ছাতৈ ছাইমার বঙ্গ।।
লাঙ্গাই রূপনি তিন পই কুঙ্গ জন।
এসব প্রকৃতি কুকি আসিল তখন।।
এসব কুকিকে আনি কহে যুবরাজ।
তোমরা সকলে কর যুদ্ধ হেতু সাজ।।

যুদ্ধ সজ্জা

যুবরাজ আদেশে হরিষে কুকিগণ।
সজ্জ হৈল সব কুকি যুদ্ধের কারণ।।
সেনাপতি হৈল রণসিংহ কারকোন।
নানা অস্ত্র লইয়া সাজিল যুদ্ধাগণ।।

নানাবিধ উপহার দিয়া যুবরাজা।
ভক্তি করি তথাতে করিল দেবীপূজা॥
দেবীর পূজার কালে হৈল অনুভব।
যুদ্ধে জয় না হইব হৈব উপদ্রব॥
পূজা কালে অমঙ্গল যুবরাজে শুনি।
বলে রণে কিবা জানি ঘটায় ভবানী॥
যে হৌক সে হৌক উপেক্ষিতে নহে রণ।
বিধি যাহা করে তাহা হইবে ঘটন॥
তারপরে নিমন্ত্রিয়া আনে কুকিগণ।
সকলকে যুবরাজে করায় ভোজন॥
তুষ্ট হৈয়া কুকি সব মদ্য মাংস খাইয়া।
প্রশংসে আপনা বল বাহু প্রসারিয়া॥
যুবরাজ সাক্ষাতে করিয়া বীর দাপ।
একে একে কুকি গণে করয়ে প্রতাপ॥
তবে সৈন্য সঙ্গে রণসিংহ নারায়ণ।
করিতে খুচঙ্গ জয় করিল গমন॥
তথা হতে এক দিবসের পথ গিয়া।
চড়াই পাড়াতে রহে সৈন্যগণ লৈয়া॥
কারকোন সঙ্গে যদি যোদ্ধা সব গেল।
অল্প মাত্র সৈন্য যুবরাজ পাশে রৈল॥
এথা বীরগণ আনি কহে যুবরাজ।
সাবধানে থাক সবে হৈয়া যুদ্ধ সাজ॥
যুবরাজ আদেশে তখন যোদ্ধাগণ।
যুদ্ধ হেতু চারি দ্বারে করিল গমন॥
পূর্ব্বদ্বারি জয়দেব রায় চলি গেল।
কারকোন বনমালী দক্ষিণে রহিল॥
জগন্নাথ রায় বলভদ্রের সহিত।
পশ্চিমদ্বারেতে রহে হৈয়া সাবহিত॥

কতেক রাঙ্খল কুকি সঙ্গতি লইয়া।
রাংখল সর্দ্দার রহে উত্তরে যাইয়া॥
হরিমণি ঠাকুর প্রভৃতি সঙ্গে করি।
রহিলেক যুবরাজ আপনার পুরী॥

খুচুঙ্গ দফা কর্তৃক আক্রমণ

খুচুঙ্গ ই সব বার্ত্তা জানিয়া তখন।
যুদ্ধ সজ্জা হৈয়া তবে করিল গমন॥
রাংখল পাড়াতে যথা আছে যুবরাজ।
তথা আসিবার চলে খুচঙ্গ সমাজ॥
কটিতে বসন নাই দিগম্বর বেশ।
সকল মস্তক যুড়ি আছে মুক্ত কেশ॥
গবয়ের চর্ম্মের নির্ম্মিত দীর্ঘ ঢাল।
পৃষ্ঠে দোলে, করেতে কুকিয়া তরয়াল॥
লোহার টোপ মাথে রাঙ্গা বস্ত্র গায়।
তীক্ষ্নধার শেল হাতে রণে আগুয়ায়॥
তীরকোশে ভরা আছে বিষে মাখা তীর।
হাতে দিব্য ধনু রণে নির্ভয় শরীর॥
খুচুঙ্গ কুকির এই কহিল লক্ষণ।
এই মতে করি সাজ তারা করে রণ॥
ই রূপে খুচঙ্গ সব আসি সজ্জ হৈয়া।
রাত্রিতে পর্ব্বত মাঝে রৈল পলাইয়া॥
চারিদণ্ড রজনী থাকিতে কুকিগণ।
উত্তর-পশ্চিম কোণে দিল দরশন॥
সেখানে ত্রিপুর সৈন্য যে সকল ছিল।
তা সবার সনে রণ তুমুল হইল॥
খড়্গ চর্ম্ম জাঠি তীর বন্দুক লইয়া।
ত্রিপুরের সৈন্য সব যুদ্ধে আগু হৈয়া॥

বিষ তীর বরিশন করে কুকিগণ।
পরস্পরে দুই দলে হৈল মহারণ॥
তীর বরিশন করি কিরাত সকল।
ত্রিপুরের সেনাগণ করিল বিকল॥
বিকল হইয়া সৈন্য দিল পৃষ্ঠভঙ্গ।
এ ছিদ্রে পাড়া প্রবেশিলেক খুচুঙ্গ॥
যোদ্ধা একজন মাত্র না আছে তথায়।
নারী বৃদ্ধ শিশু সবে সুখে নিদ্রা যায়॥
হেন কালে তথা গিয়া খুচুঙ্গ দুর্ব্বার।
যাকে পায় তাকে বধে না করে বিচার॥
কিবা বৃদ্ধ বালক বা যুবক যুবতী।
দেখা পাইলে কাহার নাহিক অব্যাহতি॥
তখনে রাংখল কুকি ধাই একজন।
ঘরের চালেতে করিলেক আরোহণ॥
পৃষ্ঠের উপরে পৌত্র বস্ত্রে বান্ধি রাখি।
খুচুঙ্গ কুকিকে তীরে হানে চালে থাকি॥
খুচুঙ্গ দেখিয়া তাকে হানে এক তীর।
দুইজন বিন্ধি তীর হইল বাহির॥
চালের উপরে দুইজন মরি রয়।
কহিতে শুনিতে মনে লাগয়ে বিস্ময়॥
কত জনে প্রাণ রক্ষা হেতু পলাইয়া।
যুবরাজ পুরী মধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
নিদ্রা ত্যজি যুবরাজ বসিল জাগিয়া।
ক্রোধ হইল কিরাতের বিক্রম দেখিয়া॥

লাচাড়ি

দেখি প্রজাগণ হাল, ক্রোধে জ্বলে মহীপাল
দন্তে কড়মড়ি করি কহে।

আসিয়া আমার পাযে,   কিরাতে কটক নাশে
এত দুঃখ শরীরে কি সহে ॥
চল ভাই হরিমণি,   বিলম্ব না কর পুনি
আর যোদ্ধা আছে যত জন।
চলোক করিয়া সাজ,   তিলেক নাহিক ব্যাজ
আমি যাই করিবারে রণ ॥
খড়্গ চর্ম্ম ধনু তীর,   হস্তেতে লইয়া বীর
উঠিলেক দিয়া দড়বড়ি।
করিয়া সমর সাজ   চলিলেক যুবরাজ
নিশা অবশেষ হৈল ঘড়ি ॥
আর যত সৈন্য আছে,   চলে যুবরাজ পাছে
সংহতি ঠাকুর হরিমণি।
খুচুঙ্গ মারিয়া তীর,   বান্ধিল বহুল বীর
ঘোরতর বাজিল সমর ॥
ধনুশর লৈয়া হাতে,   আপনে ধরিল নাথে
হানয়ে কিরাত সৈন্যগণ।
দুর্ব্বার কিরাতগণ,   করে শর বরিষণ
না করয়ে মরণ গনন ॥
এইরূপে আছে রণ   বণমালী কারকোন
হেনকালে আসিয়া মিলিল।
করিয়া বন্দুক ঘাত,   খুচুঙ্গের সৈন্যনাথ
একজন তখনি বধিল ॥
সেনাপতি মৈল দেখি,   সকল খুচুঙ্গ কুকি
কতদূর অন্তর হইল।
জয়দেব হেনকালে,   তথায় আসিয়া মিলে
দেখি যুবরাজ তুষ্ট হৈল ॥
হেনকালে হইল দিন   যামিনী হইল ক্ষীণ
উদয় হইল দিবাকর।

সকল একত্র হৈয়া, নানা অস্ত্র হাতে লৈয়া
আরম্ভিল বিষম সমর ॥
কেহ খড়্গ চর্ম্ম ধরে, ধনুঃশর কার করে
কেহ কেহ বন্দুক লইয়া।
প্রবেশ করিল রণে, সকল নাহিকগণে
কুকি সৈন্য নেয় খেদাইয়া ॥
তা দেখি খুচুঙ্গগণ, পলায় ত্যজিয়া রণ
কত জনা ত্যজিল পরাণ ॥

শরাহত কৃষ্ণমণি

তা সবাকে পরাজিয়া, সকল একত্র হইয়া
গেল যুবরাজ বিদ্যমান।
আসিয়া সকল বীর, দেখে বিষে মাখা তীর
বিন্ধিয়াছে যুবরাজ পায়।
ব্যস্ত হৈয়া তাড়াতাড়ি, সবে মিলি যত্ন করি
সেই তীর টানিয়া খসায় ॥
যুবরাজ বলে ইকি, সব অন্ধকার দেখি
স্থির মোর নহে কলেবর।
সঘন ঘুর্ণায় মাথা বদনে না সরে কথা
অন্তর কাঁপয়ে থর থর ॥
শোষয়ে মুখের জল, শরীরে না পাই বল
ইকি দেখি ঠেকিল সঙ্কট।
মরণ সময় বুঝি, উপস্থিত হৈল আজি
নেও মোরে দেবীর নিকট ॥
শুনি যুবরাজ কথা, হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
পাইলেক ত্রিপুর সকলে।
সব বন্ধুগণে মিলি, বিধি নিদারুণ বলি
রোদন করয়ে উচ্চ রোলে ॥

ব্যস্ত দেখি বন্ধুগণ, যুবরাজ ততক্ষণ
প্রিয়বাক্যে সকলকে শান্তায়।
চিন্তা ত্যজি তুমি সব, দেবীর চরণ ভাব
সেই বিনে কি আর উপায় ॥
এই মাত্র বলি বাণী, যুবরাজ কৃষ্ণমণি
বিষ তেজে হৈল অচেতন।
মুখ শশধর কলা বিষ জ্বালে হৈল কালা
মুদ্রিত হইল দুনয়ন ॥
নাকে শ্বাস অল্প হয়, মন্দ মন্দ শিরা বয়
ডাকিলে না করে উত্তর।
নাহি লড়ে হাত পাও, হিম হইলেক গাও
ইরূপে অ'ছিল দুপ্রহর ॥
তা দেখি ত্রিপুরগণ, শোকাকুল হইয়া মন
হরিমণি ঠাকুর সহিত।
অস্থির হইয়া কাছে, ঠেকিয়া বিষম ফান্দে
দেখি যুবরাজকে মোহিত ॥
কান্দিয়া কহেন বাণী, ঠাকুর শ্রীহরিমনি
বিষ আনি দেও মোরে খাই।
যদি মরে যুবরাজ, জীবনে নাহিক কাজ
দুই ভাই এককালে যাই ॥
এথা ভাই হারাইয়া, রাণীর নিকটে গিয়া
কালামুখ দেখাব কেমনে।
যথা যায় প্রাণ ভাই, আমিহ তথায় যাই
কিবা ফল আমার জীবনে ॥
যুবরাজ মোহ দেখি, একজন বৃদ্ধ কুকি
নানা মন্ত্র ঔষধ করিয়া।
বলে দুই প্রহর ব্যাপি, এই বিষ উঠে চাপি
দৈবে কেহ রহয়ে বাচিয়া ॥

শুনি বৃদ্ধ কুকি কথা, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা
কহেন ঠাকুর হরিমণি।
উর্দ্ধে বিষ উঠে ধাইয়া, না বাচিব প্রাণ ভাইয়া
আমা ছাড়ি যাবে গুণমণি॥
যুবরাজ অচৈতন্য, হৈয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য
আছে দুই মুদিয়া নয়ন।
দিব্যজ্ঞান হৈয়া স্থির, ভাবিপদ ভবানীর
মনে মনে করয়ে স্তবন॥
যুবরাজ মহামতি, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তুতি
দেবী পদ ভাবিয়া করয়।
লোকে জানে জ্ঞান শূন্য, হইয়াছে অচৈতন্য
দ্বিজ রামগঙ্গা বিরচয়॥

দেবী বন্দনা

উমা তারা গো লোক ইভব সাগরে।
তুমি না তারিলে আর কে তারিতে পারে॥
নমো নমো নারায়নী নগেন্দ্র নন্দিনী।
নমো নমো দীন দুঃখ দারিদ্র হারিণী॥
(১) কালিকা করুণাময়ী কপাল মালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা করগো কালিকা॥
কিরাতের করে মোরে না কর নিধন।
করিছি শরণ তব কমল চরণ॥
(২) খরতর বিষ তেজে ক্ষীণ হৈল তনু।
ক্ষণে ক্ষণে দহে দেহ যে হেন কৃশানু॥
খল হস্তে মৃত্যু বুঝি লিখিছ আমার।
খঞ্জন নয়নি দুঃখ খণ্ডাও ইবার॥
(৩) গৌরী গিরিরাজ সুতা গজেন্দ্র গামিনী।
গণেশ জননী গুরুভয় বিনাশিনী॥

গয়া গঙ্গা গিরা তুমি নানাগুণ যুতা।
গরিষ্ঠ বিপদে রক্ষা কর গিরি সুতা ॥

(৪) ঘোর রূপা ঘন ঘণ্টা নাদ বিনাশিনী।
ঘুচাও বিপদ মাতা ঘূর্ণিত নয়নী ॥
ঘিরিল গরলে তনু না দেখি উপায়।
ঘৃণা করি রক্ষা কর দেবী সারদায় ॥

(৫) উমা মহেশ্বরী দেবী অম্বিকা অভয়া।
উপদ্রব দূর হয় দিলে পদ ছায়া ॥
উদ্ধারিছ সুরগণ দৈত্য করি নাশ।
উচিত করিতে রক্ষা আপনার দাস ॥

(৬) চণ্ডিকা চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চঞ্চল চক্ষুয়ে মোরে চাহ একবার ॥
চতুর্ভুজা চন্দ্রমুখী চঞ্চল লোচনী।
চমকি চমকি উঠে স্থির নহে প্রাণী ॥

(৭) ছায়া দেও পদতলে ছাড় মাতা ছল।
ছাওয়ালকে এত কেনে করিছ বিকল ॥
ছলে শ্রীমস্তকে মাতা দক্ষিণ মশানে।
ছায়া দিয়া রক্ষা করিয়াছ শ্রীচরণে ॥

(৮) জয় জয় জয়মতী জলদবরণী।
জয়মতী জয়দা তুমি জগত জননী ॥
যন্ত্রণায় জর্জ্জর তনু হইল আমার।
জীবন হারাইতে রক্ষা কর একবার ॥

(৯) ঝলমল মুণ্ডমালা গলায় শোভিত।
ঝলকে ঝলকে পান করিছ শোণিত ॥
ঝকমকি রূপে বধিয়াছ দৈত্যগণ।
ঝটিতি জননী মোর রাখ গো জীবন ॥

(১০) নিগম আগম বেদ বেদান্ত সংহিতা।
নিত্য নিত্য এই সবে কহে তোমা কথা ॥

নিয়মের দুঃখ যদি না পায় খণ্ডন।
নিত্য কেনে পূজে নরে তোমার চরণ ॥

(১১) টল মল করে প্রাণ স্থির নাহি হয়।
টিকি ধরি টানে যমে হেন মনে হয় ॥
টুটিলেক বল বুদ্ধি স্থির নহে কায়া।
টুটেক হেরিয়া প্রাণ রাখ মহামায়া ॥

(১২) ঠাকুরাণী ঠেকাইছে বিষম শঙ্কট।
ঠিকানা করিয়া বুঝি করিয়া কপট ॥
ঠেকিছি শঙ্কটে যদি না কর নিস্তার।
ঠাওরিতে আমি না পারিব এই বার ॥

(১৩) ডর পাইয়া ডাক দিয়া ডাকি গো তোমারে।
ডম্বুর ধারিণী মাতা রক্ষা কর মোরে ॥
ডাকিয়া জিজ্ঞাসে হেন বন্ধু নাহি আর।
ডুবিছি দারুণ ভবে করগো উদ্ধার ॥

(১৪) ঢাল খড়্গ লৈয়া দৈত্য করিছ সংহার।
ঢোকে রক্ত পান করিয়াছ বারে বার ॥
ঢাক ঢোল বাদ্য রসে হইছ রসিকা।
ঢুলিয়াছে গলা বেড়ি কপাল মালিকা ॥

(১৫) আনিয়াছ আজ্ঞা দিয়া আপনে এখানে।
আনন্দদায়িনী নিকরুণ হও কেনে ॥
আর জন নাই রক্ষা করিতে আমার।
আনন্দদায়িনী প্রাণ রাখ একবার ॥

(১৬) ত্রিপুরা সুন্দরী ত্রিনয়নের দয়িতা।
ত্রিনয়নি ত্রিশূল ধারিণী দক্ষ সুতা ॥
ত্রিভুবনে জানে তুমি তাপ নিবারণী।
তাপিত তনয়ে কেন তারনা তারিণী ॥

(১৭) স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর জঙ্গম যত ইতি।
স্থিতি রূপে করিয়াছ সর্ব্বত্রে বসতি ॥

থর থর কাঁপে প্রাণ স্থির নহে কায়া।
স্থাবর তনয়া মোরে দেও পদছায়া ॥

(১৮) দীন দয়াময়ি দৈত্য দানব নাশিনী।
দয়া কর দীন দেখি দক্ষের নন্দিনী ॥
দেহ দহে আমার দারুণ হলাহল।
দশভুজা দয়া কর হৈয়াছি বিকল ॥

(১৯) ধরিত্রী ধনদা তব ধরি গো চরণে।
ধরাধর সুতা মোরে রাখ নিজ গুণে ॥
ধরিয়াছ চরাচর ধরারূপ হৈয়া।
ধূমাবতী ধৈর্য্য কর পদ ছায়া দিয়া ॥

(২০) নরসিংহী নিত্যানন্দরূপ নারায়ণী।
নগেন্দ্র নন্দিনী বট নিশুম্ভ নাশিনী ॥
নিরবধি করি নতি চরণে তোমার।
নয়ন নলিন কোণে হের একবার ॥

(২১) পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পাবনী বট পায়ের প্রতাপে ॥
পড়িছি সঙ্কটে কিছু না দেখি নিস্তার।
পশুপতিজায়া প্রাণ রাখ গো আমার ॥

(২২) ফণি পাশ হাতে ফণি মালা দোলে গলে।
ফেরু রবে রসিকা হৈয়াছ রণ স্থলে ॥
ফণিবিষ জলে তনু হইল জর্জ্জর।
ফান্দেতে ফেলিয়া মাতা করিছ ফাঁফর ॥

(২৩) বিষ্ণুমায়া বিশ্বমাতা বিপদনাশিনী।
বিড়ম্বনা কর কেনে বিদেশেতে আনি ॥
বিষ জ্বালে বাহির হইয়া যায় প্রাণ।
বিপদনাশিনী মোর দেও প্রাণ দান ॥

(২৪) ভয়ঙ্করী ভয়হারী ভীম নিনাদিনী।
ভাবুক দায়িনী ভব সাগর তারিনী ॥

ভয়ে প্রাণ কাঁপে মম না দেখি নিস্তার।
ভরসা করিছি মাত্র চরণে তোমার ॥
(২৫) মহিষ মৰ্দ্দিনী মুণ্ডমালা বিভূষণা।
মদমত্ত মাতঙ্গ গামিনী সুলোচনা ॥
মহামায়া মহাদেব মানস মোহিনী।
মহাভয় হতে মুক্তি কর নারায়ণী ॥
(২৬) যমদূতে আসি জোর করে বারে বারে।
যশোদা জগতমাতা জিয়াও আমারে ॥
যদি ছায়া দিয়া মোরে রাখ শ্রীচরণে।
যমরাজা কি করিবে আসিয়া আপনে ॥
রাজীব নয়নী মাতা রাজ রাজেশ্বরী।
রামচন্দ্রে সেবি তুমা জিনে লঙ্কাপুরী ॥
রক্তবীজ বধি রক্ষা করিছ দেবতা।
রাঙ্গা চরণে মোরে রাখ দক্ষসুতা ॥
(২৮) লিখিয়াছ বুঝি মাগো ললাটে আমার।
লেঙ্গটা কিরাত হাতে হইতে সংহার ॥
লইয়া তোমার নাম এবে বাঁচিয়াছি।
লীলাএ তরায় যদি তবে শিশু বাঁচি ॥
(২৯) বিধি অল্পকালে হরি নিল বাপভাই।
বনে বনে দুই ভাই ভ্রমিয়া বেড়াই ॥
বিকল করিল এবে বিষম গরলে।
বিপত্তি কতেক আর লিখিলা কপালে ॥
(৩০) শঙ্করী শঙ্কর প্রিয়া শিব শাকম্বরী।
শমন দমন বিনাশিনী সুরেশ্বরী ॥
শক্তিরূপে ব্যাপিয়াছ সকল সংসার।
শিশুর শমন তব হর একবার ॥
(৩১) ষটপদ বরনী শূল পট্টিষ ধারিনী।
ষড়ানন মাতা শুম্ভ দৈত্য বিনাশিনী ॥

ষষ্ঠীরূপে রক্ষা করিয়াছ শিশুকালে।
ষষ্ঠ দিনে এহা বুঝি লিখিছ কপালে ॥

(৩২) সমস্তে সমান দয়া স্বভাব তোমার।
সেবক জানিয়া কৃপা কর একবার ॥
সুরগণে সেবে সদা তোমার চরণ।
সদয় হইয়া দুর্গা রাখহ জীবন ॥

(৩৩) হৈমবতী হিমগিরি সুতা হরপ্রিয়া।
হেলায় হারাই প্রাণ বাঁচাও হেরিয়া ॥
হলাহল জ্বালায় হইলাম হীনজ্ঞান।
হরিণ নয়নী হেরি রাখ মোর প্রাণ ॥

(৩৪) ক্ষুদ্র মতি আমি তোমার কি জানি স্তবন।
ক্ষেমঙ্করী কর সুর দুঃখ নিবারণ ॥
ক্ষিতিরূপে চরারে ধরিছ আপনি
ক্ষীণমতি আমি তব স্তব কিবা জানি ॥
অক্ষর চৌত্রিষে স্তুতি দেবীকে করিল।
স্তবে তুষ্ট ভবানী হৃদয়ে দয়া হৈল ॥

কৃষ্ণমণির প্রাণরক্ষা

স্বপ্ন প্রায় যুবরাজে জানিল তখনি।
না ভাবিও রক্ষা হৈবা বলিল ভবানী ॥
এই স্তব দেবীর যে জনে শুনে পঠে।
দেবী অনুভবে তার বিপদ না ঘটে ॥
বিরচিল রামগঙ্গা দেবীর স্তবন।
রামগঙ্গা বলে ভব বারণ কারণ ॥
তৃতীয় প্রহর দিবা হইল তখন।
যুবরাজ শোকে সব করয়ে ক্রন্দন ॥
হেন কালে চক্ষু মেলি চাহে যুবরাজ।
বলে চিন্তা না করিবা ত্রিপুর সমাজ ॥

দেবী যাকে রাখে তাকে কে পারে মারিতে।
নিদ্রা হতে জাগিলাম হেন লয় চিত্তে ॥
তা শুনিয়া হরিমণি ঠাকুর অবধি।
ত্রিপুর সকল ভাসে আনন্দ জলধি ॥
আনন্দ হইয়া যুবরাজকে লইয়া।
যার যেই গৃহে গেল হরষিত হৈয়া ॥
শুনিয়া বিস্ময় মনে হইল রাজার।
জয়ন্ত চন্তাই পাশে পুছে আরবার ॥
কিঞ্চিত হইয়া ঘাও যুবরাজ পায়।
মূর্চ্ছিত হইল কেনে বিষের জ্বালায় ॥
বল এই হলাহল জন্মে কোন খানে।
খুচুঙ্গ কুকিয়ে তাহা পাইল কেমনে ॥
শুনিয়া চন্তাই বলে শুন নরপতি।
ইতিহাস রূপে কহি বিষের উৎপত্তি ॥
খুচুঙ্গের রাজা ছিল নামে শুভরায়।
মনান রাগাকে কহে কুকির ভাষায় ॥
তাঁহার তনয়া এক রূপবতী হৈল।
শ্রেষ্ঠ এক কুকি তাকে বিবাহ করিল ॥
বিবাহ রাত্রেতে হৈল জামাতা নিধন।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই ছিল ছয় জন ॥
ম্লেচ্ছ জাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম কভু জানে নাই।
সে কন্যাকে সংগ্রহ করিল তার ভাই ॥
সেও সেই রাত্রিতে গেলেন যমঘর।
আর ভাই সংগ্রহ করিল তারপর ॥
এই রূপে ছয় ভাই সকল মরিল।
সর্ব্বের কনিষ্ট অবশিষ্ট এক রৈল ॥
ভাই সব মৈল দেখি ভাবে মনে মন।
বুঝিতে না পারে কিছু মরণ কারণ ॥

সে বলে একক আমি বাঁচি কার্য্য নাই।
আমি যাব যেই পথে গেল ছয় ভাই ॥
ই বলিয়া সেহ তারে সংগ্রহ করিয়া।
সে নারীর সঙ্গে এক ঘরে রহে গিয়া ॥
শয্যা হতে অন্তর হইয়া ভিন্ন স্থানে।
অগ্নি জ্বালি জাগিয়া রহিল সাবধানে ॥
নিদ্রায় সে নারী যদি অচেতন হৈল।
দেখে নাক হতে এক সর্প নিকলিল ॥
সর্প নিকলিয়া শয্যা বিচারিয়া চায়।
মনুষ্য না পাইয়া পুনি নাকেতে সামায় ॥
তা দেখিয়া সেই কুকি ভাবে মনে মন।
বুঝি এই সর্পে মারিয়াছে ভাই গণ ॥
এই নারী মারিয়াছে মোর ছয় ভাই।
ইহাকে মারিব আমি যে করে গোসাই ॥
এখানে থাকিলে সাপে খাইব আসিয়া।
ইহা ভাবি ঘর হনে গেল নিকালিয়া ॥
রজনী প্রভাতে সেই ভাবে মনে মনে।
এই ত নাগিনী কন্যা মারিব কেমনে ॥
তবে বিহারের ছলে বণিতা লইয়া।
নির্জ্জনে অরণ্য মধ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
বনে গিয়া লগুড় প্রহার দিয়া মারি।
থুইল খাদাই তথা গর্ত্ত এক করি ॥
ঘরে আসি কান্দিয়া কহিল লোক ঠাই।
পত্নী মোর কোথা গেল উদ্দেশ না পাই ॥
শুনিয়া কন্যার পিতা খুচুঙ্গের রাজা।
কন্যাকে বিচারি চাহে সঙ্গে লৈয়া প্রজা ॥
কন্যা না পাইয়া সদা করে ক্রন্দন।
একদিনে রজনীতে দেখিল স্বপন ॥

কন্যা আসি কহে পিতার শিয়রে বসিয়া।
না কান্দ না কান্দ বাপু আমার লাগিয়া॥
সর্প আমি কন্যারূপে হৈয়া অবতার।
আসিয়া ছিলাম ছয়জন কুকি বধিবার॥
তা সবার ছোট ভাই আমাকে মারিয়া।
নদীকূলে বটমূলে রাখিছে গাড়িয়া॥
নাভি ভেদি একলতা উঠিছে আমার।
ইহা হতে হবে তোমা সব উপকার॥
সর্পের গরল আছে ই লতার কসে।
তাতে মাখা তীর যার শরীরে প্রবেশে॥
বিষজ্বালে বিকল হইবে সেই জন।
অল্প ঘাও হইলেও ত্যজিবে জীবন॥
কিন্তু এক কথা মাত্র আছয়ে বিশেষ।
চাথেঙ্গ নদী দক্ষিণেতে যত সব দেশ॥
সে সকল দেশে এই বিষ না লাগিব।
এই বন ভরি এই বিষলতা হইব॥
স্বপ্ন দেখি খুচুঙ্গের নৃপতি জাগিয়া।
প্রভাতে পর্ব্বতে গেল কুকিগণ লইয়া॥
মাটি খনি সেই কন্যার পাইল উদ্দেশ।
দেখে লতা হইছে ভেদিয়া নাভি দেশ॥
তার পরে স্বপ্ন কুকি সব কাছে কয়।
দেখিয়া শুনিয়া সবে পাইল প্রত্যয়॥
বিষ লতা সেই বনে প্রচুর হইল।
খুচুঙ্গ কুকিয়ে বিষ ই কারণে পাইল।
যার গায় লাগে এই বিষ মাখা তীর।
সর্পের গরলে তার ব্যাপয়ে শরীর॥
এই বিষে যুবরাজ তনু ব্যাপি ছিল।
দেবীর দয়ায় তান জীবন রহিল॥

আর যার যার গায় লাগিছিল তীর।
গরল জ্বালায় তারা ত্যজিল শরীর ॥
বলিলাম বিশেষ বৃত্তান্ত যাহা জানি।
এবে আর কথা কহি শুন নৃপ মনি ॥
চরাই পাড়াতে রণসিংহ নারায়ণ।
দূত মুখে শুনিল ই সব বিবরণ ॥
বার্ত্তা শুনি সৈন্য সব লইয়া সহিত।
যুবরাজ সাক্ষাতে হইল উপস্থিত ॥
খুচুঙ্গে অনেক জন মারিছে রাংখল।
অবশিষ্ট যেবা আছে হইল বিকল ॥
যুবরাজ অনুমতি পাইয়া তখন।
সেই বন ছাড়ি তারা গেল অন্যবন ॥
ছাকাছেব পাড়াতে গেলেন যুবরাজ।
তাহান সঙ্গতি গেল ত্রিপুর সমাজ ॥
দেবীর হইল স্থিতি চরাই পাড়ায়।
তথা যুবরাজ ভাবে যুদ্ধের উপায় ॥
চিঠি পাঠাইয়া আনাইল কুকিগণ।
খামাচেব পাড়া হতে আইল গোবর্দ্ধন ॥
চলিল সমরে কার্য্য প্রসাদ নারায়ণ।
গোবর্দ্ধন কবরা সহিতে তখন ॥
জনার্দ্দন জয়রত্ন দুই সেনাপতি।
ভাদুরায় সেনাপতি চলিল সংহতি ॥
কল্যাণ বড়ুয়া আর বড়ুয়া পাণ্ডব।
প্রধান গমনে চলিলেক এইসব ॥
বহুল ত্রিপুর বহু কুকিহ আসিল।
সবে মিলি চারি পাঁচ সহস্র হইল ॥
তারপরে যুবরাজ নানা উপহারে।
অতি ভক্তি করিয়া দেবীর পূজা করে ॥

পূজা কালে অনুভব হইল তখন।
হইবে সময়ে জয় নাহিক খণ্ডন।।
তারপরে যুদ্ধহেতু গোবর্দ্ধন রায়।
চলিল প্রণাম করি যুবরাজ পায়।।
ত্রিপুর কটক যত যত কুকি গণ।
কবরা সহিতে সবে করিল গমন।।
পূর্ব্ব কুল ছাড়িয়া ঈশান কোণে যায়।
সাতদিন হাটি আছেক দফা পায়।।
সে আছেক দফা কুকি থাকে দিগম্বর।
পূর্ব্বাপর ত্রিপুর রাজাকে দেয় কর।।
এখনে খুচুঙ্গ সঙ্গে সে সব মিলিয়া।
কর না দিয়াছে তারা ছন্দিয়া হইয়া।।
তথা গিয়া তা সবাকে করিয়া দমন।
লুটিয়া লইয়া তা সবার বহু ধন।।
তবে সে সকল কুকি পরাভব পাইয়া।
কবরার নিকটে আসিলেক ভেট লৈয়া।।
ভেট দিয়া প্রণমিয়া কহে কুকিগণ।
আমরাকে বিড়ম্বনা কর কি কারণ।।
আমি সব ত্রিপুর রাজার প্রজা বটি।
কিন্তু খুচুঙ্গের সঙ্গে বলে নহে আটি।।
খুচুঙ্গকে দমন করহ তুমি এবে।
ত্রিপুর রাজাকে কর দিব আমি সবে।।
তবে কবরায় কহে শুন কুকিগণ।
আমার সহিতে চল করিবারে রণ।।
শুনি কবরার সঙ্গে চলে কুকিগণ।
খুচুঙ্গ উদ্দেশি সবে করিল গমন।।
সেই যে খুচুঙ্গ দফা আছে নানা জাতি।
ভিন্ন ভিন্ন নাম তার শুন নরপতি।।

জেড়েন ছুর্মাঙ্গ, আরহলেন, থাঙ্গম।
খুচুঙ্গ দফার মধ্যে এই নানা নাম॥
এক এক রাজা আছে একই দফায়।
মলাল বলয়ে তাকে কিরাত ভাষায়॥
এ সকল কুকিয়ে পাইল সমাচার।
আসিছে ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধ করিবার॥
সেনাপতি আসিছে কবরা গোবর্দ্ধন।
তা শুনিয়া একত্র হইল কুকিগণ॥
একত্র হইয়া সব পথেতে আসিয়া।
বৃক্ষ কাটি আনি বৃক্ষে রাখয়ে বান্দিয়া॥
শিলাগণ আনিয়া বান্দিয়া রাখে গাছে।
কাটি দিব সেনাগণ আইসে যদি কাছে॥
এমন সন্ধান করি রাখিল বান্ধিয়া।
কাটি দিলে বহু সৈন্য মরিব চাপিয়া॥
পর্ব্বতেব উচ্চদেশে পথের নিকট।
রহিল খুচুঙ্গ সব করিয়া কপট॥
খড়্গ চর্ম্ম জাঠি তীর করিয়া ধারণ।
খুচুঙ্গ সকল রহে করিবারে রণ॥
খুচুঙ্গে করিয়াছে যতেক সন্ধান।
সকল জানিল গোবর্দ্ধন মতিমান॥
বৃক্ষ শিলা বান্ধিয়া রাখিছে যেই পথে।
ত্রিপুরের সৈন্যগণ না গেল তথাতে॥
অন্যপথে গিয়া সৈন্য হৈয়া সাবহিত।
আরম্ভ করিল যুদ্ধ খুচুঙ্গ সহিত॥
বন্দুক মারয়ে কেহ কেহ মারে তীর।
হাতে খড়্গ চর্ম্ম লইয়া ধায় কত বীর॥
পর্ব্বতের উচ্চভূমে খুচুঙ্গের থানা।
নিচে থাকি করে রণ ত্রিপুরের সেনা॥

উচ্চস্থানে থাকি সেই খুচুঙ্গ সকল।
তীরে হানি সেনা সব করয়ে বিকল॥
ছোট ছোট পাষাণ লইয়া সবে করে।
মেলি মারে ত্রিপুরের সৈন্যের উপরে॥
ত্রিপুর সৈন্যেহ মৃত্যু না করি গণন।
লইয়া বন্দুক তীর করে মহারণ॥
দুই দিগে বহুল মরয়ে সেনাগণ।
কেহ নাহি তথাপি উপেক্ষা করে রণ॥
কোন দিগে পায় নাহি জয় পরাজয়।
তা শুনিয়া ক্রোধে গোবর্দ্ধন রায় কয়॥
শুন কুকি সব যত যতেক ত্রিপুর।
তথা বীর দর্প সবে করিছ প্রচুর॥
রণ ত্যজি যদি এবে যাও পলাইয়া।
কি বলিবা যুবরাজ নিকটেতে গিয়া॥
অতএব মরণ জীবন হতে ভাল।
না কর মরণ ভয় যুদ্ধ হেতু চল॥
জিনিলে পাইব যশ মৈলে ইন্দ্রপুরী।
ইহা জানি কর রণ ভয় পরিহরি॥
জন্মিলে অবশ্য জান মার সর্ব্বজন।
যশ অপযশ মাত্র রহে ত্রিভুবন॥
মুখ্য মুখ্য ত্রিপুরা ইসব কথা শুনি।
আরম্ভিল মহারণ প্রমাদ না গণি॥
কুকি সকলেহ মদ্য খাইয়া তখন।
আগু হৈয়া খুচুঙ্গের সঙ্গে করে রণ॥
পর্ব্বতের মুড়াতে শিবির খুচুঙ্গের।
তথাতে যাইতে কিছু নাহি পায় টের॥
উচ্চে থাকি খুচুঙ্গে পাষাণ মেলি মারে।
কেহ তথা থাকি সৈন্য হানে তীক্ষ্ণ ধারে॥

ত্রিপুর সৈন্যেহ করি সাহস অপার।
তীর গুলি হানি বিন্দে খুচুঙ্গ দুর্ব্বার ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হৈল এই মতে।
দুই দলে কটক কটক মরিল শতে শতে ॥
তারপরে কবরায় সৈন্য সব লৈয়া।
মুড়াতে উঠিল গিয়া সাহস করিয়া ॥
তথাপিহ রণ নাহি ছাড়য়ে খুচুঙ্গ।
অবশেষে হারিয়া দিলেক পৃষ্ঠভঙ্গ ॥
ভঙ্গ দিয়া যথা যায় খুচুঙ্গ দুর্ব্বাব।
তথা পুণি গিয়া রণ করে আরবার ॥
এই মতে খানে খানে করিয়া সমর।
খুচুঙ্গ কিরাত সব মারিল বিস্তর ॥
তারপরে সাহস করিয়া সৈন্যগণ।
খুচুঙ্গ কিরাত ধরিলেক কতজন ॥
মলালের কন্যা এক পুত্র একজন।
কবরা সাক্ষাতে নিল করিয়া বন্ধন ॥
দেখি গোবর্দ্ধন অতিশয় তুষ্ট হৈল।
তা সবাকে রক্ষা কর হাতুলে রাখিল ॥

খুচুঙ্গ দফার বশ্যতা

এই সব পরাভব খুচুঙ্গে পাইয়া।
কবরা সাক্ষাতে দিল দূত পাঠাইয়া ॥
দূতে আসি কবরাকে প্রণমিয়া কয়।
মলালে পাঠাইছে মোরে শুন মহাশয় ॥
যেমন কহিছে তাহা করি নিবেদন।
মোর সভাইকে আর না কর দমন ॥
তুমি সব সঙ্গে রণ না কবিব আর।
আমি সব হৈল প্রজা ত্রিপুর রাজার ॥

আর কুকি সবে যেন মত দেয় কর।
আমরাহ দিব তাহা বৎসরে বৎসর ।।
তা শুনিয়া কহিল কবরা গোবর্দ্ধন।
যদি প্রজা হও কর দেও এইক্ষণ ।।
ই কথা শুনিয়া দূত চলি গেল ত্বরা।
তথা গিয়া বলে কর চাহেন কবরা ।।
তা শুনি যতেক খুচুঙ্গ কুকি চয়।
ভেট লৈয়া চলে যথা কবরা আছয় ।।
অশ্ব দিল তিন গোট বায়ু জিনি গতি।
শতেক গবয় দিল করিয়া প্রণতি ।।
খেস বস্ত্র কাংশ থাল দিল ভারে ভারে।
গজদন্ত যত দিল কেবা গণে তারে ।।
তরুণ তরুণ দেখি কুকিয়া ছাগল।
আনি দিল শতে শতে খুচুঙ্গ সকল ।।
ই সকল দ্রব্য দিয়া প্রণাম করিয়া।
দাড়াইল খুচুঙ্গগণ করযোড় হৈয়া ।।
আশ্বাস করিয়া তবে গোবর্দ্ধন রায়।
তারপরে তা সবাকে করিল বিদায় ।।
তা সবাকে বিদায় করিয়া গোবর্দ্ধন।
যুবরাজ পাশে দূত পাঠায় তখন ।।
সমরের জয়বার্ত্তা লিখিয়া পত্রেতে।
দূত পাশে দিল ভেট দ্রব্যের সহিতে ।।
ঘোটক গবয় আদি সামগ্রী সহিত
যুবরাজ স্থানে দূত হইল উপস্থিত ।।
যুবরাজ চরণে করিয়া নমস্কার।
আদি অন্ত কহিল যুদ্ধের সমাচার ।।
ভেট দ্রব্য সকল সাক্ষাতে আনি দিল।
দেখি যুবরাজ অতি সন্তুষ্ট হইল ।।

তবে যুবরাজ যুদ্ধাগণের কারণ।
প্রসাদ পাঠাইল বহু বসন ভূষণ ॥
লইয়া প্রসাদ পত্র দূত চলি গেল।
কবরা নিকটে গিয়া উপস্থিত হৈল ॥
রাজার প্রসাদ পাইয়া গোবর্দ্ধন রায়।
ভক্তি করি তুলিয়া লইলেক মাথায় ॥
আর-সব যোদ্ধাগণে প্রসাদ পাইয়া।
ভক্তি করি লইল মাথে প্রণাম করিয়া ॥
লিখিছে যে সমাচার পত্রেতে জানিল।
কবরা কতেক দিন তথাতে রহিল ॥
তারপরে প্রধান খুচুঙ্গ সব আনি।
ভেটের নিয়ম করি দিলেন আপনি ॥
পত্র দ্বারা যুবরাজের অনুমতি পাইয়া।
তথা হতে চলে লুচিদফা উদ্দেশিয়া ॥
খুচুঙ্গ কিরাতে বাস করয়ে যেখানে।
লুচিদফা কুকি থাকে তাহার দক্ষিণে ॥
সেই লুচিদফা কুকি কিরাত দমন।
সৈন্য সঙ্গে চলিলেক রায় গোবর্দ্ধন ॥
পশ্চাতে কহিব এই যুদ্ধ বিবরণ।
আগে শুন হিড়িম্ব দেশের বিবরণ।

হিড়িম্বদেশে পুনঃ গমন

এথা পূর্ব্ব কুলেতে যুবরাজ থাকিয়া।
আনাইল পরিবার লোক পাঠাইয়া ॥
পরিবার সমে যুবরাজ পূর্ব্বকুলে।
ছাকাচেব পাড়ায় রহেন কৌতুহলে ॥
তারপরে যুবরাজ বিবেচনা করি।
চাথেঙ্গ নদীর কুলে নির্ম্মাইল পুরী ॥

হিড়িম্ব রাজ্যের নিকটেতে মনোহর।
ছানাই দেওয়ান নামে আছয়ে চতর ॥
ছানাই দেওয়ান পাথরের সন্নিধান।
বসতি করিতে পুরী করিল নির্ম্মাণ ॥
চাথেঙ্গ নদীর কুলে পর্ব্বত ভিতর।
বসাইল গ্রাম এক পরম সুন্দর ॥
যতেক ত্রিপুর ছিল যুবরাজ সনে।
সকলের পুরী নির্ম্মাইলেক সেখানে ॥
তথা যুবরাজ পরিজনের সংহতি।
পুরী প্রবেশিয়া সুখে করয়ে বসতি ॥
ত্রিপুর সবেহ তান পাইয়া অনুমতি।
পরিবার সমে তথা করয়ে বসতি ॥
পর্ব্বতিয়া প্রজাগণে পুর্ব্ব রীতি মতে।
প্রেষ্য কর্ম্ম করে নিত্য আসিয়া তথাতে ॥
নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব আদি।
যথা বিধি ক্রিয়া তথা হয় নিরবধি ॥
এই মতে কতদিন যদি নির্ব্বাহিল।
তথা এক উপদ্রব উপস্থিত হৈল ॥

হেড়ম্বদেশে উপদ্রব

হিড়িম্ব দেশেতে হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ।
রাজা হৈছে রামচন্দ্রধ্বজের নন্দন ॥
শিশুকালে হরিশ্চন্দ্র হইছে নৃপতি।
মন্ত্রিয়ে করয়ে রাজকার্য্য যত ইতি ॥
ধর্ম্মাধ্যক্ষ রূপে খ্যাত রাজপুরোহিত।
সে রাজকার্য্য করে মন্ত্রির সহিত ॥
সে রাজার মন্ত্রির প্রধান সেই হয়।
শান্তি গিরি নাম তার সে দেশেতে কয় ॥

সেই শাস্তি গিরি আর রাজপুরোহিত।
মন্ত্রণা করিল তারা রাজার সহিত ।।
চাথেঙ্গ নদীর কূলে রাজা কৃষ্ণমণি।
ছাউনি করিয়া দেখি রহিল এখনি ॥
বড় বক্র নদীর উত্তরে সীমা করি।
পূর্ব্বাপর ত্রিপুর নৃপতি অধিকারী ॥
খিলা পাইয়া সেই ভূমি আমরা এখন।
আমল করিয়া বসাইয়া প্রজাগণ ॥
যদি যুবরাজ এথা করি থাকে ঘর।
নিবেক ই সব ভূমি করিয়া সমর ॥
আগে হতে এহার উদ্যোগ কর এবে।
নহে কদাচিত পাছে ভাল নাহি হবে ॥
যুবরাজ এখনি বিপদগ্রস্ত আছে।
কিন্তু কাল পাইয়া ফের ঘটাইব পাছে ॥
এই মতে নানা বিবেচনা করি তারা।
সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেক সারা ॥
এথা যুবরাজকে আনিয়া পকেড়িয়া।
তথা হতে খেদাইব অপমান দিয়া ॥
সঙ্গে নাই সৈন্য সাবধান নাহি আছে।
ভাগ্যে হেন সময় বিধাতা ঘটাইছে ॥
ই সব মন্ত্রণা করি হিড়িম্ব রাজন।
সমর করিতে সাজ হৈল সেনাগণ ॥

চরমুখে যুবরাজে ই বার্ত্তা পাইয়া।
আপনার মন্ত্রিগণ আনে আদেশিয়া ।।
ই সব বৃত্তান্ত যুবরাজায় কহিল।
শুনি সন্তানের মনে বিষাদ হইল ।।

শুনিয়া ছিড়িম্ব নৃপতির কুমন্ত্রণ।
হরিমনি ঠাকুর সহিতে মন্ত্রিগণ ॥
যুবরাজ পাশে কহে হইয়া সবিনয়।
এথায় রহিতে এবে যুক্ত নাহি হয় ॥
যুবরাজ বলে ভাল কহিয়াছ কথা।
পুণি যাব পূর্ব্বকূলে না রহিব এথা ॥
আমরার যোদ্ধা সব না আছে নিকট।
কি জানি কখন আসি ঠেকায় সঙ্কট ॥
এই মতে বিবেচনা তখনি করিয়া।
রহিলেক যুবরাজ সাবহিত হইয়া ॥
বঙ্গপাড়া হতে লোক বার্ত্তা দিয়া আনি।
সঙ্গের সামগ্রী কত করিল চালানি ॥
পত্র লিখিলেক পূর্ব্বকূলেতে তখন।
লোক আসিবার দ্রব্য নিবার কারণ ॥
একদিনে যুবরাজে প্রভাত সময়।
জয়দেব কবরাকে সম্বোধিয়া কয় ॥
আজি রজনীতে ভাল দেখিছি স্বপন।
চল সবে যাব আজি শিকার কারণ ॥
স্নান পূজা করি শীঘ্র করিয়া ভোজন।
মৃগয়া কারণে সবে করহ গমন ॥
আমিহ যাইব আজি করিতে মৃগয়া।
সঙ্গে চল তুমি সবে অস্ত্রধারী হৈয়া ॥
তারপরে হরিমণি ঠাকুর প্রভৃতি।
স্নান পূজা ভোজন করিয়া শীঘ্রগতি ॥
যুবরাজ সঙ্গে সব শিকারে চলিল।
ছানাই দেওয়ান পাথরেতে উত্তরিল ॥
নানা অস্ত্র হাতে সৈন্য নানা দিকে যায়।
মৃগ আদি পশু মারে যথা যেই পায় ॥

হেনকালে হিড়িম্বের নৃপতির সেনা।
যাত্রাপুর গ্রামে আসি করিয়াছে থানা ॥
হিড়িম্ব রাজার ধর্ম্মাধ্যক্ষ পুরোহিত।
আসিয়াছে বহু সৈন্য লইয়া সহিত ॥
মন্ত্রণা করিছে যাত্রাপুরেতে আসিয়া।
যুবরাজ রজনীতে আনিব ধরিয়া ॥
দিবস হইলে শেষ প্রবেশিয়া বনে।
ধরি যুবরাজকে নিবারে আছে মনে ॥
চর পাঠাইল তারা যুবরাজপুরে।
কি করে ত্রিপুরগণে জানিবার তরে ॥
দূরে থাকি দূত গণে করে নিরক্ষণ
ছালাই দেওয়ানে আসি দেখে সৈন্যগণ ॥
সৈন্য দেখি কহে হিড়িম্বর চরগণ।
যুবরাজ আইসে এই করিবার রণ ॥
ইহা মনে করি চর হইয়া হুতাশ।
বার্ত্তা জানাইল গিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ পাশ ॥
এথা আইসে যুবরাজ সমর করিতে।
আসিয়াছে ছালাই দেওয়ান পাথরেতে ॥
শুনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহে সৈন্যগণ আনি।
যুবরাজ সঙ্গে সৈন্য নাই আমি জানি ॥
বুঝি মরিবারে এথা করিছে গমন।
সজ্জ হেতু সেনা সব সমর কারণ ॥
ই বলিয়া হিড়িম্বের সৈন্যগণ লইয়া।
যুদ্ধ হেতু ধর্ম্মাধ্যক্ষ যায় আগু হৈয়া ॥
চারি পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সহিত।
যুবরাজ নিকটে হইল উপস্থিত ॥
ছালাই দেওয়ান পাথরের পশ্চিমেতে।
দেখা দিল যোদ্ধাগণ অস্ত্র লৈয়া হাতে ॥

শিকারের মনে আছে ত্রিপুর সকল।
হেনকালে সেনা দেখি হইল বিকল॥
যুবরাজে বলে এবে করিব কেমন।
আসিল হিড়িম্ব সেনা করিবারে রণ॥
যুদ্ধ করিবারে সৈন্য নাহিক সহিত।
শত্রু দলে যোদ্ধাগণ দেখি অগণিত॥
হেনকালে হিড়িম্ব রাজার সৈন্যগণ।
মার মার শব্দ করি করিল গমন॥
জয়দেব রায় রণসিংহ নারায়ণ।
কল্যাণ বড়ুয়া বনমালী কারকোন॥
ই সকলে কহিলেক যুবরাজ ঠাঁই।
এখনি বিক্রম কাল না হয় গোসাই॥
আত্মরক্ষা করি এবে চলহ আপনি।
আমি সব রণে যাই যে করে ভবানী॥
এতেক বলিয়া বাণী জয়দেব রায়।
খড়্গ চর্ম্ম হাতে করি রণে আগুয়ায়॥
তবে রণ সিংহ নারায়ণ কারকোন।
তারাহ হইল আগু করিবারে রণ॥
এই মতে কত জনে সাহস করিয়া।
আগু হইলেক রণে নির্ভয় হইয়া॥
দেখি হিড়িম্বের সেনা হইল বিস্ময়।
বিক্রম দেখিয়া কেহ আগু নাহি হয়॥
দূরে থাকি বন্দুক মারয়ে সৈন্য গণে।
নিকটে না যাই সে কহে ভয় পাইয়া মনে॥
এমত সময় যুবরাজ কৃষ্ণমণি।
চিন্তিলেক যুদ্ধকাল না হয় এখনি॥
তারা চারি পাঁচ সহস্রেক সৈন্য লৈয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আসিল সাজিয়া॥

শতেক পদাতি মাত্র আমা সনে আছে।
কিরূপে সমর হেতু যাব তার কাছে ॥
এমত ভাবিয়া যুবরাজ মহামতি।
হরিমণি ঠাকুরকে লইয়া সংহতি ॥
জয়দেব প্রভৃতি যতেক যোদ্ধাগণ।
তা সবাকে কহিলেক মধুর বচন ॥

পূর্ব্বকূলে প্রত্যাবর্তন

সমর ত্যজিয়া এবে চল সবে যাই।
সুজিব এহার ধার যদি কাল পাই ॥
ই বলিয়া নিজ পুরে চলে যুবরাজ।
পাছে পাছে চলিলেক ত্রিপুর সমাজ ॥
সকলে মিলিয়া পুরী করিয়া প্রবেশ।
চলিল যাইতে পুণি পূর্ব্বকুল দেশ ॥
যার যার পরিবার সঙ্গতি লইয়া।
গমন করিল সবে বিষাদ ভাবিয়া ॥
পরিবার সহিতে চলিল যুবরাজ।
তারপরে চলিলেক ত্রিপুর সমাজ ॥
তাম্র কাংশ পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র যত।
বসন ভূষণ আদি কাঞ্চন রজত ॥
সঙ্গে কেহ কিছু মাত্র নিতে না পারিল।
সকল রহিল ঘরে যার যে আছিল ॥
প্রাণ রক্ষা হেতু সবে প্রবেশিয়া বন।
যাইবারে পূর্ব্বকূলে করিল গমন।
তারপরে ধর্ম্মাধ্যক্ষ কটক সহিত।
যুবরাজপুরে আসি হইল উপস্থিত ॥
আসি শূন্যপুরী তারা সকলে দেখিয়া।
ধনরত্ন যে পাইল লইল লুটিয়া ॥

লুটিয়া লইল ধন যত সৈন্যগণ।
ততক্ষণে তথা হতে করিল গমন ॥
তুষ্ট হইয়া নিজ দেশে গমন করিল।
নৃপতি নিকটে গিয়া সংবাদ কহিল ॥
তুষ্ট হৈল নরপতি শুনিয়া সংবাদ।
সেনাপতি সকলকে দিলেক প্রসাদ ॥
জানিল রাজ্যর উপদ্রব হৈল দূর।
কোষাধ্যক্ষ কেহ মাল পাইল প্রচুর ॥
রাংখল পাড়ায় তথা যুবরাজ গেল।
তথা হতে ছাইমের পাড়া উত্তরিল ॥
চাথেঙ্গ নদীর পূর্ব্বে পুরী নির্ম্মাইয়া।
বসতি করয়ে এথা পরিবার লইয়া ॥
চাথেঙ্গ নদীর কূলে রাংখল পাড়াতে।
করিল শিবির এক কটক সহিতে ॥
বনমালী কারকোন জয়দেব রায়।
রহি বল নিয়োজন করিল তথায় ॥
তারা দুই জন কতগুলা সৈন্য লৈয়া।
রহিলেক শিবিরেতে সাবহিত হইয়া ॥

গোবর্দ্ধন কবরার পরাক্রম

চন্তাই কহেন পুনি রাজা সম্বোধিয়া।
তারপরে আর কথা শুন মন দিয়া ॥
যুদ্ধ হেতু গিয়াছে যে গোবর্দ্ধন রায়।
সে সব বৃত্তান্ত শুন যে হইল তথায় ॥
খুচুঙ্গ বিজয় করি রায় গোবর্দ্ধন।
চলিলেক লুচি দফা করিতে দমন ॥
চাথেঙ্গ নদী পারেতে যে কুকি বসয়।
সকল মারের কুকি তা সবারে কয় ॥

সে নদীর দক্ষিণেতে যত কুকি থাকে।
সে সব ছিমের কুকি কহে কুকি লোকে॥
লেংটা থাকে তারা বস্ত্র নাহি পরে।
এই সব নাম সেই সব কুকি ধরে॥
ছিম্বেতে ছলেন অমর ইছিন বঙ্গ।
রাংখুঙ্গ আদন আর কুকি কাব জাঙ্গ॥
ই সকল ত্রিপুর রাজার প্রজা হয়।
ছুন্নিয়ার প্রায় হৈয়া সে সব আছয়॥
কর না দিবার মনে করিয়াছে তারা।
শুনিয়া তথায় ত্বরা গেলেন কবরা॥
গোবর্দ্ধন কবরার শুনিয়া বিজয়।
ভেট লৈয়া তারা সব আসিয়া মিলয়॥
তথা থাকি জানিলেক ই সব সংবাদ।
হিড়িম্ব রাজার মনে হইছে বিবাদ॥
যুবরাজ আসিয়াছে ছাইমার পাড়ায়।
শুনিয়া বিষাদ ভাবে গোবর্দ্ধন রায়॥
কুকি সবে হতে কর লৈয়া বহুতর।
পাঠাইয়া দিল যুবরাজের গোচর॥
গোবর্দ্ধন কবরার জয়বার্ত্তা শুনি।
বড় তুষ্ট হৈল যুবরাজ কৃষ্ণমণি॥
কবরার ঠাই পত্র পাঠাইল লিখি।
বিজয় করহ গিয়া লুচি দক্ষা কুকি॥

লুচি দক্ষার সহিত যুদ্ধ

পত্র পাইয়া গোবর্দ্ধন থাকিয়া তথায়।
লুচির দমন হেতু ভাবয়ে উপায়॥
সে কুকির মলাল ছুবর নামে আছে।
সত্তর হাজার সৈন্য আছে তার কাছে॥

সৈন্যের গননা শুনি মনে লাগে ভয়।
কিরূপ করিয়া তারে করিব বিজয় ॥
কবরায় নিজ সেনা একত্র করিল।
সবে মিলি হাজার নয়েক সৈন্য হৈল ॥
এই সব সৈন্য লৈয়া রায় গোবর্দ্ধন।
চলিল সমর হেতু স্মরি নারায়ণ ॥
বার্ত্তা পাইয়া লুচি দফা কুকিয়ে তখন।
পথে আসি আগু হৈল সমর কারণ ॥
পথে পথে যুদ্ধ তারা করিয়া বিস্তর।
পরাজয় পাইয়া গেল আপনা নগর ॥
তারপরে কবরায় কটক সহিত।
ছুবরের নগরে হইল উপস্থিত ॥
তা দেখিয়া কুকি সব নগর ছাড়িয়া।
পলাইয়া দূরে গেল পরিবাব লৈয়া ॥
পাড়া খানা দুই প্রহবেব পথ জুড়ি।
চালে চালে ঘর তাতে চারিদিকে বেড়ি ॥
সেই খানে কিল্লা এক নির্ম্মাণ করিয়া।
রহিলেক গোবর্দ্ধন নিজ সৈন্য লৈয়া ॥
দিন তিন চারি পরে সেই কুকি গণ।
শিবির নিকটে আসি দিল দবশন ॥
কুকি সব হবে পঞ্চাশ ষাইট হাজার।
অনুমানে বুঝে নাহি পারে গণিবার ॥
চারিদিগে বেড়ি তারা করে মহানাদ।
গোবর্দ্ধনে বলে একি ঠেকিল প্রমাদ ॥
বুঝি উপস্থিত এই হইল মরণ।
সকল মরিব না বাঁচিব একজন ॥
মনে মনে ভাবি কহে কি করি এখনি।
করিব সমর যাহা করেন ভবানী ॥

কবয়া বলয়ে বাক্য শুন যোদ্ধাগণ।
করহ সমর সবে স্মরি নারায়ণ॥
কাতর হইলে লুপ্ত হয় বুদ্ধিবল।
যোদ্ধা হৈয়া বিপদেতে না হইবা বিকল॥
বন্দুক সন্ধান কভু নাহি জানে কুকি।
বন্দুক আঘাত কর শিবিরেতে থাকি॥
যদি যুবরাজার থাকয়ে পুণ্যচয়।
অবহেলে কুকি কুলে পাবে পরাজয়॥
তাহা শুনি সৈন্যগণে লইয়া বন্দুক।
মারয়ে কুকির সৈন্য হইয়া কৌতুক॥
ছেল মাত্র অস্ত্র কুকি সকলের হাতে।
নিকটে না আসি তারা না পারে মারিতে॥
শিবির সমীপে যবে আইসে কুকি গণ।
বন্দুক প্রহারে কত হারায় জীবন॥
কত কত জন ভঙ্গ দিয়া দূরে যায়।
কতক্ষণ পরে পুনি পুনি আগু যায়॥
এই মতে সপ্ত রাত্রি সপ্ত দিন আর।
করিল বিষম রণ কিরাত দুর্ব্বার॥
তথাপি শিবিরে প্রবেশিতে না পারিল।
শতে শতে কুকি সব সমরে মরিল॥
তবেহ না ছাড়ে রণ কিরাত দুর্ব্বার।
সাজিয়া আসিল পুনি রণ করিবার॥
মদ্য পানে মত্ত হৈয়া মরণ না গণে।
উপস্থিত হইল শিবির সন্নিধানে॥
বন্দুক বারণ হেতু ঢাল হাতে দিয়া।
প্রবেশিতে চাহে সবে শিবির ভাঙ্গিয়া॥
গোবর্দ্ধন আপনে বন্দুক লইয়া হাতে।
সৈন্য সঙ্গে করি কুকি মারে শতে শতে॥

বন্দুকের গুল্লিয়ে ভেদিয়া ঢাল চয়।
শতে শতে কুকি গণ নিল যমালয়॥
ইরূপে বহুল সৈন্য হইল বিনাশ।
দেখি লুচি কুকিগণ হইল হতাশ॥
পুনি ভঙ দিয়া দূরে কুকি সব গেল।
জিনিবারে নারিব বলি নিশ্চয় জানিল॥
তবে এক কুকি আসি কবরাকে কহে।
কত ঢাল ছেদিবারে বন্দুকে পারয়ে॥
তা শুনি কবরায় বলে সে জনেরে।
কত ঢাল আছে আন ছেদিব সত্বরে॥
কবরার এই কথা শুনি সেই কুকি।
আনি দিল সাত ঢাল ভাল ভাল দেখি॥
সেই সাত ঢাল তবে একত্রে রাখিয়া।
মারিলেক গুল্লি তাতে যে জল ভরিয়া।
গুল্লির আঘাতে ঢাল ছেদে সপ্তখান।
দেখি সেই কুকি তবে হইল ধন্দজ্ঞান॥
কবরাকে প্রণমিয়া আসি নিজালয়।
বিস্ময় দেখিয়া সেই আমলাতে কয়॥
তারপরে দূত পাঠাইল কুকি গণ।
দূতে আসি কহিলেক ইসব বচন॥

লুচি দফার বশ্যতা

আমরার মলালে কহিছে এই কথা।
তোমা সবে রণ না করিবেক সর্ব্বথা॥
ত্রিপুর রাজার প্রজা আমরা হইব।
বৎসরে বৎসরে ভেট আমি সবে দিব॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ছাড়িয়া কপট।
আসিয়া মিলিব তবে তোমার নিকট॥

তাহা শুনি তা সবাকে কহে কবরায়।
বল গিয়া তুমি সবে মলায় যথায়॥
মিলোক এথা আসি আমরার সহিত।
তা সবাকে বধ না করিব কদাচিত॥
শুনি দূত মলাল নিকটে চলি গেল।
কবরায় যে কহিছে সকল কহিল॥
দূত মুখে শুনি বাণী নির্ভয় হইয়া।
মুখ্য কুকিগণ মিলিল আসিয়া॥
ভেটের কারণে দ্রব্য আনিল সহিতে।
গজদন্ত গবয় আনিল শতে শতে॥
খেস বস্ত্র বোঝা বোঝা আর কাংশথাল।
খোঙ্গ বাণ্ড কুকিয়া ছাগল পালে পাল॥
ইসকল দ্রব্য দিয়া কবরা সাক্ষাত।
নম্রশিরে বহুল কবিল প্রণিপাত॥
কবরাহ দিলাসা করিল বহুতর।
আশ্বাস পাইয়া তবে গেল নিজ ঘর॥
তথা থাকি পত্র লিখি রায় গোবর্দ্ধন॥
ভেট দ্রব্য সমে পাঠাইল দূতগণ॥
দ্রব্য লৈয়া দ্রুত হৈয়া দূত সব গেল।
যুবরাজ সাক্ষাতে উপস্থিত হৈল॥
সমর বৃত্তান্ত সব কহিল সাক্ষাত।
শুনি সন্তোষিত চিত্ত হৈল নরনাথ॥
যুবরাজে গোবর্দ্ধন কবরা কারণ।
পাঠাইল প্রসাদ যে বসন ভূষণ॥
তারপরে কুকিসব কবরায় আনি।
করের নিয়ম করি দিলেন তখনি॥
বৎসরে বৎসরে নিয়মিত কর দিবা।
আমি সব হতে পীড়া আর না পাইবা॥

ই বলিয়া তা সবাকে গোবর্দ্ধন রায়।
দিলাসা করিয়া পাছে করিল বিদায়॥
কবরাকে প্রণতি করিয়া বহুতর।
কুকি সব চলি গেল যার যেই ঘর॥
তবে গোবর্দ্ধন তথা হতে চলি গেল।
অমরহি পাড়াতে গিয়া সসৈন্যে রহিল॥
তথা কুকি গণে অতি করিয়া প্রণতি।
প্রেষ্য কর্ম্ম কবরার করে নিতি নিতি॥
কৃষ্ণমণি যুবরাজ প্রভাব কারণ।
কুকি সব বিজয় করিল গোবর্দ্ধন॥
জয়ন্ত চন্তাই ঠাঁই শুনি সমাচার।
দ্বিজ রামগঙ্গা রচে সমর পয়ার॥

হরিমণির বিবাহ

এথা একদিন ইন্দ্র মাণিক্যের রাণী।
যুবরাজ রাণী সনে কহে কানাকাণি॥
হরিমণি ঠাকুরের বিবা নাহি হয়।
যুবরাজ ঠাঁই কহিবারে মনে লয়॥
দুই রাণী এই কথা করিয়া নিশ্চয়।
যুবরাজ পাশে গিয়া বড় রাণী কয়॥
হরিমণি ঠাকুরের বিবার কারণ।
কেনে যুবরাজ তুমি না কর যতন॥
যুবরাজে বলে বিবা হবে কোন্ মতে।
রাজ্য ছাড়ি এথা আসি রহিছি পর্ব্বতে॥
বিবাহ উচিত আয়োজন কোথা পাব।
নৃত্য গীত বাদ্য গীত কিরূপে মিলিব॥
মন মত উৎসব না হবে এই খানে।
চুপে চুপে বিবা হৈতে নাহি লয় মনে॥

শুনি রাণী পুনি যুবরাজ পাশে কহে।
নৃত্য গীত বিনে কি বিবাহ নাহি হয়ে ॥
যৌবন আরম্ভে বিভা হইতে উচিত।
বিবেচিয়া বুঝ বট আপনে পণ্ডিত ॥
শুনে হাসি যুবরাজে কহেন তখনি।
কন্যা এক অন্বেষণ করহ আপনি ॥
বিবাহ নির্ব্বাহ হৌক থাকি এইখানে।
কিন্তু এক দুঃখ মাত্র রহে মোর মনে ॥
রাজার অনুজ বটে অনুজ আমার।
বিভা হবে বনে থাকি দুঃখ অনিবার ॥
তাহা যাহা হওক কন্যা কর অন্বেষণ।
কোন মতে কন্যা বরে হওক মিলন ॥
রাণী বলে আছে রাম নামে সেনাপতি।
তাহার তনয়া এক অতি রূপবতি ॥
সেই কন্যা বিবাহের আছে উপযুক্তা।
বয়ক্রমে যোগ্যা বটে আমা মনোমত ॥
বিমল প্রকৃতি কন্যা সুন্দর আকৃতি।
সর্ব্বপক্ষে সুলক্ষণা নামে ভাগ্যবতি ॥
এই কন্যা পরিণয় করাও আনিয়া।
তুষ্ট হৈল যুবরাজ এই কথা শুনিয়া ॥
পুরোহিত ছিল ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ।
নাগড় দৈবজ্ঞ তথা আছিল তখন ॥
বিবাহের দিন তারা নিশ্চয় করিল।
শুনি ইষ্ট মিত্র সব সন্তোষ হইল ॥
যতেক ত্রিপুর সব তখনি মিলিয়া।
উৎসব করিল সবে উল্লসিত হইয়া ॥
তবে ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ পুরোহিত।
সম্প্রদান করাইল শাস্ত্রের বিহিত ॥

যজ্ঞ আদি ক্রিয়া পাছে করি সমাপণ।
দক্ষিণা পাইল বস্ত্র রজত কাঞ্চন ॥
বিবাহ নির্ব্বাহ হৈল শাস্ত্রের বিধানে।
স্ত্রিয়াচার ক্রিয়া করিলেক নারীগণে ॥
হইল বিবাহ তুষ্ট হৈল যুবরাজ।
দেখি শুনি তুষ্ট হৈল ত্রিপুর সমাজ ॥
হরিমণি ঠাকুরের বিবাহ হইল।
পাচালি প্রবন্ধে রাম গঙ্গা বিরচিল ॥

পুনরপি রাজধর মাণিক্য নৃপতি।
জয়ন্ত চোন্তাই ঠাই পুছিল ভারতি ॥
রিহাঙ্গ ছাড়িয়া যদি যুবরাজ গেল।
ত্রিপুর সকল কোথা গেল তাহা বল ॥
মণিচন্দ্র নাজির যে অভিমন্যু রায়।
উজীর উত্তর সিংহ গেলেন কোথায় ॥
আর যত ছিলেক বড়ুয়া সেনাপতি।
বল কোন্ খানে গিয়া করিল বসতি ॥
এথা যুবরাজ পূর্ব্ব কুলেতে থাকিয়া।
করিল উদ্যোগ কিবা কহ বিশেষিয়া ॥
নৃপতি বচন শুনি চন্তাই জয়ন্ত।
বলে মহারাজ কথা শুন আদি অন্ত ॥
রিহাঙ্গে নগর ছাড়ি উজির প্রভৃতি।
মন্তলা হাকড়ে গিয়া করিল বসতি ॥
কতজন রৈল গিয়া কল্যাণ পুরেতে।
ইমতে ত্রিপুর সব আছয়ে পর্ব্বতে ॥
বিশ গ্রাম নাম দেশ ইজারা করিয়া।
তারপরে উজির তথাতে রহে গিয়া ॥

সমসের নিহত

হেনকালে নবাবে ভেজিল দূতগণ।
সমসের গাজিকে ধরি নিবার কারণ ॥
নবাব আদেশে দূত আসিয়া তখন।
সমসের গাজিকে লৈয়া করিল গমন ॥
নবাব নিকটে যদি উপস্থিত হইল।
দস্যু বটে সত্য এই নবাবে জানিল ॥
ততক্ষণে দিল তাকে নিগড় বন্ধন।
কতদিন পরে তাকে করিল নিধন ॥

জবর দখলকার আবদুল

আবদুল রজক নামে অনুচর তার।
সে হইল রোশনাবাদের অধিকার ॥
উজির উত্তর সিংহ নারায়ণ সমে।
ত্রিপুর সকল মিলি আছে বিশগ্রামে ॥

রাজ্য উদ্ধার প্রয়াস

তবে যুবরাজা পূর্ব্ব কুলেতে থাকিয়া।
তা সবার ঠাই পত্র পাঠায় লিখিয়া ॥
উদ্যোগ না কর কেনে রাজ্যের কারণে।
কার্য্য সিদ্ধি জান কবে হয় চেষ্টা বিনে ॥
তুমি সবে চেষ্টা কর থাকিয়া সেখানে।
দিন কত পরে আমি আসিব আপনে ॥
সুরমণি দেওয়ান লস্কর হাড়িধন।
পত্র লৈয়া আসিলেক এই দুইজন ॥
মণি চন্দ্র নাজির প্রভৃতি পত্র পাইয়া।
আপনা আর্দ্দাসপত্র দিলেক লিখিয়া ॥

সমসের গাজিরকে নবাবে নিছে ধরি।
আবদুল রজকে এবে রাজ্য অধিকারী॥
সমর করিয়া তাকে করি পরাজয়।
হইবা নৃপতি যদি শ্রীহরি করয়॥
যদি মহারাজ এথা কর পদার্পণ।
আজ্ঞা অনুসারে সবে করি সুষতন॥
কার্য্য হেতু প্রভুর আদেশ যদি পায়।
আমাত্যের বল বুদ্ধি দ্বিগুণ যোয়ায়॥
অধার্ম্মিক জনের উন্নতি অল্প কাল।
ধার্ম্মিকের ইহলোকে পরলোকে ভাল॥
উজির প্রভৃতি এই পত্র লিখি দিয়া।
আসিবেক যুবরাজ আছে পথ চাইয়া॥
পত্র লৈয়া সুরমণি আর হাড়িধন।
শ্রীহট্ট দেশেতে চলি গেল দুইজন
শ্রীহট্টতে আবুতানি নবাব আছিল।
তাহার সাক্ষাতে তারা দুইজন গেল॥
ইন্দ্র মাণিক্য নরপতির সহিত।
আবুতানি নবাবের আছিল পিরিত॥
হারিধন মুখেতে শুনিয়া সমাচার।
অনেক দিলাসা করিলেক বারে বার॥
গফুর জমাদার ছবি মামুদ সহিতে।
দেড়শত সৈন্য দিল চাকর রাখিতে॥
সৈন্য সমে সুরমণি আর হাড়িধন।
পূর্ব্বকুলে আসিবারে করিল গমন॥
যুবরাজ সাক্ষাতে আঁসিয়া দুইজন।
প্রণমিয়া সংবাদ করিল নিবেদন॥
উজির প্রভৃতি যেই পত্র লিখিছিল।
যুবরাজ পাশে নিয়া সেই পত্র দিল॥

নবাবেও করিয়াছে যে সব আশ্বাস।
কহিল সে সব কথা যুবরাজ পাশ ॥
সমাচার শুনি যুবরাজ তুষ্ট হৈল।
গফুর জমাদার আদি চাকর রাখিল ॥
এই মতে যুবরাজ আছয়ে তথায়।
কি রূপে পাইব রাজ্য ভাবিছে উপায় ॥

হেড়ম্বের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে কুকিদের উস্কানী ও কপটতা

হেন কালে জনা চারি কিরাত আসিয়া
যুবরাজ পাশে কহে প্রণতি করিয়া ॥
হিড়িম্ব রাজার দেশে আমি সব থাকি।
রায়ত তাহার হই আমি সব কুকি ॥
জানহ ভুবনেশ্বরী নামে গিরিবর।
সে পর্ব্বতে আমি সব থাকি পূর্ব্বাপর ॥
সেই রাজা আমাগকে করয়ে অন্যায়।
সেই হেতু ক্রোধ করি আসিছি এথায় ॥
যদি অনুমতি দেও আমা সব তবে।
তবে আমি থাকিব তোমার অধিকারে ॥
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন।
আমাগ সহিতে দেও সৈন্য কতজন ॥
পর্ব্বতের পথে নিব কেহ না জানিব।
খাসপুরে রাজার বাড়িতে নিয়া যাব ॥
তথা গিয়া হিড়িম্বের রাজাকে মারিয়া।
এই রাজা লও তুমি আমল করিয়া ॥
পূর্ব্বে এই নরপতি করি কুমন্ত্রণ।
পরাজিয়া তোমাকে হরিয়া নিয়াছে ধন ॥

সে সকল ধার স্রুজিবারে যুক্ত হয়।
আজ্ঞা কর মহারাজ যদি মনে লয়॥
শুনি তুষ্ট হৈল যুবরাজ মহাশয়॥
করিতে সমর মনে করিল নিশ্চয়॥
অকারণে আমাব লুটিয়া নিছে ধন।
অতএব তার বাজ্য করিব দমন॥
ইহা মনে করি যুবরাজায় তখন।
জয়দেব রায় ঠাই লিখিল লিখন॥
বনমালী কারকোন জয়দেব রায়।
শিবিরে আছিল তারা রাংখল পাড়ায়॥
পত্র পাইয়া দুইজন আসিয়া মিলিল।
এসব সংবাদ যুবরাজায় কহিল॥
পূর্ব্বে আমা সকলেরে দিছে বিড়ম্বন।
তার প্রতিকার করিবারে লয় মন॥
তুমি সবে গিয়া এবে সমব করিয়া।
ঘর বাড়ি পুড়ি ধন আনহ হরিয়া॥
শুনি জয়দেব রায় কহিল তখন।
ই কথা না হবে সত্য লয় মোর মন॥
হিড়িম্ব রাজার প্রজা বটে কুকি গণ।
দাগা করিবারে কহে প্রলাপ বচন॥
হবেহ তোমার বাক্য করি শিরধার্য্য।
শরীরের সাধ্যমত করিব স্বকার্য্য॥
তবে যুবরাজ রাঙ্গরুঙ্গ কুকিগণ।
আনাইল পাঁচশত সমর কারণ॥

চাকরিয়া সাইটজন বান্দি হাতিয়ার।
সত্বরে সাজিলেক সমরে যাইবার ॥
তারপরে হিড়িম্ব দেশের কুকিগণ।
যুবরাজ ঠাঁই কহে বিনয় বচন ॥
আমি সব আগে গিয়া পথ অন্বেষিয়া।
রাঙ্গরুঙ্গ পাড়াতে আসিব দ্রুত হইয়া ॥
পুনি কবরার সনে কটক সহিত।
যাইবাম খাসপুরে রাজার বাড়িত ॥
ই বলিয়া বিদায় হইল কুকিগণ।
প্রসাদ দিলেক রাজায় বসন ॥
ই রূপে কপট কথা কহি কুকি গণে।
চলি গেল হিড়িম্ব নৃপতি বিদ্যমানে ॥
বার্ত্তা কহিলেক গিয়া রাজার গোচর।
আসিব ত্রিপুর সৈন্য করিতে সমর ॥
খাসপুরে আসিবারে করিছে মন্ত্রণা।
সাবহিত হইয়া বসাইয়া দেয় থানা ॥
গিয়াছিলাম আমরা যথায় যুবরাজ।
আসিলাম দেখিয়া করিছে যুদ্ধসাজ ॥
এই বার্ত্তা হিড়িম্বের রাজাকে বলিয়া।
আপনা বসতি স্থানে আসিল চলিয়া ॥
তথা আসি সেই ঠাঁই ছাড়িয়া তখন।
পরিবার সমে সব করিল গমন ॥
কুকি সব মুখেতে শুনিয়া সমাচার।
হিড়িম্ব নৃপতি মনে হৈল চমতকার ॥
লক্ষ্মীপুর গ্রাম বড়-বক্র-নদী তটে।
থানা বসাইল তথা পর্ব্বত নিকটে ॥
আর এক থানা বলজার গ্রামে করি।
কামান প্রভৃতি অস্ত্র রাখে সারি সারি ॥

হাজার তিনেক সৈন্য নানা অস্ত্র লৈয়া।
কিল্লা বান্দি রহিলেক সাবহিত হৈয়া ॥
তথা জয়দেব বনমালী কারকোন।
রণ হেতু সেনা সঙ্গে করিল গমন ॥

ত্রিপদী

যুবরাজ প্রণমিয়া, চলে হরষিত হৈয়া
রণে রঙ্গে জয়দেব রায়।
কারকোন বনমালী, চলে জয় জয় বলি
প্রণমিয়া যুবরাজ পায় ॥
চাকরিয়া গণ লৈয়া, যুবরাজ প্রণমিয়া
ছবির মামুদ জমাদার।
সাজিয়া সমরে চলে, সবে জয় জয় বলে
ধরে অস্ত্র ঢাল তলোয়ার ॥
তার পাছে কুকি গণ, চলিল করিতে রণ
ত্রিপুরা চলিল কতজনা।
পথ ক্রমে আশু হৈয়া, চরাই পাড়া পাইয়া
তথাতে রহিল সব সেনা ॥
পুনি তথা হতে চলি, সকল কটক মিলি
রাংখল পাড়াতে উত্তরিল।
তথা হতে সৈন্য সঙ্গে, প্রস্থান করিল রঙ্গে
রাকনী নদীর তীরে গেল ॥
তথা গিয়া সব বীর, পূজা করিল সে নদীর
পরদিনে নদী হৈল পার।
নদী পার উত্তরিয়া, সে নদীরে প্রণমিয়া
প্রবেশিল পর্ব্বত মাঝার ॥
সেই যে পর্ব্বত ঘরে, বরবক্র নদী তীরে
আছে রাম-লক্ষ্মণ আসন।

স্তাকার দুইখান, অতি মনোহর স্থান
তথা উত্তরিল সৈন্যগণ ॥
বার্ত্তা শুনি দূত মুখে, রাঙ্গ রুঙ্গ কুকি লোকে
আগু বাড়ি নিল তথা হতে।
যাইয়া রাঙ্গ রুঙ্গ পাড়া, দিয়া সমরের সারা
তথা রহে কটক সহিতে ॥
আগে যেই কুকিগণে, গিয়া যুবরাজ স্থানে
কহিছিল প্রলাপ বচন।
না পাই সে সব কুকি, দিন চারি তথা থাকি
তথা হতে করিল গমন ॥
সেই কুকি ছিল যথা, উত্তরিল গিয়া তথা
দেখে সেই খানে কেহ নাই।
বাড়ি ঘর ত্যাগ করি, সেই সব দুরাচারী
ছাড়িয়া গিয়াছে অন্য ঠাঁই ॥
তবে পরস্পরে কহে, যুবরাজ মহাশয়ে
না বুঝিযা করিল প্রত্যয়।
নাগা কুকি দুরাচার, কথা কি প্রত্যয় তার
এবে কি করিতে যুক্ত হয় ॥
শুনি কহে জয়দেবে, শুন শুন যোদ্ধা সবে
চল যাই হিড়িম্ব নগরী।
করিয়া বিষম রণ, পরাজিয়া যোদ্ধাগণ
রাজ্য লইব তারে মারি ॥

হিড়িম্ব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা

ই কথাতে দিয়া সায়, বলে বনমালী রায়
এই মাত্র যুক্তি বটে ভাল।
তিলেক না কর ব্যাজ, করহ প্রভুর কাজ
সাজিয়া সমরে সব চল ॥

ই রূপ মন্ত্রণা করি, পার হইলেক গিরি
গেড়ামারা গ্রামে উত্তরিল।
তথা গিয়া ঘর বাড়ি, ছারখার করে পুরী
লোকে ভয় পাই ভঙ্গ দিল ॥
তাহার নিকটে গ্রাম, আছে বনজোর নাম
তথা আছে রাজার শিবির।
বন্দুক কামান তাতে, রাখিয়াছে শতে শতে
অগণিত খড়্গ চর্ম্ম তীর ॥
শিবিরেতে সে রাজার, লোক থাকে তিন হাজার
যুদ্ধ হেতু সাবহিত হৈয়া।
তথাতে ত্রিপুর সৈন্য, চলে হৈয়া অগ্রগণ্য
খড়্গ চর্ম্ম বন্দুক লইয়া ॥
শিবির সমীপে থাকি, পরপক্ষ সেনা দেখি
জয়দেব হইল চিন্তিত।
কি করিব এই ক্ষণ, যোদ্ধা মাত্র সাটি জন
আছে দেখি আমার সহিত ॥
এই যত কুকিগণ, তারা কি করিব রণ
ভয় পাইলে ভঙ্গ দিয়া যাবে।
তারা বহুতর সেনা কি মতে দিবাম হানা
পাছে নাকি জীবন হারাবে ॥
পুছে বনমালী ঠাঁই, এবে কি করিব ভাই
তুমি কি করহ অনুমতি।
মোর মনে এই লয়, সাহস করিতে হয়
সাহসে লক্ষ্মীর বসতি ॥
আসিয়াছি দর্প করি, কি মুখে যাইব ফিরি
যুবরাজ নিকটেতে পুনি।
যুদ্ধ করি যদি মরি, মিলিব অমর পুরী
জয় পাইলে মিলিবে ধরণী ॥

পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে, জনম ধরণী তলে
সকলের সমুখে মরণ।
লোকে যশ ঘোষে যার, সফল জীবন তার
ইহা ভাবি রণে দাও মন॥
শুনি বনমালী কয়, এই ত উচিত হয়
চল সবে সিংহনাদ করি।
যুবরাজ পুণ্য বলে, যশ পাব অবহেলে
ভঙ্গ দিয়া যাবে দূরে অরি॥
ই বলি লইয়া সেনা, শিবিরে দিলেক হানা
দুই জনা নাগনি মরণ।
লইয়া বন্দুক তীর, আগু হয় কত বীর
খড়্গ চর্ম্ম ধরি কতজন॥
কেহ খড়্গ হাতে লৈয়া, ধায় দড়বড়ি দিয়া
কেহ শব্দ করে মার মার।
বন্দুকেতে গুল্লিভরি, কেহ মারে তাড়াতাড়ি
কেহ তীর হানে বারে বার॥
তা দেখি হিড়িম্ব সেনা, থাকিয়া আপন থানা
বন্দুক কামান সবে যুড়ে।
কামান বন্দুক ধ্বনি, মেঘ শব্দ হেন শুনি
গগন ছাইয়া ধোয়া উড়ে॥
খড়্গ চর্ম্ম হাতে লৈয়া, কিল্লা হতে আগু হৈয়া
কেহ ধায় করিতে প্রহার।
কেহ ধনু লৈয়া হাতে, এড়ে তীর শতে শতে
কেহ করে বন্দুক সন্ধান॥
কেহ এড়ে ছেল জাঠি, কার কার হাতে লাঠি
কারো হাতে লাঙ্গা তলোয়ার।
বন্দুকের ধোয়া উড়ি গগন মণ্ডল জুড়ি
রণভূমি হৈল অন্ধকার।

শিবির নিকটে গিয়া, বহু সৈন্য সংহারিয়া
শিবিরে প্রবেশে শীঘ্রগতি।
হিড়িম্ব রাজার সেনা, ছাড়িয়া দিলেক থানা
প্রাণ ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায়।
ভাইরে ভাইয়ে পুনি, ফিরি না জিজ্ঞাসে বাণী
পুত্র পানে পিতা নাহি চায়॥
কত জন ভঙ্গ দিল, কত জন ধরা গেল
কত জনে ত্যজিল জীবন।
কত জন ব্যস্ত হৈয়া বিপথে যায়েন ধাইয়া
কেহ বলে আসিল শমন॥
কার কাটা গেল বুক, কার নাক কার মুখ
কার কাটা গেল পাও হাত।
কার কাটা গেল মুণ্ড, হইলেক দুই খণ্ড
কার মাথে লাগিল আঘাত॥
ই মতে করিয়া রণ, পরাজিয়া রিপুগণ
সর্ব্ব সৈন্য রহিল শিবিরে।
ত্রিপুর কটক চয়, পাইয়া সমর জয়
ভাসে যেন আনন্দ সাগরে॥
প্রশংসে আপনা বল, কেহ হাসে খল খল
কুকিগণে নাচে গীত গায়।
গ্রামে গিয়া কতজন, লুটিয়া আনয়ে ধন
ভক্ষ্য বস্তু আনি কেহ খায়॥
তারপরে সবে মিলি, যায় পূর্ব্বকূলে চলি
যুবরাজ আছয়ে যথায়।
যুবরাজ পাশে গিয়া, সবে যোড়পাণি হৈয়া
প্রণমিল যুবরাজ পায়॥
যে মতে করিল রণ, পরাজিয়া রিপুগণ
কহিল সকল বিবরণ।

শুনি তুষ্ট নৃপমণি, প্রসাদ দিলেক আনি
বহু মূল্য বসন ভূষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া যোদ্ধাগণ, যার যেই নিকেতন
যুবরাজ প্রণমিয়া গেল।
হিড়িম্ব বিজয় কথা, পয়ার প্রবন্ধে গাথা
দ্বিজ রামগঙ্গা বিরচিল ॥

কর্ব্বর আলি ফকিরের উস্কানী

পুনি চন্তাইয়ে কহে শুনহ রাজন।
তারপরে হইলেক যত বিবরণ ॥
বোন্দাসিল গ্রামে এক আছে দরগাহা।
তথাতে ফকির নামে কর্বলালি সাহা ॥
সে ফকির ছাইমার পাড়াতে আসিয়া।
কহেন সংবাদ যুবরাজ পাশে গিয়া ॥
হিড়িম্ব রাজার সনে তোমার বিবাদ।
আসিলাম আমি সেই শুনিয়া সংবাদ ॥
কত গোলা সৈন্য দেও আমার সহিতে।
খেদাইয়া দিব তারে খাসপুর হতে ॥
আমল করিব দেশ বিক্রম করিয়া।
যত পাই ধনরত্ন আনিব হরিয়া ॥
ই কথা শুনিয়া যুবরাজ তুষ্ট হৈয়া।
সেনাপতি সকলেরে আনে আদেশিয়া ॥
বলভদ্র কবরাকে করিল আদেশ।
যাও যুদ্ধ করিবারে হিড়িম্বের দেশ ॥
কার্য্য প্রসাদ নারায়ণ যাইব আর।
যাইব কর্বর আলী সহিতে তোমার ॥
সৈন্য সঙ্গে চলি যাও তোমরা তিনজন।
হিড়িম্ব নৃপতি সনে সমর কারণ ॥

আদেশ পাইয়া যুবরাজার তখন।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি চলে তিনজন॥
হিড়িম্বের দেশেতে হালিয়া কান্দি গ্রামে।
উপস্থিত হৈল গিয়া সর্ব্ব সৈন্য সমে॥
তথা এক কিল্লা আছে হিড়িম্ব রাজার।
কিল্লাতে আছয়ে লোক আড়াই হাজার॥
ত্রিপুর কটক সব সেইখানে গিয়া।
আরম্ভ করিল রণ নানা অস্ত্র লৈয়া॥
কেহ ধরে খড়গ চর্ম্ম কেহ ধরে তীর।
বন্দুক সন্ধান করে কত কত বীর॥
শিবিরেতে থাকিতে হিড়িম্ব সেনাগণ।
ত্রিপুর সৈন্যেতে করে অস্ত্র বরিষণ॥
ত্রিপুর সেনাহ থাকি শিবির বাহিরে।
এড়ে অস্ত্র হিড়িম্বের কটক উপরে॥
দুই দলে বন্দুক এড়য়ে ঘন ঘন।
শব্দ শুনা যায় যেন মেঘের গর্জ্জন॥
এই মতে মহারণ প্রহরেক ছিল।
হারিয়া হিড়িম্ব সৈন্য ভয়ে ভঙ্গ দিল॥
এথা হতে ভঙ্গ দিয়া হিড়িম্বের সেনা।
তেলাইন গ্রামে গিয়া করিলেক থানা॥
হালিয়া কান্দির কিল্লা আমল করিয়া।
বলভদ্র রহে তথা কটক লইয়া॥
হেনকালে বোন্দাসিল হতে কতজন
তথা উপস্থিত হৈল চাকুরি কারণ॥
তা সবাকে বলভদ্রে রাখিয়া চাকর।
চলিলেক তথা হতে করিতে সমর॥
সবে মিলি পঞ্চশত হইল সিপাই।
সহস্রেক কুকি আছিলেক সেই ঠাঁই॥

ত্রিপুরা শতেক আছিলেক সেই খানে।
সবে মিলি চলিল যাইতে তেলাইনে॥
তেলাইন গ্রামেতে হইয়া উপস্থিত।
আরম্ভ করিল যুদ্ধ হৈয়া সাবহিত॥
হিড়িম্ব পদাতি তথা থাকিয়া শিবিরে।
নানা অস্ত্র লৈয়া সেযে রণ করিবারে॥
দুই দলে তুমুল হইল মহারণ।
অস্ত্রাঘাতে কতজনে ত্যজিল জীবন॥
সেই কিল্লা ছাড়ি পুনি হিড়িম্বের সেনা।
লালসিংহ গ্রামে গিয়া করিলেক থানা॥
লালসিংহ গ্রাম যে মধুরা নদী তীরে।
তথা গিয়া সৈন্য সব রহিল শিবিরে॥
হিড়িম্বের সৈন্য যদি গেল ভঙ্গ দিয়া।
শিবিরে ত্রিপুর সৈন্য প্রবেশিল গিয়া॥
তথা থানা করি সেনা রহে কতগুলি।
কত গুলি লালসিংহ গ্রামে গেল চলি॥
সেই স্থলে দুই দলে হৈল মহারণ।
পরস্পরে তীর গুল্লি করে বরিষণ॥
তথাতে করিয়া রণ হৈয়া পরাজয়।
পুনি হিড়িম্বের সৈন্য ভঙ্গ দিল ভয়॥
তথা হতে ভঙ্গ দিয়া গেল খাসপুরে।
দেখিয়া হিড়িম্ব রাজা কম্পমান ডরে॥
তারপরে কর্ব্বলালী ফকির প্রভৃতি।
খাসপুর নিকটেতে হৈল উপস্থিতি॥
তা দেখিয়া নিজপুরী ছাড়ি নরপতি।
খাইবাঙ্গ নামে গ্রামে গেল শীঘ্রগতি॥
তবে বলভদ্র রায় আর কর্ব্বলালী।
সৈন্য সমে রাজার পুরীতে গেল চলি॥

হিড়িম্ব রাজার রাজ্য করিয়া বিজয়।
খাসপুরে রহে ত্রিপুরের সৈন্যচয় ।
তথা গিয়া পায় কত কামান বন্দুক ।
দ্রব্য পায় নানাবিধ সহিতে সন্দুক ।।
রজত কাঞ্চন বহু বসন ভূষণ ।
যে যেখানে পায় গুলি আনে সেনাগণ ।।
কর্ব্বলালী সাহা আর বলভদ্র রায় ।
আনন্দ জলধি জলে ভাসিয়া বেড়ায় ।।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল তারপরে ।
চলি গেল দূত যুবরাজার গোচরে ।।
পত্রেতে লিখন সমাচার ই সকল ।
করিয়াছি খাসপুর অবধি আমল ।।
রাজ্যছাড়ি ঘর বাড়ি পরিত্যাগ করি ।
ভঙ্গ দিয়া গিয়াছে হিড়িম্ব অধিকারী ।।
এবে বসিয়াছে আমরার সব প্রজা ।
আপনে আসিয়া এই দেশে হও রাজা ।।
এথা আসি সিংহাসনে বসিয়া এখনে ।
করহ রাজ্যের ভোগ যদি লয় মনে ।।
কৃষ্ণমণি যুবরাজ শুনি সমাচার ।
তা সবার প্রতি তুষ্ট হইল অপার ।।
পত্রের উত্তর লিখি দিলেন তখন ।
আমি সে দেশেতে রাজা হৈব কি কারণ ॥
যবে আমা নিজ রাজ্য দেয় নারায়ণ ।
পৈত্রিক দেশেতে রাজা হইব তখন ।।
হিড়িম্ব নৃপতি পূর্ব্বে করি কুমন্ত্রণ ।
নানাবিধ আমার হরিয়া নিছে ধন ।।
সেই হেতু আমি তাকে দিছি বিড়ম্বন ।
পাইছে উচিত শাস্তি হিড়িম্ব রাজন ।।

এবে তুমি সবে তার দেশ ছাড়ি দিয়া।
আইস এখানে সব কটক লইয়া ॥
ই সংবাদ লিখি দিলেক তখন।
পত্র সমে চলিলেক ঠাকুর নারায়ণ ॥
তান সঙ্গে গেলেন ডোমন সেনাপতি।
হিড়িম্ব দেশেতে গিয়া হইল উপস্থিতি ॥
তারপরে খাসপুরে গিয়া উত্তরিল।
কর্ব্বলালী সাহা ঠাঁই সংবাদ কহিল ॥
বলভদ্র প্রভৃতি আছিল যত জন।
সকলেরে দিল যুবরাজার লিখন ॥
পত্রপঠি সকলে জানিয়া সমাচার।
মনে করিলেক নিজ দেশে আসিবার ॥
রণ জিনি হিড়িম্ব নগরে তিন মাস।
ত্রিপুব রাজার সৈন্য করিলেক বাস ॥

হেড়ম্বকে জয়ন্তিয়ার সাহায্য

তথা হিড়িম্বের রাজা পরাজয় হৈয়া।
যৈন্তা দেশেতে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
দেশের রাজার শরণাপন্ন হৈয়া।
কহিল বাজার বিড়ম্বন বিশেষিয়া ॥
ত্রিপুর রাজার সৈন্য তান দেশে আসি।
রাজ্য হরি নিয়া অনেক করিছে প্রবাসী ॥
ত্রিপুর রাজার সৈন্য আসি খাসপুরে।
বসতি করয়ে তানা জিনিয়া সমরে ॥
পরাজিতে তাকে না পারিল করি রণ।
তে কারণে লইলাম তোমার শরণ ॥
শুনি নরপতি মনে হইল করুণা।
যুদ্ধ করিবারে পাঠাইয়া দিল সেনা ॥

সেনাপতি সনে সৈন্য রাজার আদেশে।
দ্রুত গতি চলি আইল হিড়িম্বের দেশে ॥
আসি দেখে ত্রিপুরের সৈন্য বহুতর।
না পারিব জিনিবারে করিয়া সমর ॥
মন্ত্রণা করিয়া দূত পাঠায় তখন।
দূতে আসি কহিলেক কপট বচন ॥
আমি সব না আসিছি করিবারে রণ।
আসিয়াছি বিসম্বাদ করিতে ভঞ্জন ॥
হিড়িম্ব রাজায় পূর্ব্বে কুমন্ত্রণা করি।
ত্রিপুর রাজার ধন আনিয়াছে হরি ॥
সেই হেতু তিনিহ পাইল বিড়ম্বন।
তোমরা সবেহ তবে লুটিয়াছ ধন ॥
তুমি সবে লুটিয়া নিয়াছ যেই ধন।
সে সকল সমে দেশে করহ গমন ॥

জয়ন্তিয়া সেনা কর্তৃক যাদু প্রয়োগ

ধর্ম্ম সাক্ষী করি কহি করিয়া শপথ।
এই কথা কখনহ না হৈব অন্যমত ॥
তারপরে শালগ্রাম আনিয়া সাক্ষাত।
গঙ্গাজল তাম্র আর তুলসীর পাত ॥
ছুঁইয়া জন্ত্যার লোকে শপথ করিল।
দেখিয়া ত্রিপুর সৈন্য প্রত্যয় হইল ॥
তার পরে খাসপুর ছাড়ি সৈন্য গণ।
আসিতে আপনা দেশে করিল গমন ॥
তুঙ্ক পাতিল নাম গ্রাম নদীকূলে।
পথ ক্রমে আসি সৈন্য রহে কৌতুহলে ॥
নদীর উত্তর কূলে জন্ত্যার সেনা।
তখনি আসিল চলি করিয়া মন্ত্রণা ॥

পান গুয়া চূণ চাউল দুগ্ধ তরকারী।
পাঠাইল বেচি বারে নদী পার করি ॥
সে সকল দ্রব্য পড়ি করি দিল টোনা।
খাইল তারা কিনি ত্রিপুরের সেনা ॥
জন্ত্যার লোক সব অতি যাদুগির।
টোনাতে ত্রিপুরা সৈন্য করিল অস্থির ॥
তা সবার বশ হৈয়া ত্রিপুরের সেনা।
যেই বলে সেই করে নাহি করে মানা।
তারপরে কত জনা আসি জইন্তার।
বলে তুমি সবে এই কূলে হও পার ॥
শপথ করিয়া পূর্ব্বে দিয়াছি প্রত্যয়।
এহাতে কি সন্দেহ করিতে যুক্ত হয় ॥
এথা আসি আমি সব করিল শাসন।
নিজ দেশে সৈন্য সমে করহ গমন ॥
সঙ্গে করি কেহ না আনিবা হাতিয়ার।
শূন্য হাতে সবে আসি নদী হও পার ॥
এই বাক্য শুনি সবে মতিহীন হইয়া।
শূন্য হাতে নদী পারে উত্তরিল গিয়া ॥
কর্ব্বলালী ফকির ঠাকুর নারায়ণ।
বলভদ্র রায় আর চাকরিয়া গণ।
শ্রী কার্য্য প্রসাদ নারায়ণ আদি করি।
অস্ত্র ছাড়ি নদী পারে গেল তাড়াতাড়ি ॥

ত্রিপুরার পরাভব

তবে জইন্তার সৈন্য ধর্ম্মপথ ছাড়ি।
মারয়ে ত্রিপুর সৈন্য চারদিগে বেড়ি ॥
একে জ্ঞানহীন তাতে নাহি হাতিয়ার।
পথ নাহি পায় পলাইয়া যাইবার ॥

নারায়ণ ঠাকুরকে করিয়া নিধন।
বলভদ্র প্রভৃতি মারিল বহুজন ॥
কর্ব্বলালী ফকিরকে ধরি কতজন।
হাতে পায় দড়ি দিয়া করিল বন্ধন ॥
তারপরে আনি এক লোহার বহরি।
মুখ প্রবেশাই দিল জনা দশে ধরি ॥
তারপরে দড়ি বান্ধি গাছে টাঙ্গি দিল
তথা ধড়ফড়ি করি ফকির মরিল ॥
প্রায় সকল সৈন্য হইলেক নাশ।
যে কিছু আছিল শেষ হইল হতাশ ॥
বিষম সাহস করি কত কত জন।
পলাইয়া প্রাণ লৈয়া করিল গমন ॥
যুবরাজ পাশে আসি কহিল সংবাদ।
শুনি যুবরাজ অতি হইল বিষাদ ॥

সেনাপতিকে উপাধি

কহিলাম হিড়িম্বের যুদ্ধ বিবরণ।
যে হইল তারপরে শুনহ এখন ॥
এথা যুবরাজ ছাইমার পাড়া থাকি।
গোবর্দ্ধন পাশে পত্র পাঠাইল লিখি ॥
অমরই পাড়াতে আছিল গোবর্দ্ধন।
পত্র পাই তথা হতে করিল গমন ॥
সৈন্য সমে পূর্ব্বকূলে আসিয়া মিলিল।
যুবরাজ পাশে গিয়া প্রণাম করিল ॥
যতেক ত্রিপুর গোবর্দ্ধনের সঙ্গতি।
গিয়াছিল সমরে বড়ুয়া সেনাপতি ॥
তা সবাকে যুবরাজ করি আশ্বাসন।
নারায়ণ পদবী দিলেক জনে জন ॥

পাণ্ডব বড়ুয়া নাম আছিল যাহার।
লুচিদর্প নারায়ণ নাম হইল তাহার॥
জনার্দ্দন নাম এক ছিল সেনাপতি।
খুচুংদর্প নারায়ণ হৈল তার খ্যাতি॥
পাথরিয়া দেশেতে আছিল আছুমণি।
তিনি যুবরাজ পাশে গেলেন তখনি॥
তাহাকে দেখিয়া যুবরাজ তুষ্ট হৈল।
সবে মিলি ছাইমার পাড়াতে রহিল॥
রণসিংহ নারায়ণ কারকন্ ছিল।
কালবশ হই তিনি সেখানে মরিল॥

ত্রিপুরায় আসতে কৃষ্ণমণিকে আমন্ত্রণ

এথাএ উত্তর সিংহ উজিরের সনে।
করিলেক মন্ত্রণা ত্রিপুর কতজনে॥
মণিচন্দ্র নাজির যে অভিমন্যু রায়।
রণমর্দ্দন নারায়ণ মিলিয়া তথায়॥
আছিল চন্তাই শিবভক্তি নারায়ণ।
ই সকলে মিলি পত্র লিখিল তখন॥
এথা যুবরাজে যদি করি পদার্পণ।
যত্ন করিবারে পারি রাজ্যের কারণ॥
উজির প্রভৃতি এই লিখিয়া আর্দ্দাশ।
দূত সমে পাঠাইল যুবরাজ পাশ॥
পত্র পাইয়া যুবরাজ শুনি সমাচার।
মন্ত্রণা করিল নিজ দেশে আসিবার॥
তথা মন্ত্রিগণ সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া।
হরিমণি ঠাকুরকে দিল পাঠাইয়া॥

জয়দেব কবরা ঠাকুর আছুমণি।
কারকন বনমালী চলিল তখনি ॥
মনুনদী তীরে পাইমুখরা পাড়া ছিল।
চারিজন তথা আসি ত্বরায় মিলিল ॥
এথা হতে জয়দেব কবরা তখন।
যাইতে রিহাঙ্গ পাড়া করিল গমন ॥
আছিলেক রিহাঙ্গ সমাড় নদীকূলে।
জয়দেব কতদিনে তথা গিয়া মিলে ॥
রিহাঙ্গ দফার মুখ্য মুখ্য যতজন।
জয়দেব রায় পাশে মিলে ততক্ষণ ॥
তা সবার ঠাই সব সংবাদ করিয়া।
চলিলেক তা সবাকে সহিতে লইয়া ॥
যথা আছে হরিমণি ঠাকুর প্রভৃতি।
তথা আসি মিলিলেক অতি দ্রুতগতি ॥
তথা থাকি যুবরাজ করিযা মন্ত্রণা।
শ্রীহট্টে পাঠায় লোক আসিবারে সেনা ॥
গেল ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ পুরোহিত।
লুচিদর্প নারায়ণ গেলেন সহিত ॥
চলি গেল দুইজন শ্রীহট্ট দেশেতে।
সৈন্য সম হরনাথ হাজারীকে নিতে ॥
দেশে যাইতে মন্ত্রণা স্থির যদি হৈল।
নিদান রায় কান্তকে যুবরাজে কৈল ॥
দেশেতে যাইতে বোঝা নিতে আসিবারে ভারী।
কুকি সব নামে চিঠি পাঠায় শীঘ্র করি ॥
চিঠি পাই কুকি সব আসিল ত্বরায়।
তলাই বলই আর ভার বই যায় ॥

ত্রিপুরায় কৃষ্ণমণির আগমন

তবে যুবরাজে ছাইমার পাড়া হতে।
প্রস্থান করিল নিজ দেশেতে যাইতে ॥
পরিবার সহিতে চরাই পাড়া গিয়া।
দেবী পূজা করে নানা উপহার দিয়া ॥
পূজাকালে অনুভব হইল মঙ্গল।
তুষ্ট হৈয়া তথা হতে চলিল সকল ॥
কত দিনে মনু নদী তীরে উত্তরিয়া।
তথায় রহিলেক এক পুরী নির্ম্মাইয়া ॥
তথা আসি গোবর্দ্ধন কবরা প্রভৃতি।
মনু নদী কূলে সবে করয়ে বসতি ॥
মনু নদী তীরে যুবরাজের বিদ্যমানে।
মণিচন্দ্র নাজির গেলেন সেই স্থানে ॥
তান সঙ্গে গিয়াছিল বিশ্বাস বলরাম।
ভাগ্যবন্ত রায় আর রামচন্দ্র নাম ॥
তা সবাকে দেখি যুবরাজ তুষ্ট হৈল।
সেইখানে রহিবারে স্থান করি দিল ॥
তারপরে যুবরাজে ডাকি দুইজন।
ভাগ্যবন্ত রায় যে সেবক হারিধন ॥
বনে দুই জন যায় আমা কার্য্য তরে ॥
পত্র লৈয়া জাফরালী নবাব গোচরে ॥
তবে দুইজনে আজ্ঞা পাইয়া সেই ক্ষণ।
মুরশিদাবাদেতে গেল নবাব সদন ॥
তখনে মাখন পাল ঢাকাতে আছিল।
সেই জনে তাকে সঙ্গে করি নিল ॥
ভাগ্যবন্ত হাড়িধন আর মাখন লাল।
তিন জন একত্রে মুরশিদাবাদে গেল ॥

সবে মিলি বিবেচনা করিয়া তথায়।
বিংশগ্রামে জয়দেব রায়কে পাঠায় ॥
জয়দেব যুবরাজের আদেশে।
আসিলেক উজির উত্তর সিংহ পাশে ॥
উজির নিকটে কহে জয়দেব রায়।
পাঠাইছে যুবরাজে আমাকে এথায় ॥
যেই মতে নিজ রাজ্য হইবে উদ্ধার।
সবে মিলি এখানে মন্ত্রণা কর তার ॥
যুবরাজে পরিবার করিয়া সঙ্গতি।
মনুনদী তীরে আসি করিছে বসতি ॥

নুরনগরের ইজারাদার উজির উত্তরসিংহ

শুনে কহে উজির উত্তর সিংহ রায়।
বৎসরেক যুবরাজ রওক তথায় ॥
নুরনগর রাজ্য আমি করিছি ইজারা।
হইবারে পারি যদি কর দিয়া সারা ॥
আগামী বৎসরে লইব মেহার কুল।
তবে সে সহজে কার্য্য হইবে প্রতুল ॥
তারপরে যুবরাজ আসিবেক দেশে
তুমি ইহা বল গিয়া যুবরাজ পাশে ॥
সহসা আসিতে এথা যুক্ত নাহি হয়।
বিলম্বেতে কার্য্যসিদ্ধি মোর মনে লয় ॥
ইসব সংবাদ শুনি জয়দেব রায়।
চলি গেল যুবরাজ আছয়ে যথায় ॥
সেখানে সেসব কথা কহিল উজিরে।
কহিল সকল যুবরাজের গোচরে ॥

যুবরাজে বলে কি করিব থাকি এথা।
যে হউক সে হউক দেশে যাইব সর্ব্বথা।।
কিন্তু পরিবার সমে যাওয়ন না যায়।
ঠাকুর শ্রীহরিমণি রহুক এথায়।
পরিবার সমে তিনি রহুক এখন।
সহিতে রহুক চুড়ামনি কারকন।।
এমত মন্ত্রণা করি তথা হতে চলি।
মন্ত্রিগণ সহিতে আসিল বটতলি।।
খোয়াই নদীর কুলে পুরী নির্ম্মাইয়া।
রহিলেক যুবরাজ মন্ত্রিগণ লৈয়া।।
পরিবার নিকটে ঠাকুর হরিমণি।
মনু তটিনীর তীরে রহিল আপনি।।
যুবরাজ আসিছে শুনিয়া বটতলি।
উজির উত্তর সিংহ তথা গেল চলি।।
রণ মর্দ্দন নারায়ণ বিরিঞ্চি কবরা।
অভিমন্যু রায় আদি যতেক ত্রিপুরা।।
আর আর যতেক বড়ুয়া সেনাপতি।
বটতলি সকল মিলিল শীঘ্রগতি।।
হেনকালে হরনাথ হাড়ি সহিত।
লুচিদর্প নারায়ণ হৈল উপস্থিত।।
দেখি তুষ্ট যুবরাজ হইল তখন
জিজ্ঞাসে কথাতে ধর্ম্মরত্ন নারয়ণ।।
তাহা শুনি কহে লুচিদর্প নারায়ণ।
শ্রীহট্ট দেশেতে তিনি ত্যজিল জীবন।
আয়ুঃ শেষ হেতু ব্যাধি হৈল উপস্থিত।
মরিল শ্রীহট্টে ধর্ম্মরত্ন পুরোহিত।।
ধর্ম্মরত্ন পুরোহিত মৃত্যু হৈল শুনি।
করিল বিষাদ যুবরাজ কৃষ্ণমণি।

আমা সনে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ।
এবে দেশে আসি দেখ ত্যজিল জীবন॥
কি বলিব আমাকে শুনিয়া তান মায়।
ঘটাইল ইবা কি প্রমাদ বিধাতায়॥
আমি কি করিব এবে ভাবিয়া তাহারে।
বিধির ঘটনা কেহ ঘোচাইতে নারে॥
তখনি ধরণীধর ভট্টাচার্য্য সনে।
রামজীবন ভট্টাচার্য্য গেলেন সেখানে॥

যুবরাজে উজিরকে কহেন তখন।
উদ্যোগ না কর কেনে রাজ্যের কারণ॥
শুনিয়া উজিরে কহে করিয়া প্রণতি।
মুরনগর রাজ্য আমি লইছি সম্প্রতি॥
ওয়াদ্দাধারের কর যদি পারি দিতে।
মনে আছে আর সনে আর রাজ্য লইতে॥
এইরূপে রাজ্য আমি আমল করিয়া।
আপনাকে এথা হনে নিবাম আসিয়া॥
বৎসরেক এইখানে থাকহ এখন।
বিদায় করিয়া দেও চাকুরিয়া গণ॥
ই বলিয়া তথা হতে হইয়া বিদায়।
বিংশ গ্রামে আসিল উত্তরসিংহ রায়॥
হরনাথ হাজারীহ বিদায় হইল।
যাইতে শ্রীহট্টে পুনি প্রস্থান করিল॥

রাজ্য উদ্ধারে উদ্যোগ

যুবরাজে স্বপ্ন দেখিলেক যে রজনী।
জননীর রূপে আসি কহিল ভবানী॥

যুদ্ধের উদ্যোগ তুমি করহ এখানে।
পাইবা সমরে জয় না ভাবিও মনে ॥
স্বপ্ন দেখি যুবরাজ জাগিয়া বেহানে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহে মন্ত্রিগণ স্থানে ॥
স্বপ্ন অনুভবে জানিলেক হবে জয়।
সমর করিতে মনে করিল নিশ্চয় ॥
তারপরে যুবরাজ মন্ত্রিগণ সনে
মন্ত্রণা করয়ে পুনি বসিয়া নির্জ্জনে ॥
ইখানে থাকিব বসি কোন প্রয়োজনে।
উজিরে না কহে ভাল লয় মোর মনে ॥
হরনাথ হাজারীকে আনে ফিরাইয়া।
বিংশ গ্রাম হতে উজিরকে আন গিয়া ॥
আবদুল রজক সঙ্গে সমর করিয়া।
রাজ্য কাটি লও সবে তাহাকে মারিয়া ॥
এইমতে মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্রি সমে।
গোবর্দ্ধন রায়কে পাঠায় বিংশগ্রামে ॥
গোবর্দ্ধন সঙ্গে যুবরাজার আদেশে।
আসিল উত্তরসিংহ বটতলি দেশে ॥
আসিলেক পুনি যুবরাজার সাক্ষাতে।
হরনাথ হাজারী এ বার্ত্তা পাই পথে ॥
উজিরের ঠাঁই পুনি কহে যুবরাজ।
রাজ্যের উদ্যোগ কর না করিয়া ব্যাজ ॥
তোমার মনেতে বুঝি আছে কুমন্ত্রণা।
সেই সে কারণে তুমি করিছ বঞ্চনা ॥
রাজ্যের কারণে যদি না কর উদ্যোগ।
পাছে পাছে আমাকে না দিও অনুযোগ ॥
শুনিয়া উজির কহে হইয়া সভয়।
আমি আপনার মত ছাড়া কভু নয় ॥

যে কার্য্য করিতে আজ্ঞা করহ এখন।
করিবাম সেই কার্য্য করি প্রাণপণ ॥
যুবরাজ বলে এবে কার্য্য কিবা আর।
সবে মিলি কর নিজ রাজ্যের উদ্ধার ॥
এই মতে যুবরাজ আছয়ে তথায়।
কিরূপে পাইব রাজ্য ভাবয়ে উপায় ॥
তারপরে যুবরাজ কহিল তখন।
কসবা যাউক লুচিদর্প নারায়ণ ॥
আদেশ পাইয়া তিনি চলিল তখন।
সহিতে চলিল চাকরিয়া কতজন ॥
মনতলা দেশেতে আসি হৈয়া উপস্থিত।
তথা রহে দিন কতক কটক সহিত ॥
পুনি কত দিন পরে মনতলা হইতে।
উপস্থিত হৈল আসি কসবা গ্রামেতে ॥
যুবরাজে মন্ত্রিগণ করিয়া সহিত।
মনতলা দেশেতে আসি হৈল উপস্থিত।

১৬৮১ শকে কৃষ্ণমণি মনতলায়

ইন্দু অষ্ট রিপু শশী শকের সময়।
বৈশাখ মাসেতে যুবরাজ মহাশয়।
মনতলা দেশেতে আসি হৈল উপস্থিত।
দেখিয়া দেশের প্রজা হৈল আনন্দিত ॥
দেখিয়া দেশের প্রজা হৈল আনন্দিত।
করিলেক স্থানে স্থানে নৃত্য বাদ্য গীত ॥
দ্বাদশ বৎসরে নন রাজার প্রায়।
নিজ রাজ্যে যুবরাজ আসিল এথায় ॥
ই বলিয়া প্রজা সব হরষিত হৈয়া।
থাকিবারে দিব্যপুরী দিল নির্ম্মাইয়া ॥

তথা রহে যুবরাজ সঙ্গে মন্ত্রিগণ।
কসবাতে রহে লুচিদর্প নারায়ণ ॥
গোবর্দ্ধন রায় রণমর্দ্দন নারায়ণ।
ভদ্রমণি সেনাপতি আদি কতজন ॥
তারপরে কসবাতে হৈল উপস্থিত।
সবে মিলি রহিল হইয়া সাবহিত ॥
মনুতলা যুবরাজ আসিয়াছে শুনি।
নুরনগরের প্রজা চলিল তখনি ॥
রঘুনাথ চন্দ্রমণি ইন্দ্র নারায়ণ।
চৌধুরী যে কণ্ঠমণি এই চারিজন ॥
নরেন্দ্র মজুমদার বুদ্ধিবন্ত ছিল।
তা সবার সঙ্গে সে যে আসিয়া মিলিল ॥
নিয়োগী কল্যাণ রায় প্রভৃতি চলিল।
যুবরাজ পাশে গিয়া প্রণাম করিল ॥
কতদিন থাকি তথা বিদায় হইল।
যুবরাজে তা সবাকে দিলাশা করিল ॥
নুরনগরের কর শাসিয়া লইতে।
চলে অভিমন্যু রায় তা সব সহিতে ॥
কসবা গ্রামেতে অভিমন্যু রায়।
গোবর্দ্ধন রায় আদি আছয়ে যথায় ॥
তথাতে থাকিয়া যুবরাজায় তখন।
পাঁডুয়া দেশেতে এক লিখিল লিখন ॥
সমর কারণে আনিবারে চাকুরিয়া।
চলিল নৈষধ রায় সেই পত্র লৈয়া ॥
পরশুরামের পাশে পত্র দিয়া দিল।
পত্র পাইয়া সে পরশুরাম তুষ্ট হৈল ॥
যুবরাজ আদেশ পাইয়া ততক্ষণ।
চলিল খাসিয়াগণ রণে বিচক্ষণ ॥

আসিল সুবলসিংহ তনয় তাহার।
খোসাল সাহেব রায় উত্তম রায় আর।
তা সবার সহিতে খাসিয়া একশত।
আসি যুবরাজ পাশে করে দণ্ডবত॥
তা সবাকে দেখি যুবরাজ তুষ্ট হৈয়া।
আছয়ে তথাতে সর্ব্ব কটক লইয়া॥
এথা কসবাতে লুচিদর্প নারায়ণ।
আছয়ে সসজ্জ হৈয়া করিবারে রণ॥
করিলেক যুবরাজে তাহাকে আদেশ।
আমল করিমে গিয়া মেহারকুল দেশ॥

সোনাউল্লার সহিত যুদ্ধ

আবদুল রজ্জাকের প্রধান তনয়।
নামে সোনাউল্লা মেহার কুলেতে আছয়॥
বহুতর সেনা সেই লইয়া সহিত।
যুদ্ধ করিবারে আছে হৈয়া সাবহিত॥
লুচিদর্প নারায়ণ আর হরনাথ।
যুদ্ধ করিবার হেতু চলিল তথাত॥
নৌকাতে চড়িয়া চলে কটক লইয়া।
আমতলি গ্রামে উপস্থিত হৈল গিয়া॥
চরমুখে সোনাউল্লা শুনিয়া খবর।
সজ্জ হৈয়া চলে তথা করিতে সমর॥
দুই দলে সেইখানে হৈল দেখা দেখি।
সমর আরম্ভ হৈল জীবন উপেক্ষি॥
দুই দলে তীর গুল্লি এড়ে ঘন ঘন।
খড়্গ চর্ম্ম হাতে করি ধায় কতজন॥
ঢাক ঢোল কাড়া বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
বন্দুকের শব্দ যেন মেঘের গর্জ্জন॥

এইরূপে দুই দলে হৈল মহারণ।
দুই দলে কতজনে ত্যজিল জীবন ॥
এই মতে প্রহরেক করি মহারণ।
ভঙ্গ দিয়া সোনাউল্লা করিল গমন ॥

সোনাউল্লার পরাজয়

রণে পরাজয় পাইয়া হইয়া হুতাস।
কুমিল্লাতে গিয়া পুনি না করিল বাস ॥
ব্যস্ত হৈয়া তথা হতে লৈয়া সৈন্যগণ।
যাইতে দক্ষিণ দিকে করিল গমন ॥
মেহার কুলের লোক আনন্দিত হৈয়া।
বলে সোনাউল্লা যায় বালাই লইয়া ॥
তবে হরনাথ লুচিদর্প নারায়ণ।
কুমিল্লাতে গিয়া উত্তরিল দুইজন ॥
আমল করিয়া দেশ তথায় রহিল।
শুনি যুবরাজ অতি পুলকিত হৈল ॥
তারপরে যুবরাজে করিল আদেশ।
যাইবারে জয়দেব মেহারকুল দেশ ॥
জয়দেব যুবরাজের আদেশ পাইয়া।
চলিল মেহারকুলে কটক লইয়া ॥
খাসিয়া খোসাল রায় তান সঙ্গে চলে।
সৈন্য সমে কুমিল্লা নগরে আসি মিলে ॥
কুমিল্লাতে উত্তরিয়া জয়দেব রায়।
কতগুলি সেনা সমে রহিল তথায় ॥
দক্ষিণ দিকেতে লুচিদর্প নারায়ণ।
যাইবারে সৈন্য সমে করিল গমন ॥
সৈন্য চলে হরনাথ হাজারী অবধি।
কতগুলি খাসিয়া সাহেব রায় আদি ॥

খড়্গ চর্ম্ম তীর গুল্লি ধরি জনে জন ।
দক্ষিণ দিকেতে সৈন্য করিল গমন ॥
পত পত শব্দ করি গগন মণ্ডল ।
উড়িয়াছে নানা বর্ণ পতাকা সকল ॥
ঢাক ঢোল দুন্দুভি বাজয়ে ভেরি তুরি ।
সানা বেনা কাড়া জড়া বাজিছে ধুর ধুরি ।
এই মতে শতে শতে যোদ্ধা সব চলে ।
দ্রুতগতি দক্ষিণ দিকেতে গিয়া মিলে ॥

আবদুলের সহিত যুদ্ধ

আবদুল রজকে তথা কটক সহিত ।
সমর কারণে আছে হৈয়া সাবহিত ॥
লুচিদর্প নারায়ণ তথা উত্তরিয়া ।
তাহার সহিতে রণ আরম্ভিল গিয়া ॥
দেখা দেখি দুই দলে হইল তখন ।
নানা অস্ত্র ধরি আরম্ভিল মহারণ ॥
আবদুল রজক সমসের অনুচর ।
তস্করের অনুচর আপনে তসকর ॥
তাহার সহিতে আছে দস্যু বহুতর ।
সেই সবে সঙ্গে করি করয়ে সমর ॥
রায় বাশ লৈয়া তারা আগু হয় রণে ।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি আগু হয় কতজনে ॥
প্রহারিয়া তীর গুল্লি ত্রিপুরের সেনা ।
তস্কর কটক মারিল কতজনা ॥
কেহ কেহ তলোয়ার করিয়া প্রহার ।
বহুল তস্কর সৈন্য করিল সংহার ॥
মারিল বহুল সৈন্য হৈল ছারখার ।
আবদুল রজকে ভাবি না দেখে নিস্তার ॥

সাহস করিয়া লুচিদর্প নারায়ণ।
বহুল তসকর সৈন্য করিল নিধন ॥
অবশিষ্ট যে আছিল ভঙ্গ দিলে রণে।
প্রাণ ভয়ে ধায় সৈন্য নিষেধ না মানে ॥

আবদুলের পরাজয়

আবদুল রজকে দেখি হতাশ হইয়া।
প্রবেশিল বনে নিজ পরিবার লৈয়া ॥
প্রাণ ভয়ে দুষ্টমতি প্রবেশিল বন।
সেনাগণ যথা তথা করিল গমন ॥
লুচিদর্প নারায়ণ সমর জিনিয়া।
দক্ষিণ শিকেতে রহে সৈন্যগণ লৈয়া ॥
পত্র লৈয়া তথা হতে আসি দূতগণ।
যুবরাজ নিকটে কহিল বিবরণ ॥
তুষ্ট হৈল যুবরাজ শুনিয়া সংবাদ।
যোদ্ধা সকলের হেতু পাঠাইল প্রসাদ ॥
সমরে হইল জয় রিপু হৈল শেষ।
আপনার অধীন হইল নিজ দেশ ॥

নবাব কর্তৃক কৃষ্ণমণিকে স্বীকৃতি

চন্তাই কহেন পুনি শুনহ রাজন।
মুরশিদাবাদের কথা বলিয়ে এখন ॥
নবাব নিকটে গিয়া হৈয়া উপস্থিত।
জানাইল সমাচার নবাব বিদিত ॥
যুবরাজ নরপতি হইতে কারণ।
পরোয়ানা নবাবে দিলেন ততক্ষণ।
খিলাত সনদ দিল জগ গা কল্যি ঘোড়া।
আর পঞ্চ বস্ত্র দিল পরিবারে জোড়া।

তা সবাইর সহিতে চলিল ফৌজদার।
প্রধান মোগল মির আজিজ নাম তার॥
তারা তিন জন মির আজিজ সহিত।
মেহার কুলেতে আসি হৈল উপস্থিত॥
ফৌজদার মূর্জাপুর গ্রামেতে রহিল।
কুমিল্লাতে জয়দেব কবরা আছিল॥
অবশেষে সক্ষমলাল আর হাড়িধন।
ভাগ্যবন্ত রায় আর এই তিন জন॥
শীঘ্রগতি গেল চাল মনুতলার দেশে।
দিল নিয়া পরোয়ানা যুবরাজ পাশে॥

প্রজাদের আনন্দ

তুষ্ট হৈল প্রজাগণ পরোয়ানা শুনি।
রাজা হইবেক যুবরাজ কৃষ্ণমণি॥
তারপরে যুবরাজ মনুতলা হতে।
যাত্রা করি চলিলেক কসবা যাইতে॥
বার্ত্তা পাইয়া প্রজা সব আসি পথে পথে।
রম্ভা বৃক্ষ আরোপণ করিল শতে শতে॥
শতে শতে কুম্ভ সব জলপূর্ণ করি।
পথে পথে আনিয়া রাখিল সারি সারি॥
যুবরাজে শিবিকা করিয়া আরোহণ।
তুষ্ট হৈয়া চলিলেক স্মরি নারায়ণ॥
নীল রক্ত সিত পীত নানা বর্ণ যুত।
পতাকা উড়িছে শব্দ করি পত পত॥
অগ্রেতে সিপাই সব খড়্গ চর্ম্ম হাতে।
রায় বাশিয়া বন্দুকসি চলিল শতে শতে॥
বাদ্য বাজে পাখোয়াজ মন্দিরা দগড়া।
ঢাক ঢোল সানা বেনা ভেরী তুরি কাড়া॥

ঝর্ঝর দুন্দুভি বাদ্য সারিন্দা সেতারা।
বাঁশি মুরচঙ্গ আর তাম্বুরা দুতারা॥
নৃত্য করে সকলে নাচয়ে গীত গাইয়া।
স্তুতি করে ভাট গণে যশ বানাইয়া॥
ছোটা হাতে হরকরা আগে আগে ধায়।
নকিবে সেমাল করি সেলাম জানায়॥
আশীর্ব্বাদ করে আসি যে সব ব্রাহ্মণ।
তা সবার তরে ধন করে বিতরণ॥
এইরূপে যুবরাজ মন কুতূহলে।
দ্রুত গতি কসবা গ্রামেতে আসি মিলে॥
নির্মাইয়া পুরী এক উপর কিল্লায়।
যুবরাজ কৃষ্ণমণি রহিল তথায়॥
তথাতে কালিকা এক আছয়ে স্থাপিত।
যুবরাজ তথা গিয়া হৈল উপস্থিত॥
ছাগল মহিষ মেষ বলিদান দিয়া।
করিল কালিকা পূজা ভক্তি যুক্ত হৈয়া॥
কাল উপরূপ দিল ফল পুষ্প যত।
দধি দুগ্ধ পায়স নৈবিদ্য নানা মত॥
করিয়া কালিকা পূজা দিয়া উপহার।
স্তব পঠি প্রদক্ষিণ করে বার বার॥
এই মতে কালিকার করিয়া পূজন।
আপনার নিকেতনে করিল গমন॥
তথা কুমিল্লাতে আছে জয়দেব রায়।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাসব মিলিল তথায়॥
সুরমণি দেওয়ান বিশ্বাস নারায়ণ।
গঙ্গা বিষ্ণু রায় আদি বিশ্বাসের গণ॥
হরি নারায়ণ রাম বল্লভ চৌধুরী।
আসি মিলে ফুল সাহেদাকে সঙ্গে করি॥

কালীকাপ্রসাদ রায় রাজ দুর্ল্লভ প্রভৃতি।
এসব চৌধুরী আসি মিলিলে শীঘ্রগতি ॥
তা সবাকে কবরায় করিল আশ্বাস।
পাঠাইয়া দিল পাছে যুবরাজ পাশ ॥
বগামাইর চৌদ্দগ্রাম খণ্ডল তিষিণা।
ই সকল দেশের চৌধুরী যত জনা ॥
ই সবে কবরা পাশে পাইয়া আশ্বাস।
আসিলেক কসবাতে যুবরাজ পাশ ॥
মেহেরকুল প্রভৃতি দক্ষিণ দেশবাসী।
চৌধুরী সকল তথা মিলিলেক আসি ॥
যুবরাজ পাশে আসি সব প্রজাগণ।
করিল প্রণতি করি চরণ বন্দন ॥
করযোড়ে কহে সবে প্রণতি করিয়া।
রহিয়াছি আমি সব তোমা পানে চাইয়া ॥
চকোর বিকল যেন নিশাকর বিনে।
তেন মত আমি সব তোমার কারণে ॥
শুনি কহে যুবরাজ তা সবার তরে।
বিধির লিখিত কেবা খণ্ডাইতে পারে ॥
যার যেই কার্য্য সবে করহ এখন।
গত কার্য্য অনুশোচি নাহি প্রয়োজন ॥
নিজ কার্য্য কর সবে হৈয়া সাবহিত।
মনে কিছু সন্দেহ না কর কদাচিত ॥
এই রূপে আশ্বাস করিয়া যুবরাজে।
নিযুক্ত করিয়া দিল যার যেই কাজে ॥
যুবরাজ মুখে শুনি আশ্বাস বচন।
যার যে নিযুক্ত কার্য্য করে জনে জন ॥
এইরূপে যুবরাজ আছে কসবায়।
তথা কুমিল্লাতে আছে জয়দেব রায় ॥

তথাতে থাকিয়া যুবরাজের আদেশে।
মেহার কুলের কর প্রজা হনে শাসে ॥
দক্ষিণ শিকেতে লুচিদর্প নারায়ণ।
দক্ষিণ দিকের কর করয়ে শাসন ॥

মির আজিজের ষড়যন্ত্র

হাজিগঞ্জ থানা করি রহে ফৌজদার।
রহিলেক মূর্জাপুরে তনয় তাহার ॥
তাহার দেওয়ান রামবল্লভ তখন।
কসবা আসিল বন্দোবস্তের কারণ ॥
যুবরাজ পাশে আসি বন্দোবস্ত করি।
সে মির আজিজ পাশে চলি গেল ফিরি ॥
যুবরাজে আপনার নিজ রাজ্য শাসে।
নিয়মিত কর দেয় ফৌজদার পাশে ॥
হেনকালে সে মির আজিজ দুরাচার।
মনে করে এদেশে হইতে জমিদার ॥
যুদ্ধ হেতু সজ্জ হৈল করি কুমন্ত্রণ।
সাজাইয়া যোদ্ধাগণ সমর কারণ ॥
তারপরে পত্র লিখি করিয়া কপট।
পাঠাইয়া দিল যুবরাজার নিকট ॥
কুমিল্লাতে গিয়া আমি রহিবারে চাই।
জয়দেব ঠাকুর যাউক অন্য ঠাই ॥
দিবস কতক তথা বসতি করিয়া।
ঢাকাতে যাইব শীঘ্র থানা ছাড়ি দিয়া ॥
এইমত যুবরাজ পাইয়া লিখন।
জয়দেব ঠাই বার্ত্তা পাঠায় তখন ॥
কুমিল্লা ছাড়িয়া তুমি ফুহারেতে গিয়া।
যুদ্ধ সজ্জ হৈয়া থাক সাবহিত হইয়া ॥

আমা ঠাই পত্র লিখিয়াছে ফৌজদার।
দিন কত কুমিল্লাতে গিয়া থাকিবার ॥
দুরন্ত মোগল বাক্য নাহিক প্রত্যয়।
কুমন্ত্রণা করিয়াছে হেন মনে লয় ॥
জয়দেব রায় যুবরাজার আজ্ঞায়।
কুমিল্লা ছাড়িয়া চলি গেল ফুহারায় ॥
তথা গিয়া কিল্লা করি কটক সহিত।
রহিলেক জয়দেব হৈয়া সাবহিত ॥
সে মির আজিজ আসি রহে কুমিল্লায়।
কিরূপে লইব রাজ্য ভাবয়ে উপায় ॥
ফজুল্লা নামেতে তার মোছাহেব ছিল।
যুবরাজ সাক্ষাতে তাহাকে পাঠাইল ॥
ফজুল্লার দ্বারায় কহিয়া কটুকথা।
যুবরাজ সহিতে করিল কুটুম্বিতা ॥
তারপরে মন্ত্রণা করিয়া দুরাচার।
জয়দেব ঠাকুরকে চাহে ধরিবার ॥
ছলকথা লিখে পুনি যুবরাজ ঠাই।
জরিপ মেহারকুলে করিবারে চাই ॥
আপনে লিখহ কববার বিদ্যমানে।
নলপুন্যা করিবারে জরিপ কারণে ॥
আমার দেওয়ান রামবল্লভ যাইবে।
নলপুন্যা দুইজনে মিলিয়া করিবে ॥
যুবরাজে তবে এই লিখন পাইয়া।
ঠাকুরের পাশে পত্র দিল পাঠাইয়া ॥
যুবরাজ আদেশেতে জয়দেব রায়।
নলপুন্যা করিতে করিল সমরায় ॥
চরথা গ্রামেতে রামবল্লভ আসিল।
জয়দেব ঠাকুর তথাতে চলি গেল ॥

এক বিছানাতে বসিলেক দুইজন।
দুহার দুহার প্রতি শুদ্ধ নাই মন ॥
তথায় বসিয়া রামবল্লভ দেওয়ান।
ঠাকুরকে ধরিবারে করয়ে সন্ধান ॥
জয়দেব রায তার আশয় বুঝিয়া।
আরোহিল শিবিকাতে দড়বড়ি দিয়া ॥
সঙ্গে করি আপনা সিপাই শতাশতি।
ফুহারেতে জয়দেব গেল দ্রুতগতি ॥
জয়দেব ঠাকুরকে ধরিতে না পারি।
সেই রামবল্লভ কুমিল্লা গেল ফিরি ॥
তারপরে সে মির আজিজ দুরাচার।
মনে স্থির কবিল সমর করিবাব ॥
যুবরাজে দেশের খাজানা টাকা লৈয়া।
সে মির আজিজ পাশে দিল বুঝাইয়া ॥
সেই টাকা ফৌজদারে লইয়া আপনে।
রাখিলেক চাকরিয়া সমর কারণে ॥
নবাব নিকটে সেই না দিয়া খাজানা।
যুদ্ধ করিবারে হেতু রাখিলেক সেনা ॥
মির আতা নামেতে এক তার অনুচর।
তাকে পাঠাইল চাটিগ্রামের সহর ॥
চাকরিয়া আনি সেই চাটিগ্রাম হতে।
সমর করিতে আসি দক্ষিণ শিকেতে ॥
লুচিদর্প নারায়ণ আছয়ে সেখানে।
মির আতা গেল তথা সমর কারণে ॥
এইরূপে নানা মত করিয়া সন্ধান।
পুনি পত্র লিখে যুবরাজ বিদ্যমান ॥
যদি পাঠাইয়া দেও দুই হাজার টাকা।
তবে আমি এথা হনে চলি যাই ঢাকা ॥

এই মত পত্র যুবরাজায় পাইয়া ।
পঞ্চ দশ শত টাকা দিল পাঠাইয়া ॥
টাকা সমে হরনাথ হাজারী চলিল ।
কবরা নিকটে ফুহাড়াতে উত্তরিল ॥
তারপরে ফৌজদারে কবরা গোচর ।
টাকা আনিবার হেতু পাঠাইল চর ॥
চরে গিয়া কহে কবরার বিদ্যমানে ।
ফৌজদারে আমাকে পাঠাইছে তোমা স্থানে ॥
তিনি কালি দিনে এথা হতে যাবে ঢাকা ।
আসিয়াছি আমি সেই হেতু দেও টাকা ॥
চর পাঠাই হরনাথ হাজারীয়ে কহে ।
আছে টাকা এইক্ষণে দিবারে না হয় ॥
ফৌজদার যবে চলি যায় ঢাকা দেশ ।
পথে নিয়া টাকা দিতে কর্ত্তার আদেশ ॥
চরে বলে ভাল টাকা আনি দিও পথে ।
ই বলিয়া গমন করিল তথা হতে ॥
ফৌজদার পাশে আসি কহিল সংবাদ ।
না পাইয়া টাকা সেই হইল বিষাদ ॥
সেনা সব সাজাইয়া তারপর দিনে ।
ফুহারা যাইতে চলে সমর কারণে ॥

ফুহারাগড়ে আজিজ কর্ত্তৃক আক্রমণ

যুদ্ধে চলে মিরাজিজ সঙ্গে সজ্জ লইয়া ।
তার পুত্র মির ইছব অশ্ব আরোহিয়া ॥
দেওয়ান তাহার রামবল্লভ যে নাম ।
মির সঙ্গে সজ্জ লৈয়া চলে সে সংগ্রাম ॥
জিয়ন খান পাঠান যে সে ফৌজেতে ভারি ।
আপনার ছলা লৈয়া নয়ন সুখ হাজারী ॥

কেহ অশ্ব আরোহণ কেহ পদগতি।
কামান বন্দুক সঙ্গে ধানুকি পদাতি ॥
নানা বর্ণ পতাকা উড়িছে মন্দরায়।
সর্ব্বলোক পূর্ব্ব মুখ ক্ষুহাড়েতে যায় ॥
তিন হাজার সেনা লইয়া করিল গমন।
যুবরাজ বল সঙ্গে করিবারে রণ ॥
তথা উত্তরিয়া সৈন্য গড়ের দুয়ারে।
বাটরা করিয়া আনি গেল চারিধারে ॥
জিয়ন খান মিব ইছব কত সৈন্য লৈয়া।
কিল্লার উত্তরে গেল নদী আইলে দিয়া ॥
যুবরাজ তরপের সে উত্তবে ছিল।
হরনাথ হাজারী প্রভৃতি আগু হৈল ॥
ফেরিঙ্গি যে পাচকল যুমাবাজ আর।
মামুদ আশ্রব মামুদ তকী জমাদার ॥
আমুদ খান জমাদার সঙ্গে বেরাদরী।
খাস্তা সঙ্গে উদয়চন্দ্র ধনুর্তীরধারী ॥
কিল্লার দ্বারেতে জাঙ্গালের উপরেতে।
রাম যে বল্লভ রায় দেওয়ান সে পথে ॥
দক্ষিণ পশ্চিম কোণে হাজাবী নয়নসুক।
তাব বেড়াদড়ি আব কস্তাজ লোক ॥
গোলামালী খান ফতে মাহামুদ নামে।
সেখানে উহার আগু হইল সংগ্রামে ॥
যাইয়া তবে গড়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল মির আজিজ যে আপনে ॥
এই মতে বেড়িয়া কিল্লার তিন ভিতে।
পরস্পরে দুই দলে আরম্ভ যুদ্ধেতে ॥
জয়দেব কবরা যে যুবরাজ দলে।
সাহেব সরদার হৈয়া লড়ে শত্রু দলে ॥

শত্রুর আক্ষেপ দেখি জয়দেব রায়।
নিজ সেনা প্রতি তবে বলিছে ত্বরায়॥
নাহি মার কেনে বৈরী আইসে গড় লৈতে।
আর কি উচিত হয় অপেক্ষা করিতে॥
এই কথা শুনিয়া তখনে যোদ্ধাগণে।
অরি সনে করে যুদ্ধ প্রাণ আক্ষেপনে॥
কেহ মারে বন্দুক যে কেহ বা কামান।
গুল্লিঘাতে শত্রু বল করে খান খান॥
এক প্রহরের কালে আরম্ভ সমর।
দুই দলে হানাহানি আড়াই প্রহর॥
বহুতর সৈন্য সেনা পড়িল সমরে।
ভয় পাইয়া সৈন্য তার চাহে পলাইবার॥
তবে কহে মির ইছব আছে কারে ডর।
চাবুকে মারিয়া লব ত্রিপুরের গড়॥
এই কথা বলি ত্বরা অশ্ব আরোহিয়া।
জিয়ন খাঁ সঙ্গতি চলে গড় উদেশিয়া॥
তার গড় নিকটে যাইয়া দুই জন।
কিল্লা প্রবেশিতে চাহে করিবারে রণ॥
তথা কিল্লা পরে থাকি কবরার লোক।
গুল্লি বরিষণ করে ভরিয়া বন্দুক॥
বিধাতার নির্ণিত মৃত্যু হৈল উপস্থিত।
গুল্লিঘাতে দুইজন পড়িল ভূমিত॥
মির ইছব জিয়ন খাঁর দেখিয়া মরণ।
পলাইয়া যায় সৈন্য ত্যাগ করি রণ॥
তবে জয়দেবের যতেক সৈন্য চয়।
কিল্লার উপরে থাকি করে জয় জয়॥
মিরাজিজ সৈন্য যত পাইল সেখানে।
কবরার লোকে যাইয়া মাথা কাটি আনে॥

অনেক যে মাথা মিব ইছব মাথা সাতে।
যুদ্ধা সবে আনি দিল কববা সাক্ষাতে ॥

ফুহারাগড়ে আজিজের পরাজয়

তবে জযদেব কববা যে তুষ্টমনে।
সেক পায় দিলেক যুদ্ধা প্রতি জনে জনে ॥
অবশিষ্ট ভগ্ন সৈন্য যাইযা ত্বরমানে।
বার্ত্তা জানাইল গিয়া মিবাজিজ স্থানে ॥
শুন মিব সাহেব কবি এ নিবেদন।
তোমা পুত্র মির ইছব হইল মবণ ॥
মির ইছব জিয়ন খা যে গেল এক সাতে।
গুল্লিঘাতে তুইজন পড়ি সমবেতে ॥
তুই জন একিবাবে মবণ দেখিযা।
ভঙ্গ দিছে তোমা সৈন্য মনে ভয় পাইয়া ॥
শুনি মিরাজিজ তবে পুত্রেব মবণ।
মাথে কর হানি হৈল মহিতে পতন ॥
তবে ত তাহাব দেওযান যে বামবল্লভ।
সেহ যুদ্ধে পলাইল পাইযা পবাভব ॥
এই মতে এহাব যতেক যুদ্ধা ছিল।
যুদ্ধে ভয পাইযা সব যথা তথা গেল ॥
অবশিষ্ট ছিল সৈন্য যে কিছু লইয়া।
ঢাকা গেল মিবাজিজ বণেতে হাবিযা ॥
কবরাব দলে হৈল জয় জয় বব।
সমর জিনিয়া আনন্দিত সৈন্য সব ॥
যুদ্ধে জয় পাইয়া যে জযদেব রায়।
সৈন্য সনে আইল পুনি কুমিল্লা বাসায ॥
মির ইছব জিয়ন খাঁ প্রভৃতি মুণ্ড আনি।
যুবরাজ সাক্ষাতে যে করিল চালানি ॥

তাহা দেখি যুবরাজ হরিষ অন্তরে।
খিলাত পাঠাইল তবে কবরার তরে॥

১৬৮২ শকে দক্ষিণ শিকে যুদ্ধ ও মির আতার পরাজয়

চণ্ডাই কহেন পুনি শুন আর কথা।
চাটি গ্রামে গিয়াছিল নামে মির আতা॥
মির আজিজের মুছাহেব সেই হয়।
চাটিগ্রামে গিয়া করি কটক সঞ্চয়॥
দক্ষিণ শিকেতে আসি মিলে সৈন্য সনে।
লুচিদর্প নারায়ণ আছয়ে যেখানে॥
তথাতে নাবাযণ সঙ্গে বহুরণ হৈল।
রণে হারি মির আতা ভঙ্গ দিয়া গেল॥
এই মতে সমরেতে করিয়া বিজয়।
সুখে রাজ্য শাসে যুবরাজ মহাশয়॥

১৬৮২ শকের পর শান্তি

কর করি রিপু চন্দ্র শকের সময়।
জ্যৈষ্ঠ মাসে সমরেতে করিয়া বিজয়॥
যুবরাজ আদেশেতে জয়দেব রায়।
মন কৌতূহলে আসিলেক কসবায়॥
তবে যুবরাজার পাইয়া অনুমতি।
কুমিল্লাতে রহে ভদ্রমণি সেনাপতি॥
যুবরাজে শাসে দেশ সুখে আছে প্রজা।
আশ্বিন মাসে নির্ব্বাহিল দুর্গাপূজা॥
তারপরে মন্ত্রিগণে মন্ত্রণা করিয়া।
যুবরাজ ঠাঁই নিবেদন করে গিয়া॥

নিজ দেশ হৈল বশ রিপু নাহি আর।
এখনে উচিত অভিষেক হইবার ॥

অভিষেক

যুবরাজ অনুমতি পাইযা তখন।
প্রস্তুত করিল অভিষেক আয়োজন ॥
পত্র লৈযা দেশে দেশে দূত সব যায়।
নৃপতির অভিষেক সংবাদ জানায ॥
যুবরাজ কৃষ্ণমণি হইবেক রাজা
সংবাদ পাইয়া তুষ্ট হইল সব প্রজা ॥
নৃপতির অভিষেক দ্রব্য লইযা সহিত।
নৃপতি আলয়ে আসি হৈল উপস্থিত ॥
ব্রাহ্মণ সকলে নিমন্ত্রণ পত্র পাইযা।
আনন্দেতে রাজপুরে মিলিল আসিয়া ॥
নৃত্যগীত বাদ্যকর আসিলেক কত।
কৌতুক দেখিতে লোক নানা দেশী যত ॥
সর্ব্বজন আনন্দিত প্রসন্ন বদন।
লোক পরিপূর্ণ শোভে নৃপতি ভবন ॥
নাগারা টিকারা ঢোল বাজে জুড়ি জুড়ি।
সানাই র্ণাল বাক আর ভেরি তুড়ি ॥
শুভ লগ্ন সহযোগ সময়ে হইল।
যুবরাজ সিংহাসন সাক্ষাতে আনিল ॥
অগ্রে পুরোহিত লৈযা করিয়া স্তবন।
সিংহাসন সপ্তবার হৈল প্রদক্ষিণ।
তারপরে ব্রাহ্মণ সবের আজ্ঞা লৈয়া।
বসিলেক যুবরাজ সিংহাসনে গিয়া ॥
যুবরাজ সিংহাসনে বসিল যখনে।
ঢোলেতে সেলাম বাড়ি পড়িল তখনে।

মন্ত্রি প্রজা প্রভৃতি যে করিয়া সেলাম।
বাজুধরি দাড়াইল যার যে মুলাম॥
উজির নাজির বড় কাহেত কারকোন।
সিংহাসন চারিকোণে মন্ত্রি চারিজন॥
দক্ষিণে যে বাম বাজু রাজার সাক্ষাতে।
দুইভাগ হইয়া দাড়াইল মিছিলেতে॥
অগ্রে রাজজ্ঞাতি যে ঠাকুর বর্গগণ।
তারপরে দৌহিত্র বংশের যতজন॥
তারপরে জামাতা সকল খাড়া হয়।
কবরা মুলাম বলি মিছিলেতে কয়॥
তার শেষে খাড়া হয় সেনাপতিগণ।
সর্ব্ব শেষে দাড়ায় বড়ুয়া সর্ব্বজন॥
এই মতে সর্ব্বলোক দুই ভাগ হৈয়া।
নৃপ অগ্রে খাড়া হৈল বাজু যে ধরিয়া॥
চৌধুরি মজুমদার আর প্রজাগণ।
যার যেই মিছিলেতে দাড়াইল তখন॥
স্বর্ণঘটে পুরোহিতে ভরি গঙ্গোদক।
বেদ মন্ত্রে করিলেক রাজ অভিষেক॥
কৃষ্ণচন্দ্র নাম ভট্টাচার্য্য মহামতি।
শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য্য গণপতি॥
মদনগোপাল ভট্টাচার্য্য মহামতি।
শ্রীহরেকৃষ্ণ তন্ত্রধার তাহান সংহতি॥
কালাচান্দ নাম ভট্টাচার্য্য যাদবেন্দ্র।
পুরোহিত প্রভৃতি যে শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ॥
তুহানাহ স্বর্ণ ঘট লইয়া যে করে।
বেদমন্ত্রে অভিষেক কৈল নৃপতিরে॥
কৃষ্ণমণি যুবরাজ পূর্ব্ব খ্যাতি ছিল।
কৃষ্ণমাণিক্য দেব বলি মোহর মারিল॥

একপৃষ্টে রাজ-রাণী নাম লিখা যায়।
আর পৃষ্টে সিংহের আকার হয় তায় ॥
এইমতে পূর্ব্বাপর মোহরের ক্রম।
যে অবধি রাজা হয় শকের নিয়ম ॥
মোহর করিয়া সঙ্গে সবস্তু থানাতে।
উজিরে আনিয়া দিল নৃপতি সাক্ষাতে ॥
তারপরে গন্ধ মাল্য দিতে আজ্ঞা হৈল।
মালাকরে সকলে দিবার আরম্ভিল ॥
জ্ঞাতি ও ঠাকুর লোক গুছকি মালা দুই তিন।
নথা দুই ছড়া যেন দৌহিত্র সমান ॥
একছড়া জামাইর সম কবরায়।
এহার সমান সব্ব সেনাপতি পায় ॥
বড়ুয়া সকলে অৰ্দ্ধ ছড়া পায় ফুল।
চন্দন বাটরা কিন্তু সর্ব্বজন সমতুল ॥
গন্ধমাল্য বাটা যদি হৈল সমাপন।
নিজ মোহরের টাকা নৃপতি তখন ॥
ভট্টাচার্য্য পুরোহিত আর যে অপর।
দক্ষিণা দিলেক নিজ নামের মোহর ॥
সিংহাসন হতে নামি ভক্তি করি অতি।
দেব গুরু দ্বিজ পদে করিল প্রণতি ॥
তখনেতে সর্ব্ব লোক নৃপতি সাক্ষাতে।
প্রণতি করিয়া গেল নিজ বাসরেতে ॥
মন্ত্রি প্রজা সব গেল যার যেই পুরে।
আপনেহ মহারাজা গেলেন অন্দরে ॥
সম্পন্ন হইল তবে অভিষেক কার্য্য।
শাস্ত্র অনুসারে রাজা শাসিলেক রাজ্য ॥

রাজধর নদীর নামানুকরণে
ভ্রাতষ্পুত্রের নাম

তবে পুনি চন্তাই বলেন নৃপবর।
আপনার জন্মকথা করিয়ে গোচর ॥
পূর্ব্বে ছিল অমর মাণিক্য নরপতি।
পূর্ব্ব রাজমালাতে লিখিছে তান কীর্ত্তি ॥
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া তিনি উদয়পুর হতে।
আসি নির্ম্মাইল পুরী মনু নদী তটে ॥
সেই মনু নদী মধ্যে যাইয়া বিশেষ।
আর এক নদী আসি হইছে প্রবেশ ॥
সেই দুই নদীর ত্রিবেণীতে করি ঘর।
তথাতে যে আছয়ে অমর নৃপবর।
কাল বশ হইযা তিনি সে স্থানে মরিল।
তান পুত্র রাজধর তথা রাজা হৈল ॥
রাজধর নদী বলি কহে তদবধি।
প্রকাশ আছয়ে নাম লোকে অদ্যাবধি ॥
পুনি কৃষ্ণমণি যুবরাজে সেই স্থান।
কতদিন ছিল পুরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এগারশ উনসত্তর ভাদ্র যে মাসেতে।
আপনার জন্ম তবে হইল তথাতে ॥
তে কারণে আপনার নাম রাজধর।
রাখিলেক যুবরাজে করিয়া সাদর ॥
সেই সনে নিজ রাজ্য হইল আমল।
নিবেদিল সাক্ষাতেতে বিস্তর সকল ॥

রাজ্য জরিপ ও শাসন

আর কথা কহি এবে শুনহ রাজন।
যে মতে করিল নৃপ রাজ্যের শাসন॥
নিজ রাজ্য আপনার জরিপ করিয়া।
যার যে নিযুক্ত কার্য্যে দিল নিয়োজিয়া॥
খণ্ডল দক্ষিণ শিক জরিপ করিতে।
জয়দেব কবরাকে পাঠায় তথাতে॥
দক্ষিণ শিকেতে কিল্লা করিয়া তখন।
সৈন্য সমে ছিল লুচিদর্প নারায়ণ॥

দক্ষিণ শিকে আবার উপদ্রব

সেই ঠাঁই রহে গিয়া জয়দেব রায়।
উপদ্রব উপস্থিত হইল তথায়॥
চাটি গ্রামের সুবা মহম্মদ রেজাখাঁনে।
লইতে রোশনাবাদ কবিলেক মনে॥
তাহার দেওয়ান রামশঙ্কর আছিল।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সমে তাহাকে পাঠাইল॥
সৈন্য আষ্ট হাজার সে লইয়া সহিত।
দক্ষিণ শিকেতে আসি হৈল উপস্থিত॥
হস্তি অশ্ব পদ ভরে কাপয়ে ধরণী।
দেখিয়া সৈন্যের ঠাট উড়য়ে পরাণী॥
দেখি লুচিদর্প আর জয়দেব রায়।
পরস্পরে কহে এবে কি হবে উপায়॥
আছে অষ্ট হাজার কটক শত্রু সনে।
হস্তি ঘোড়া কত আছে কেবা তারে গণে॥
আমি সব সঙ্গে সেনা সহস্রেক হবে।
কি সাহস তার সনে সমর করিবে॥

যাইতে বিমুখ হইয়া মনে নাহি ধরে।
করিব সমর নারায়ণে যাহা করে॥
সাত পাঁচ ভাবিয়া সমরে দিল মন।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাজিল তখন॥
বন্দুক কামান আর তীর চন্দ্র বাণ।
দুই দলে পরস্পর করয়ে সন্ধান॥
দুই দলে কটক মরিল বহুতর।
রণ ত্যজি নাহি যায় সে রামশঙ্কর॥

দক্ষিণ শিকে ত্রিপুরার পরাজয়

অলঙ্ঘ রিপুর সৈন্য না পারে জিনিতে।
রণ ত্যজি দুই জন চলে তথা হতে॥
লুচিদর্প সমে সেই জয়দেব রায়।
কিল্লা করি রহে আসি ফাল্গুন করায়॥
তারপরে সে রামশঙ্কর তথা হতে।
কটক লইয়া আইল ফাল্গুন করাতে॥

ফাল্গুন করায় ত্রিপুরার পরাজয়

তথাতে তুমুল যুদ্ধ দুই দলে হৈল।
কিন্তু পরদলে পরাজয় না পাইল॥
শিবির ছাড়িয়া দিয়া তারা দুইজনে।
কসবা আসিল নরপতি বিদ্যমানে॥
সেনা সমে সে রামশঙ্কর শীঘ্রগতি।
কসবায় আসিল যথাতে নরপতি॥
তাজু বাজু মুক্তি শিলার পশ্চিমে।
তথা আসি রহিলেক সর্ব্ব সৈন্য সমে॥
তা দেখিয়া মহারাজা আনি পাত্রগণ।
মন্ত্রণা করিল এবে করিব কেমন॥

সন্ধির প্রস্তাব

বলবন্ত শত্রু যদি নহে পরাজয়।
তাহার সহিতে সন্ধি করিবারে হয়॥
তাহার সহিতে বন্দোবস্ত করিবার।
উজিরকে পাঠাইল নিকটে তাহার॥
তথা তার সহিতে সমাপ্ত না হৈল।
তবে রণ করিবারে নিশ্চয় করিল॥

সন্ধির প্রস্তাব নাকচ ও যুদ্ধ

উজিরে ছাড়িয়া না দিল আসিবার।
উজির উত্তরসিংহ সহিতে তাহার॥
তারপরে সজ্জ করি আপনার সেনা।
পূর্ব্ব মুখে চলিল শিবিরে দিতে হানা॥
তবে মহারাজা আপনাব সৈন্যগণ।
ঠাই ঠাই নিয়োজিল করিবারে রণ॥
জয়দেব রায় কতগুলি সৈন্য সঙ্গে।
রণহেতু চলি গেল কৃষ্ণপুর গ্রামে॥
তথা দুই দলে ঘোর হইল সমব।
দুই দলে কটক মারল বহুতর॥
হরনাথ যেন মামুদ তকি জমাদার।
জয়সিংহ হাজারী উদযচন্দ্র আর॥
ই সকল কল্যাণ সাগর পারে গিয়া।
করিল বিষম রণ প্রাণ উপেক্ষিয়া॥
দক্ষিণ কিল্লাতে রণমর্দ্দন নারায়ণ।
বিষম সাহস করি আরম্ভিল রণ॥
দুই দলে তীর গুল্লি করয়ে সন্ধান।
ঠাই ঠাই দুই দলে দাগয়ে কামান॥

দুই দলে রণবাদ্য বাজে খানে খানে।
ধ্বজ সব ঠাই ঠাই হিলায় পবনে॥
দুই দলে কটক মরয়ে ঠাই ঠাই।
জয় কিবা পরাজয় দুই দলে নাই॥
এই মতে মহারণ করি দুই দলে।
যার যে শিবিরে চলি গেল সন্ধ্যাকালে॥
যার যে শিবিরে থাকি রজনী বঞ্চিল।
রজনী প্রভাতে পুনি সমরে সাজিল॥
স্নান পূজা যার যেই করি সমাপন।
পুনি দু দলে আরম্ভিল মহারণ॥
কিল্লার পশ্চিমে আর উত্তরে দক্ষিণে।
উপস্থিত হইল সৈন্য সমর কারণে॥
তীর গুল্লি দুই দলে করে বরিষণ।
গড়েতে ঠেকিয়া শব্দ উঠে ঠন ঠন॥
দুই দলে কামান দাগয়ে ঘন ঘন।
কামানের ধুয়া উঠি ছাইল গগন॥
দিবসে রজনী জ্ঞান ধুয়ার কারণ।
কামানের নাদে জিনে মেঘের গর্জ্জন॥
মার মার দুই দলে বলে যুদ্ধাগণে।
জয় পরাজয় নাই পায় কোন জনে॥
আড়াই প্রহর ব্যাপি ছিল মহারণ।
দুই দলে বহুল মরিল যুদ্ধাগণ॥
কিল্লার উত্তর ভাগে জয়সিংহ ছিল।
তার বেরাদরী সব অনেক মরিল॥
দেখি জয়সিংহ মহা হতাশ হইয়া।
তথা হতে ভঙ্গ দিল সমর ত্যজিয়া॥

কসবাতে ত্রিপুরার পরাজয়

এই ছিদ্র পাইয়া রাম শঙ্করের সেনা।
শিবিরেতে প্রবেশ করিল কত জনা॥
কালিকা মন্দির পাশে নবপতি আছে।
জয়সিংহ হাজারী গেলেন তান কাছে॥
তার পাছে আর আর য৺ যুদ্ধাগণ।
সকল মিলিল গিযা তথাতে রাজন॥
সবে মিলি রাজাতে করিল নিবেদন।
সমর সময় আর নহে এখন॥
শিবিরেতে প্রবেশ করিস পরদলে।
এখানে থাকিতে যুক্ত নহে এই কালে॥
ঈশ্বর ইচ্ছাতে জান জয় পরাজয়।
পুনি জয দিব হরি হইলে সদয়॥
শুনি নরপতি চলে শিবির ছাড়িয়া।
ভাতুঘর গ্রামে উপস্থিত হৈল গিযা॥
তথা হতে ব্রাহ্মণ বাডিযা গ্রামে গেল।
এথা কসবাতে রামশঙ্কর রহিল॥
জয় পাইয়া তুষ্ট হৈয়া সে রামশঙ্কর।
নবাবের ঠাই পত্র পাঠায সত্বর॥

চট্টগ্রামে ইংরাজের আবির্ভাব

হেনকালে বহুতর সৈন্য সঙ্গে করি।
ইংরাজে চাটিগ্রাম লইলেক ঘিরি॥
হাড়ি বিলিশ নামে সাহেব আসিয়া।
মামুদ রোজা খাঁকে দিল খেদাইয়া॥
চাটিগ্রাম দেশ ইংরাজ বসাইল।
কসবা থাকিয়া রামশঙ্করে শুনিল॥

বার্ত্তা শুনি সৈন্য সনে সে রামশঙ্কর।
দ্রুত গতি গেল চাটিগ্রামের সহর ॥
উজির উত্তর সিংহ ছিল তার পাশে।
তাহাকে লইয়া গেল চাটিগ্রাম দেশে ॥

কসবাতে পুনঃ রাজকার্য

ব্রাহ্মণ বাড়িতে থাকিয়া নরপতি।
ই সকল সংবাদ শুনিল যত ইতি ॥
বার্ত্তা শুনি পুনি রাজা কসবা অসিয়া।
আরম্ভিল রাজকার্য্য মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
লোকে বলে ই কেমন মহিমা রাজার।
এমত প্রবল শত্রু গেল ছারখার ॥
তবে কৃষ্ণমাণিক্যেয় আনিয়া পাত্রগণ।
যার যেই কার্য্যেতে করিল নিযোজন ॥
তথা ইংরাজ চাটিগ্রামেতে আসিয়া।
লইলেক চাটিগ্রাম আমল করিয়া ॥

ইংরাজ এল কসবা

সৈন্য সমে মাতিছ সাহেবে তাবপরে।
চলিলেক রোশনবাদেতে আসিবারে ॥
হাড়িবিলিশ সাহেব রহিল চাটিগ্রামে।
মাতিছ সাহেব আসিলেক সৈন্য সমে ॥
কসবা গ্রামেতে থজিসিলা সন্নিহিত।
সাহেব রহিল আসি কটক সহিত ॥

রাজা ছাড়লেন কসবা

তাহা দেখিয়া মহারাজ কসবা ছাড়িয়া।
সিঙ্গারবিল নাম গ্রামে রহিলেক গিয়া ॥

মাতিছ সাহেবে শুনিয়া সমাচার।
নৃপতিকে আশ্বাস করিল মিলিবার।।
তিনকড়ি ঠাকুর ঠাকুর গোবর্দ্ধন।
জয়দেব রায় আর এই দুই জন।।
সিঙ্গার বিলেতে ছিল রাজার সহিতে
রহে গিয়া গেল মেহার সিংহের বাড়ীতে।।
সাহেব আশ্বাসে রাজা হৈয়া হরষিত।
মণিঅন্ধ গ্রামে আসি হৈল উপস্থিত।
বার্ত্তা শুনি মাতিছ সাহেব তার পরে।
দেওয়ানকে পাঠাইল আগুবাড়ি বারে।।
তবে মহারাজা সেই দেওয়ান সহিত।
কসবা গ্রামেতে আসি হৈল উপস্থিত।।

কসবাতে ইংরাজ ও রাজার সাক্ষাৎ

আসিছিল সহিতে ঠাকুর জয়দেব।
তানে সঙ্গে করি গেল যথাতে সাহেব॥
নৃপতিকে দেখিয়া সাহেব তুষ্ট হৈল।
আপন উঠিয়া আসি আগুবাড়ি নিল॥
প্রিয়বাক্যে আশ্বাস করিল বহুতর।
পাইয়া আশ্বাস তুষ্ট হৈল নৃপবর॥
রামশঙ্করের সঙ্গে গিয়া চাটিগায়।
উজির উত্তর সিংহ আছিল তথায়॥
তথা গিয়া সাহেবের সহিতে মিলিল।
রাজপাত্র জানিয়া সাহেবে আশ্বাসিল॥
তারপরে উজিরকে লইয়া সহিতে।
মারিয়ট সাহেব আসিল কসবাতে॥
মাতিছ সাহেব যথা আছে কসবায়।
মারি অট সাহেব যে রহিল তথায়॥

আসিল নৃপতি সেই সাহেব নিকটে।
বহুল মর্য্যাদা করিলেক মারি অটে॥
তারপর সে দুই সাহেব তথা হতে।
নৃপতি সহিতে আসিলেক কুমিল্লাতে॥
দিন কত কুমিল্লাতে থাকি সৈন্য সমে।
মাতিছ সাহেব পুনি গেল চাটি গ্রামে॥
মারিরট সাহেব রহিল কুমিল্লায়।
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যেও রহিল তথায়॥

১৭৬১ সনে মণিচন্দ্রের মৃত্যু

সেইকালে মণিচন্দ্র নাজির মরিল।
কুমিল্লা থাকিয়া মহারাজায় শুনিল॥
অভিমন্যু নাম তান কনিষ্ঠ সোদর।
তাহাকে আদেশিয়া আনিল নৃপবর॥
কার্য্য উপযুক্ত সেই জনের যে রীতি।
প্রভুভক্ত পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত বটে রণে মহাধীর।
নৃপতি আদেশে সেই হইল নাজির॥
নাজিরিতে নিযুক্ত হইয়া কৌতুহলে।
নিয়মিত কার্য্য করে ঠেকেক না টলে॥
মারিয়ট সাহেব আছিল কুমিল্লায়।
মাস চারি পাঁচ পরে গেল চাটিগায়॥
তারপরে উদয়পুরেতে গেল রাজা॥
তথা গিয়া কালীকা দেবী করিলেক পূজা॥
উজির উত্তর সিংহ জয়দেব রায়।
গোবর্দ্ধন ঠাকুর রহিল কুমিল্লায়॥
রুচিদর্প নারায়ণ নৃপতি আদেশে।
থানাদার আছিল দক্ষিণ শিক দেশে॥

দক্ষিণ শিকে আবদুল কর্তৃক উপদ্রব

হেনকালে আবদুল রজক দুরাচার।
সৈন্য সঙ্গে আইল পুনি রণ করিবার॥
দক্ষিণ শিকেতে আসি হৈল উপস্থিত।
তথা যুদ্ধ হৈল লুচিদর্পের সহিত॥

ত্রিপুরার পরাজয়

রণে ভঙ্গ দিয়া লুচিদর্প নারায়ণ।
কুমিল্লাতে আসিবারে করিল গমন॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া জয়দেব যে কবরা।
যাইতে দক্ষিণ শিক চলে অতি ত্বরা॥
পথে দেখে আইসে লুচিদর্প নারায়ণ।
শুনিল তাহার ঠাই রণ বিবরণ॥
লুচিদর্প নারায়ণ পুনি পথ হতে।
ফাল্গুন করায় গেল ঠাকুর সহিতে॥
উদয়পুরেতে তথা থাকি নরপতি।
বার্ত্তাশুনি কুমিল্লা আসিল শীঘ্রগতি॥
কুমিল্লা আসিয়া সব সংবাদ শুনিয়া।
ফুলতলী নামে গ্রামে রহিলেক গিয়া॥
জয়দেব রায় লুচিদর্প নারাযণ।
সৈন্য সঙ্গে খণ্ডলে গেলেন দুইজন॥
তথা ছিল আবদুল রজক তনয়।
নামেতে সদর গাজি অতি দুরাশয়॥
সমসের গাজির তরাগের চারিপারে।
রহিছিল কিল্লা করি যুদ্ধ করিবারে॥

খণ্ডলে যুদ্ধ

জয়দেব রায় লুচিদর্প নারায়ণ।
সৈন্য সমে খণ্ডলে গেলেন দুই জন॥
সদর গাজির সেনা আছিল কেল্লায়।
তারা দুই জনে গিয়া হানা দিল তায়॥
দুই দলে মহারণ বাজিল তখন।
কামান বন্দুক তীর পরে ঘন ঘন॥
কত কত যুদ্ধা খড়গ চর্ম্ম হাতে লৈয়া।
পরস্পরে প্রহার করয়ে আগু হৈয়া॥
সদর গাজির সৈন্য মরিল বিস্তর।
দেখিয়া সদর গাজি হইল ফাফর॥
হতাশ হৈয়া অবশিষ্ট সৈন্য লৈয়া।
শিবির ছাড়িয়া দিয়া গেল পলাইয়া॥

খণ্ডলে ত্রিপুরার জয়

ভাগিল সদর গাজি খণ্ডল ছাড়িয়া।
আবদুল রজক কাছে বার্ত্তা কহে গিয়া॥
শুনিয়া বৃত্তান্ত সেই দূতের মুখেতে।
ভঙ্গ দিয়া গেলেক দক্ষিণশিক হতে॥
খণ্ডল দক্ষিণ শিক দেশে পুনর্ব্বার।
অধিকার হৈল কৃষ্ণমাণিক্য রাজার॥
লুচিদর্প নারায়ণ কটক সহিতে।
পুনর্ব্বার চলি গেল দক্ষিণ শিকেতে॥
তথা গিয়া সমসের গাজির বাড়ীতে।
রহিল শিবির করি কটক সহিতে॥
ছাগলনাইয়া গ্রামেতে শিবির করিয়া।
রহে জয়দেব রায় কটক লইয়া।

তারপরে মহারাজা ছাড়ি ফুলতলি।
পুনরপি কসবা গ্রামেতে গেল চলি॥

দক্ষিণ শিকে আবদুল কর্তৃক উপদ্রব

আবদুল রজকে পুনি কতদিন পরে।
আসিল কটক সঙ্গে রণ করিবারে॥
হাজার তিনেক সৈন্য লইয়া সঙ্গতি।
পুনি রণ করিতে আসে দুষ্টমতি॥
লুচিদর্প নারায়ণ শিবিয়ে আছিল।
আবদুল রজকে আসি তাহাকে ঘিরিল॥
বার্ত্তা শুনি জয়দেব রায় তত্তক্ষণে।
আগু হৈল সৈন্য সঙ্গে সমব কারণে॥
ডোমন গাজির তড়াগেব পারে গিয়া।
আরম্ভ কবিল রণ ভবানী স্মরিয়া॥
দেখি লুচিদর্প নারায়ণেও তখনে।
সৈন্য সঙ্গে আগু হৈল সমর কারণে॥
দুই দিগে থাকি দুই জনে করে রণ।
কামান বন্দুক তীর এড়ে ঘন ঘন॥
কেহ কেহ খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া আগু হৈয়া।
মারিল অনেক সৈন্য সাহস করিয়া॥

আবদুলের পরাজয়

আপনার সৈন্য দুই দিগে হয় নাশ।
আবদুল রজকে দেখি হইল হতাশ॥
বন্দুক আঘাতে কেহ ত্যজিল শরীর।
কতজন মরিল শরীরে পশি তীর॥
খড়্গাঘাতে কেহ কেহ ত্যজিল জীবন।
অবশিষ্ট কটকে পলায় ত্যজি রণ॥

পাছে পাছে তা সবাকে নেয় খেদাইয়া।
কেহ কেহ মরে ফেণী নদীতে পড়িয়া ।।
এইরূপে বহু সৈন্য হইল সংহার
আবদুল রজকে ভাগি গেল পুনর্ব্বার ।।
জয়দেব রায় লুচিদর্প নারায়ণ।
দক্ষিণশিকেতে রহিলেক দুইজন ।।

মুর্শিদাবাদ থেকে মহাসিংহ আগত

ফৌজদার হৈয়া তবে কতদিন পরে।
আসিলেক মহাসিংহ কুমিল্লা নগরে ।।
আসিল মাখনলাল তাহার সহিতে।
সেহ আসি তখনি রহিল কুমিল্লাতে ।।
তবে লুচিদর্প আর জয়দেব রায়
সৈন্য সমে দুই জন আসিল কুমিল্লায় ।।
তথা আসি দুইজন থাকি দিন কতি।
কসবা আসিল পুনি যথা নরপতি ।।
তারপরে সে মাখনলাল কসবায়।
উপস্থিত হৈল আসি নৃপতি যথায় ।।
মাখনলালকে নরপতি যে তখন।
নায়েবি কার্য্যেতে করিলেক নিয়োজন ।।
কুমিল্লা আসিয়া সেই মহাসিংহ পাশে।
আরম্ভিল রাজকার্য্য নৃপতি আদেশে ।।

আগরতলায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা

তারপরে রাজা গেল আগড়তলায়।
বসতি কারণে পুরী করিল তথায় ।।
তারপরে পাত্রগণে রাজার আদেশে।
নির্ম্মাইল নগর আগড়তলা দেশে ।।

কুকি কর্ত্তৃক রাজকর বন্ধ

হেনকালে কতগুলি কুকি পর্ব্বতিয়া।
রাজকর নাহি দেয় দ্বন্দিয়া হইয়া॥
সেই হেতু নরপতি করিল আদেশ।
গোবর্দ্ধন ঠাকুর যাইতে কুকি দেশ॥
ভদ্রমণি সেনাপতি আর গোবর্দ্ধন।
কুকির দমন হেতু করিল গমন॥
গোমতী নদীর কূলে শিবির করিয়া।
সৈন্য সমে দুইজন রহিলেক গিয়া॥

কুকি দমন

তারপরে যে যেখানে আছে কুকিগণ।
সেই সেই স্থানে গিয়া করিল দমন॥
কাব রাঙ্গ কণ্ড খুঙ্গ আদন প্রভৃতি।
করিল আপনা বশ কুকি যত ইতি॥
পূর্ব্বমত ভেট আনি দিল কুকিগণে।
পাঠাইল ভেট নরপতি বিদ্যমানে॥
তারপরে নরপতি আসিল কসবায়।
পুরীতে রহিল আসি উপর কিল্লায়॥

ব্রহ্মদেশ অভিমুখে ইংরাজের অভিযান

হেনকালে সৈন্য সমে চাটিগ্রাম হতে।
হাড়িবিলিস সাহেব আসিল কসবাতে॥
ব্রহ্মার দেশেতে গিয়া করিতে বিজয়।
সজ্জ হইয়া চলিছি লইয়া সৈন্যচয়॥

স্মলটিন্ সাহেব আসিল কাপ্তান্।
লপ্টন ইষ্টবিল সহিতে তাহান॥
আষ্টজন ইংরাজ এসব প্রভৃতি।
কসবায় আসিল যথায় নরপতি॥
গকুল ঘোষাল সাহেবের দেওয়ান।
তা সবার সঙ্গে ছিল ব্রাহ্মণ প্রধান॥
কতগুলি ঘোড়া আর কতেক সিপাই।
চলিছে সাহেব সঙ্গে লেখাযোখা নাই॥
হাডিবিলিস সাহেব এসব সঙ্গে করি।
উপস্থিত হইল যদি কসবা নগরী॥
রাজা আসি সাহেবের সহিতে মিলিল।
নৃপতিকে দেখিয়া সাহেব সম্ভাষিল॥
ইষ্টালাপ পরস্পরে ছিল বহুতর।
তারপরে গেল রাজা আপনার ঘর॥
আনাইয়া ভক্ষণ সামগ্রী বহুতর।
সাহেব নিকটে পাঠাইল নৃপবর॥

কসবায় দোলযাত্রা

দোলযাত্রা উপস্থিত হইল তখন।
করিলেক নৃপতি তাহার আয়োজন॥
বিধিমত দোলযাত্রা করি সমাপন।
পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ॥
ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ।
রাজপুরে গেল হুলি খেলার কারণ॥
সভাতে বসিল গিয়া রাজার বিদিত।
আতর গোলাপ গন্ধে সভা আমোদিত॥
সুগন্ধি আবির চূর্ণ আনি ভারে ভারে
পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝার॥

পাত্রগণ সহিতে বসিল মহারাজ।
হাডিবিলিস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ॥
সবে মিলি বসি তথা খেলাইল হুলি।
ফল্গুচূর্ণ পরস্পরে অঙ্গে মারে মেলি॥
সুললিত নানা বাদ্য চতুর্দ্দিগে বাজে।
নর্ত্তকী সকল নাচে মনোহর সাজে॥

ইংরাজের সহিত জয়দেব ও লুচিদর্প গেলেন

এই মতে হুলি খেলা যত নির্ব্বাহিল।
নরপতি পাশে তবে সাহেবে কহিল॥
ব্রহ্মার দেশেতে আমি করিব গমন।
লইব যে সেই রাজ্য করিয়া দমন॥
আমার সহিতে যদি চলহ আপনে।
অবশ্য জিনিব রণে লয় মোর মনে॥
অতএব মোর সঙ্গে চল নরপতি।
শুনিয়া নৃপতি কহে সাহেবের প্রতি॥
রাজকার্য্য ছাড়ি আমি না পারি যাইতে।
মুখ্য এক পাত্র দিব তোমার সহিতে॥
মন্ত্রণাতে মন্ত্রি বটে সংগ্রামে বিক্রমী।
যার বলে সমরে বিজয় পাই আমি
প্রাণের কাতর নহে সমরে পশিলে।
কদাচিত বিমুখ না হয় কোন কালে॥
আমার দক্ষিণ বাহু জয়দেব রায়।
তাহাকে সহিতে নেও দিলাম তোমায়॥
ভাল বলি তুষ্ট হৈয়া কহিল সাহেবে।
তা সবের সহিতে চলিল জয়দেবে॥

তান সঙ্গে চলে লুচিদর্প নারায়ণ।
প্রণমিয়া নৃপতিকে চলে দুইজন ॥
ফাল্গুনের আটাইশ দিনে তথা হতে।
চলিলেক দুইজন সাহেব সহিতে ॥
হিড়িম্ব দেশেতে গিয়া উপস্থিত হইল।
শুনি রাজা রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল ॥
খাসপুরে নিজপুরী আপনি পুড়িয়া।
পরিবার সমে বনে গেলেন ছাড়িয়া ॥
হাড়িবিলিস সাহেব রহিল সেই দেশে।
জয়দেব ঠাকুর রহিল তান পাশে ॥

খোয়াই থেকে আগরতলা
এল রাজপরিবার

এথা নরপতি পুরী করিয়া প্রস্তুত।
আনিবারে পরিবার পাঠাইল দূত ॥
খোয়াই নদীর কূলে ছিল পরিবার।
তথা গেল দূত তা সবাকে আনিবার ॥
রানী সমে পরিবার তখনি চলিল।
আগরতলাতে আসি উপস্থিত হৈল ॥
নিজপুরে প্রবেশ করিয়া শুভক্ষণে।
বসতি করয়ে তথা আনন্দিত মনে ॥
ত্রিপুর বর্গের আর পরিবার যত।
আগরতলা এসব হৈল উপস্থিত ॥
প্রবেশ করিয়া যার যার নিজপুরী।
করয়ে বসতি রাজ আজ্ঞা অনুসারি ॥
তবে রাজা বৃন্দাবন চন্দ্রের কারণ।
দিব্য এক দেবালয় কারল নির্ম্মাণ ॥

বৃন্দাবন চন্দ্র তাতে করিয়া স্থাপিত।
পূজা হেতু ব্রাহ্মণ করিল নিয়োজিত॥
উদাসি বৈষ্ণব তথা থাকে শতে শতে।
রাত্রি দিবা হরি সংকীর্ত্তন হয় তাতে॥

মীর কাশিমের দেওয়ান বৃন্দাবন

হিড়িম্ব দেশেতে তথা সাহেব আছয়।
তথা গিয়া তার ঠাই দূতে বার্তা কয়॥
নবাব আছয়ে জান কাসিমালী খান।
বৃন্দাবন নামে আছে তাহার দেওয়ান॥

বৃন্দাবন কর্ত্তৃক ঢাকা লুঠ

মুরশিদাবাদ হতে ঢাকায় আসিয়া।
কোম্পানীর কুঠি সব লইছে লুটিয়া॥
হাড়িবিলিস সাহেবে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া।
সুলটিন সাহেবকে দিল পাঠাইয়া॥
সৈন্য সঙ্গে সুলটিন ঢাকায় আসিয়া।
জিনিল নবাব সৈন্য সমর করিয়া॥

নবাব সৈন্য বিতাড়িত

তথা হতে পুনি মুরশিদাবাদে গেল।
তথা গিয়া কাসিমালী খানকে জিনিল॥
নবাব পলাই গেল হারি পাই লাজ।
বাঙ্গলার অধিপতি হৈল ইংরাজ॥
হাড়িবিলিস সাহেব হিড়িম্ব দেশ হতে।
আসিলেক জয়দেব ঠাকুর সহিতে॥
সৈন্য সঙ্গে চাটিগ্রামে সাহেব চলিল।
আপনা ভবনে জয়দেব রায় গেল॥

কুকি বিদ্রোহ

পথে আসি রহে লুচিদর্প নারায়ণ।
থুচুঙ্গ কুকির সনে করিবারে রণ ॥
ছন্দিয়া হইয়া কুকি নাহি দেয় কর।
সে হেতু সে সব সনে করিল সমর ॥
রণে পরাজয় হৈয়া সেই কুকিগণ।
পূর্ব্ব মত কর পুনি করিল অর্পণ ॥

কুকি দমন

জয় করি কুকি সব রাজকর লৈয়া।
লুচিদর্প নারায়ণ আসিল চলিয়া ॥
তারপরে আশ্বিন মাসেতে দুর্গাপূজা।
পরমানন্দে করিলেক মহারাজা ॥

যুবরাজ পদে হরিমণি

হরিমণি ঠাকুরকে আনিয়া তখন।
যুবরাজ কার্য্যেতে করিল নিয়োজন ॥
রাজচিহ্ন সূত্র দিল দিব্য আভরণ।
যুবরাজি খিলায়ত অপূর্ব্ব বসন ॥
যুবরাজ হইল ঠাকুর হরিমণি।
বিপ্রগণ মিলিয়া করিল বেদধ্বনি ॥
নৃত্যগীত নানা বিধ মঙ্গল যতেক।
করিল মহোৎসব লিখিব কতেক ॥
যেন রাজা তেমনি হইল যুবরাজা।
শুনি হরষিত হইলেক সব প্রজা ॥

ক্ষমতাসীন ইংরাজের সহিত মিত্রতা

তারপরে জয়দেব ঠাকুরকে আনি।
যাইবারে চাটিগ্রামে কহে নৃপমণি ॥
ইংরাজ হইল বাঙ্গলার অধিকার।
এবে এই দেশ জিনে করিব তাহার ॥
হাড়িবিলিসের কাছে তুমি চলি যাও।
এই সমাচার গিয়া তাহাকে জানাও ॥
নৃপতি আদেশ পাইয়া জয়দেব রায়।
চাটিগ্রামে গেল হাড়িবিলিস যথায় ।।
দেখিয়া সাহেব তাকে করি সম্ভাষণ।
বহুল মর্য্যাদা করি দিলেক আসন ।
ইষ্টালাপ পরস্পরে করিয়া তথায়।
আপনার কার্য্য কথা কররা জানায় ॥
শুনিয়া সাহেব বহু দিলাসা করিয়া।
প্রিয়বাক্য বহুল কহেন আশ্বাসিয়া ॥
নৃপতিকে কহিবা আমার নমস্কার।
যথা তথা পক্ষ আমি থাকিব রাজার ॥
সাহেব মুখেতে শুনি আশ্বাস বচন।
তথা হতে জয়দেব করিল গমন।
নৃপতির পাশে আসি সংবাদ কহিল।
সমাচার শুনি মহারাজ তুষ্ট হৈল ॥
মহাসিংহ ফৌজদার ছিল কুমিল্লায়।
তৈগির হইয়া সেই গেলেন ঢাকায় ॥
এইরূপে করে রাজা রাজ্যের পালন।
এবে আর এক কথা করিব বচন ॥

মাহাম্মদ কর্তৃক উদয়পুর আক্রান্ত

ভদ্রমণি সেনাপতি গোবর্দ্ধন রায় ।
পর্ব্বতে কিরাত দেশে আছয়ে থানায় ।।
আবদুল রজকে তাহা করি অন্বেষণ ।
তথা পাঠাইল সৈন্য করিবারে রণ ।।
জমাদার এক শাহ মাহাম্মদ নাম ।
তথা পাঠাইল তাকে করিতে সংগ্রাম ।।
সৈন্য সঙ্গে সেই জমাদার তথা গিয়া ।
আরম্ভিল মহাযুদ্ধ প্রাণ উপেক্ষিয়া ॥
গোমতী নদীর তীরে ছিল গোবর্দ্ধন ।
কিল্লাতে থাকিয়া তথা আরম্ভিল রণ ॥

মাহাম্মদ পরাস্ত

আবদুল রজক সৈন্য হৈল পরাজয় ।
ভঙ্গ দিল শাহ মামুদ পাইয়া ভয় ॥
বহুতর সৈন্য তার গেল যম ঘর ।
অবশিষ্ট পলাইল হইয়া কাতর ॥

আবদুল কর্তৃক দক্ষিণ শিক আক্রান্ত

পুনরপি আবদুল রজকে ভাবি মনে ।
আসিল দক্ষিণশিকে সমর কারণে ॥
দূত মুখে নরপতি শুনি এই কথা ।
মাখনলালকে পাঠাইয়া দিলেন তথা ।।
সৈন্য সঙ্গে মাখনলাল চলি গেল ।
আবদুল রজকের সৈন্য পরাজয় হৈল ।।
ভঙ্গ দিল শাহ মামুদ পাইয়া ভয় ।
বহুতর সৈন্য তার গেল যমালয় ।।

পুনরপি আবদুল রজকে ভাবি মনে।
আসিল দক্ষিণশিকে সমর কারণে ॥
দূত মুখে নরপতি শুনি এই কথা।
মাখনলালকে পাঠাইয়া দিল তথা ॥
সৈন্য সঙ্গে মাখনলাল চলি গেল।
আবদুল রজক সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
তথা দুই দলে রণ প্রচুর হইল।
গ্রন্থ বাড়ি যায় দেখি তাকে না লিখিল ॥

আবদুল পরাস্ত

অনেক দিবস যুদ্ধ তথাতে করিয়া।
আবদুল রজক পুনি গেল ভঙ্গ দিয়া ॥
ভোজপুরে গিয়া রহিল দুষ্টমতি।
তথা থাকি নানা ঠাই করয়ে ডাকাতি ॥
ডাকাতি করিতে ধরা গেল সেই কালে।
মুরশিদাবাদেতে নিল বান্দি হাতে গলে ॥
তথা তাকে তোপে ধরি বধিল পরাণে।
গেল সেই পাপমতি শমন ভবনে ॥

উত্তর সিংহের মৃত্যু

তারপরে যে হইল শুন তার কথা।
উজির উত্তর সিংহ নারায়ণ এথা।
আয়ুশেষে বিধিবশে ত্যাজল জীবন।
উজির করিব কারে চিন্তয়ে রাজন ॥
বিমল কুলেতে জন্ম যে জনার হয়।
দেবেতে দ্বিজেতে ভক্তি যাহার থাকয় ॥
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত হয়, হয় ধর্ম্মেতে মতি।
প্রজার পালন জানে, জানে রাজনীতি ॥

শিষ্টের রক্ষণ জানে দুষ্টের দমন।
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে সুজন দুর্জন॥
সভা উপযুক্ত কথা কহিবারে জানে।
কাব্যেতে রসিক হয় পরাক্রমি রণে॥
প্রিয়বাণী কহে হয প্রিয় দরশন।
সাধয়ে প্রভুর কার্য্য করি প্রাণপণ॥
বিপদে চঞ্চল নহে থাকয়ে সুস্থির।
হেনজনে হইবারে উচিত উজির॥
বিবেচিয়া নরপতি করিলেক স্থির।
জয়দেব ঠাকুরকে করিতে উজির॥

উজিরপদে জয়দেব

হরিমণি যুবরাজ আর পাত্রগণ।
সকলের সঙ্গে রাজা করে বিবেচন॥
নরপতি ইসবের জানি অভিমত।
জয়দেব ঠাকুরকে দিল খিলায়ত॥
জয়দেব রায় যদি উজির হইল।
শুনি অতি প্রীতি প্রজা সকলে পাইল॥
তারপরে ভদ্রমণি রাযকে রাজন।
দেওযানী কার্য্যেতে করিলেন নিয়োজন॥
নানাগুণযুত সেই সদা ধর্ম্মমতি।
দেওয়ান হইল ভদ্রমণি সেনাপতি॥

১৬৮৭ শকে দীঘি উৎসর্গ

তারপরে সুরনগরেতে নৃপমণি।
খনায় কালিকাগঞ্জে দুই পুষ্করিনী॥
সেই দুই পুষ্করিনী প্রতিষ্ঠা কারণ।
নিমন্ত্রিয়া আনি নানা দেশী দ্বিজগণ॥

ভূমি বস্ত্র অন্ন জল কাঞ্চন রজত।
করিল যতেক দান কহি তাহা কত ॥
রজত কাঞ্চন দিব্য বসন ভূষণ।
দিল রাজা ব্রাহ্মণেরে প্রতি জনে জন ॥
ভক্ষ দ্রব্য নানা মত দিল আর যত।
গ্রন্থ বাড়ি যায় তাহা লিখিব যে কত ॥
আপনে বসিয়া রাজা আর রাজরাণী।
উৎসর্গিল দুইজনে দুই পুষ্করিনী ॥
দিবারাত্রি মহোৎসব বাদ্য নৃত্য গীত।
দেখিয়া সকল লোক হয় পুলকিত ॥
শক ষোল শত সাতাশি শক বৎসরেতে।
প্রতিষ্ঠা করিল বাপী ফাল্গুন মাসেতে ॥

অশুভ আঁতাত

নামে মাহাম্মদ আলী খাঁন হেন কালে।
ফৌজদার হইয়া কসবাতে মিলে ॥
হেনকালে ইংরেজ চাটিগ্রাম হতে।
সাহেব ময়ুর নামে আসিল তথাতে ॥
ফৌজদার মাহাম্মদ আলী খাঁন তথা।
সাহেব সহিতে গিয়া হইল একতা ॥
ময়ুর সাহেব আর মাহাম্মদ আলী।
মন্ত্রণা করিল তারা দুইজন মিলি ॥
সমর করিয়া নৃপতিকে পরাজিয়া।
লইতে রোশনাবাদ আমল করিয়া ॥
কপট করিয়া তারা দূত পাঠাইল।
দূতে গিয়া কটু কথা রাজাকে কহিল ॥
দূতে বলে মহারাজা করি নিবেদন।
কহিয়াছে ফৌজদারে যে সব বচন ॥

বীরধর ঠাকুর ভাগিনা আপনার।
তাহাকে পাঠাইয়া দেও নিকটে আমার ॥
কারবারিগণ দেও তাহার সহিতে।
এসব সহিতে যাব আমি কুমিল্লাতে ॥
তথা গিয়া রাজকার্য্য করিবেক তারা।
নিয়মিত কর দিব লইব আমরা ॥
তা শুনিয়া নৃপতি না জানি কপট।
পাঠাইল কারবারি তাহার নিকট ॥
বীরধর ঠাকুর নৃপতি আদেশে।
উপস্থিত হৈল গিয়া ফৌজদার পাশে ॥
ভদ্রমণি দেওয়ান আসিল সহিত।
মাহাম্মদ আলী পাশে হৈল উপস্থিত ॥
আছিল লস্কর হাড়িধন কুমিল্লায়।
ফৌজদারে তাহাকে আনিল তথায় ॥
বীরধর ঠাকুর লস্কর হাড়িধন।
দেওয়ান আর যত কারবারিগণ ॥
ইসবেরে বন্দি করি রাখিয়া ফৌজদার।
করিল সন্ধান তথা যুদ্ধ করিবার ॥
মন্ুর সাহেব আর মাহাম্মদ আলী।
করিল সমর সাজ দুইজনে মিলি ॥

যুদ্ধ

তা দেখিয়া শ্রী কৃষ্ণমাণিক্য মহাশয়।
করিতে সমর মনে করিল নিশ্চয় ॥
যুদ্ধ হেতু সাজাইয়া আপনার সেনা।
রাত্রিতে করিতে যুদ্ধ করিল মন্ত্রণা ॥
সে রাত্রিতে স্বপ্ন মহারাজায় দেখিল
জননীর বেশে আসি ভবানী কহিল ॥

আজি রাত্রি যুদ্ধ করি না পাইবা জয়।
কাল যুদ্ধ করি জয় পাইবা নিশ্চয় ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাত্রি না করিল রণ।
পর রজনীতে রণ হৈল আরম্ভন।
যেই রূপে মহারাজা করিল সমর।
বিস্তারিয়া কহি তাহা শুন নৃপবর ॥

লাচাড়ি

কালীকা নিকটে আসি, নৃপতি আপনে বসি
যুদ্ধাগণ করে নিয়োজন।
নৃপতি আদেশ পাইযা, যুদ্ধ হেতু সজ্জ হৈয়া
সমরে চলিল যুদ্ধাগণ ॥
চলিল মনসারাম, ছদিয়াল মায়ারাম
হাজারী গোপাল সিংহ আর
ঠাকুর শ্রীআচ্ছুমণি, চলে স্মবি নারায়ণী
কমলার ডাগের পার।
বন্দুক কামান তীর, ধরি শতে শতে বীর
চলে সে সকলের সাহিত।
কেহ ছেল জাঠি লৈয়া, নৃপতিকে প্রণমিয়া
রণে চলে হইয়া সাবহিত ॥
কিল্লার উত্তর পথে, সঙ্গে যুদ্ধা শতে শতে
হাজারী সাহেবরাম চলে।
লাল সাহা জমাদার, ভাও সিং হাজারী আর
কল্যাণ সাগর পার মিলে ॥
কিল্লার দক্ষিণে চলে, রণ হেতু কৌতুহলে
মাহাম্মদ তকি জমাদার।
গৌরী প্রসাদ পালোয়ান, রণে হৈয়া আগুয়ান
গেল ধর্ম্ম সাগরের পার ॥

তিন দিগে এই মতে,　　গেল যুদ্ধা শতে শতে
কিল্লাতে রহিল নরপতি।
দেখি পর সৈন্যগণ,　　চলিল করিতে রণ
নানা অস্ত্র ধরি দ্রুতগতি ॥
দেখা দেখি দুই দলে,　　হইয়া সমর স্থলে
করে রণ নানা অস্ত্র জুড়ি।
বন্দুক কামান তীর,　　এড়ে শত শত বীর
নিশা অবশেষ চারি ঘড়ি ॥
কেহ ছেল জাঠি লইয়া　　করে রণ আগু হৈয়া
কার হাতে চলে তলোয়ার।
বন্দুক কামান গুল্লি,　　শতে শতে যায় চলি
আকাশেতে বিদ্যুৎ আকার।
কামান বন্দুক ধূনে　　অন্ধকার রণভূমে
তামসী নিশির শেষ তাতে।
অন্ধকার হৈল ঘোর,　　না চিনে আপনা পর
কটক মরয়ে শতে শতে ॥
এই মাত দুই দলে,　　হৈল রণ রাত্রি কালে
আছুমণি ঠাকুর তখন।
বিষম সাহস করি,　　পরপক্ষ সৈন্য মারি
জয় করিলেক রিপুগণ ॥
রণে রিপু পরাজিয়া,　　অস্ত্র সব লুটি লৈয়া
চলি গেল নিকটে রাজার।
তা দেখি কতেক গোড়া,　　সমরে চলিল ত্বরা
আর এক চলে সুবেদার ॥
কামান বন্দুক লৈয়া,　　শিবির সমীপে গিয়া
সে সকলে আরম্ভিল রণ।
রাজা থাকি শিবিরেতে,　　এড়ে অস্ত্র শতে শতে
কামান বন্দুক তীরগণ ॥

কিল্লার উত্তর পথে, জয়করি সমরেতে
যুদ্ধাসব সমরে আসিল।
কিল্লার দক্ষিণে থাকি, তথা মাহাম্মদ তকি
বহুল কটক সংহারিল॥
তিন দিগে এই মত, নিজ সৈন্য হৈল হত
মাহাম্মদ আলীয়ে দেখিয়া।
সাহেব নিকটে গিয়া, কথা কহে বিষন্ন হৈয়া
এবে যুদ্ধে নাহিক যে জয়॥
আর কি বিজয় আশ, সব সৈন্য হৈল নাশ
বাকী মাত্র আছয়ে জীবন।
এবে যদি এথা থাকি, এহা না রহীব বাকী
রক্ষা নাই বিনে পলায়ন॥
হত শেষ নিজ সেনা, আছিল কতক জনা
সেই সব সহিতে লইয়া।
ময়ুর সাহেব সনে, অপমান ভাবি মনে
চলিলেক ঢাকা উদ্দেশিয়া॥
সমরে করিয়া জয়, রাজা নাহি তুষ্ট হয়
ভাগিনা তিনকড়ি রায়।
ভদ্রমণি দেওয়ান, ডাকে নিজস্থান
এহাতে না জানি কিবা হয়॥
প্রিয় ভৃত্য হাড়িধন, রিপু পাশে এইক্ষণ
আছে সেই দুইজন সনে।
রণে পরাজয় হৈয়া, দুরন্ত মোগল গিয়া
কিবা তা সবার মারে প্রাণে॥
তথা মাহাম্মদ আলি, ঢাকাতে গেলেন চলি
সে তিন জনাকে সঙ্গে নিল।
ময়ুর সাহেব সনে, অপমান ভাবি মনে
বলে অপর অযশ হইল॥

এথা যুদ্ধ জিনি রাজা, করিল কালীকা পূজা
দিয়া নানাবিধ উপহার।
শত্রুয়ে করিয়া সন্দি, ভাগিনা করিছে বন্দি
ভাবে কি উপায় হবে তার ॥

গৃহশত্রু বলরাম

এই মতে কতদিন যদি নির্ব্বাহিল।
তথা রাজা বলরাম উদ্যোগ করিল ॥
রাজা ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র সন্তান।
লইতে রোশনাবাদ করিল সন্ধান ॥
ছত্র মাণিক্যের পুত্র শ্রীউৎসব রায়।
রাজ্য ছাড়ি বাড়ী করি আছিল ঢাকায় ॥
রোশনাবাদের অধিকার হারা হৈয়া।
রহিল ঢাকায় নিজ পরিবার লৈয়া ॥
তাহান তনয় ছিল জয় নারায়ণ।
নামেতে জগতরাম তাহান নন্দন ॥
বলরাম নামে হৈল তাহান কুমার।
সে করিল যত্ন এই রাজ্য লইবার ॥
মনে মনে ভাবিয়া মন্ত্রণা করে সার।
হেন কাল আমি পুনি না পাইব আর ॥
তথা কৃষ্ণমণি রাজা সমর করিয়া।
মাহাম্মদ আলীকে দিছে খেদাইয়া ॥
তার সঙ্গে ময়ূর সাহেব ইংরেজ।
সেই পলাইছে রণে হারি পাইয়া লাজ ॥
ক্রোধে ইংরেজ সৈন্য যাইবেক পুনি।
অবশ্য হারিব রণে রাজা কৃষ্ণমণি ॥
পূর্ব্বে মোর পিতা গিয়া ইরাজ্য কারণ।
ধর্ম্ম মাণিক্যের সনে করিছিল রণ ॥

দেশ না হইল বশ আসিল হারিয়া।
হৃদয় বিদরে মোর সে কথা স্মরিয়া॥
এই ছিদ্রে উদ্যোগ করিব আমি এথা।
লইব রোশনাবাদ নাহিব অন্যথা॥
বলরামে মন্ত্রণা করিয়া এই মতে।
মুরশিদাবাদেতে গেল নবাব সাক্ষাতে॥
নবাব নিকটে করিলেক নিবেদন।
রোশনাবাদ রাজ্য লইতে কারণ॥
নবাবের ক্রোধ কৃষ্ণ মাণিক্যের প্রতি।
রাজা বলরামেরে দিলেক অনুমতি॥
যদি পার তুমি সেই রাজ্য লইবার।
তবে রাজ্য লহ গিয়া আদেশ আমার॥
নবাব আদেশ পাই আসি তথা হতে।
সাজাইল বহু সৈন্য সমর কারণে॥
তারপরে যুদ্ধ হেতু সঙ্গে করি সেনা।
কাদবা দেশেতে আসি করিলেক থানা॥
তোমা জ্যেষ্ঠ পিতামহ শ্রীধর্ম্ম মাণিক্য।
তাহান যতেক কীর্ত্তি কহিতে অশক্য॥
দিয়াছে দির্ঘিকা সব আছে দেশে দেশে।
নামে ধর্ম্ম সাগর সমস্ত লোকে ঘোষে॥
তাহান নাজির রাজকীর্ত্তি নারায়ণ।
গদাধর নামে ছিল তাহান নন্দন।
তোমা পিতামহে যবে শাসিল ধরণী।
সেই গদাধর ছিল নাজির তখনি॥
তাহান তনয় বলরাম নাম ছিল।
রাজা বলরাম সঙ্গে সে গিয়া মিলিল॥
তাকে দেখি তুষ্ট হৈল রাজা বলরাম।
নিয়োজন করিলেক করিতে সংগ্রাম॥

বলরাম ঠাকুর কটক সঙ্গে লৈয়া।
মির্জাপুরে রহে আসি শিবির করিয়া ॥
তান সঙ্গে যাদুমণি কবরা আসিল।
যুদ্ধাগণ সঙ্গে করি তথাতে রহিল ॥
হেনকালে যুদ্ধহেতু ইংরেজের সেনা।
দক্ষিণ শিকেতে আসি করিলেক থানা ॥
ময়ুর সাহেব হারি গিয়াছে আপনি।
তে কারণে রণ হেতু সৈন্য আইল পুনি ॥
এ তথ্য পাইয়া কৃষ্ণমাণিক্য রাজন।
করিল উদ্যোগ পুনি সমর কারণ ॥
আছুমণি ঠাকুরকে আনিয়া সাক্ষাতে।
নিয়োজিল রণহেতু দক্ষিণ শিকেতে ॥
ঠাকুর শ্রী আছুমণি রাজার আজ্ঞায়।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সমে গেল তিষিণায় ॥
জয়দেব উজির নৃপতির আজ্ঞায়
করিয়া সমর সজ্জ রহে কুমিল্লায় ॥
তারপরে বলরাম মির্জাপুর হনে।
কুমিল্লা আসিতে চলে সমর কারণে ॥
কৃপারাম হাজারী সৈন্যের আগে চলে।
নানাবিধ বাদ্য বাজে রণ কৌতূহলে ॥
সৈন্য সমে চলে নীলকণ্ঠ মজুন্দার।
যুদ্ধা সবে যুদ্ধদর্প করে বারে বার ॥
তথা হতে জয়দেব উজির তখন।
চলিল কটক সমে করিবারে রণ ॥
সহিতে চলিল ছদিয়াল মায়ারাম।
চলিল গোপাল সিংহ করিতে সংগ্রাম ॥
সাহেব রামঠাকুর কেশরী সিংহ আর।
রণ হেতু চলে শোভারাম জমাদার ॥

তীরন্দাজ খড়্গ চর্ম্ম সহিতে খাসিয়া।
বন্দুক কামান সঙ্গে চলে রায়বাশিয়া॥
উজির চলিল ই সকল সঙ্গে করি।
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের আজ্ঞা অনুসরি॥
উজিরের মাতুল হয়েন বলরাম।
সজ্জ হৈয়া আসিয়াছে করিতে সংগ্রাম॥
মাতুল সহিতে রণ করিব ভাগিনা।
প্রভুভক্ত দেখিয়া বাখানে সর্ব্বজনা॥
জয়দেব উজির যে কটক সহিত।
আমতলী গ্রাম গিয়া হৈল উপস্থিত॥
সৈন্য সমে তখনি ঠাকুর বলরাম।
উপস্থিত হইল আসি আমতলী গ্রাম॥

আমতলীতে ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দে যুদ্ধ

দেখা দেখি দুই দলে আরম্ভিল রণ।
নানা বাদ্য দুই দলে বাজে ঘন ঘন।
কেহ ছাড়ে বন্দুক কামান কেহ ছাড়ে তীর।
ছেল জাঠি লাঠি হাতে ধায় কত বীর॥
বন্দুকের হুড় হুড়ি কামানের ধূমে।
দিবসে রজনী জ্ঞান মিজাপুর গ্রামে॥
তীরন্দাজ খড়্গ চর্ম্ম সহিতে খাসিয়া।
বন্দুক কামান সঙ্গে চলে রায় বাশিয়া॥
এই রূপে দুই দলে রণ হৈল অতি।
উপরোধ নাহি করে কেহ কারপ্রতি॥
বলরাম সৈন্যে এক কৃপারাম নাম।
হাজারী করিয়া খ্যাতি অতি অনুপাম॥
গজ আরোহণে সে হৈল অগ্রগতি।
খড়্গ চর্ম্মধারী সঙ্গে অনেক পদাতি॥

উজিরের সেনা তবে দর্প করি কয়।
সকল বধিব আজি যত সৈন্য চয়॥
এই কথা শুনিয়া উজির মহামতি।
ক্রোধ হৈয়া মন্দ বলে নিজ সৈন্যপ্রতি॥
কাপুরুষ মত বুঝি চাও ভঙ্গ দিতে।
শত্রু সঙ্গে রণ কেনে না কর অগ্রেতে॥
ই বলিয়া সঙ্গের ত্রিপুরা স্থানে কয়।
আগে বাড়াইয়া দিতে যত সৈন্য চয়॥
তবে ত ত্রিপুরগণে আজ্ঞা অনুসারি।
পাছে যত সৈন্য ছিল দিল অগ্রে করি॥
সর্ব্ব সৈন্য একিবারে হৈয়া অগ্রগতি।
জাজাল বন্দুক মারে কৃপারাম প্রতি॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
গুল্লিঘাতে কৃপারাম পড়িল তখন॥
তবে এক রায়বাশিয়া লৈয়া রায় বাশ।
লড়াইয়া গেল এক বেহানিয়া পাশ॥
সেই দল হনে আসি সেই বেহানিয়া।
বন্দুক প্রহার করে তাকে উদ্দেশিয়া॥
সে মারিল রায়বাশ তার বুকোপরে।
এককালে দুইজন সেই স্থানে মরে॥

গৃহশত্রুর পরাজয়

বলরাম সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিয়া চলে।
জয় জয় শব্দ হৈল উজিরের দলে॥
গ্রাম্য লোক স্ত্রীপুরুষ সর্ব্ব আগু হৈয়া।
তিরস্কার করে সর্ব্বে অনেক ভর্ৎসিয়া॥
ছার মুখে আসিলা রোশনাবাদেতে।
ভঙ্গ দিয়া এবে যাহ কাপুরুষ মতে॥

কামান বন্দুক যত ত্যাগ করি ধাইল।
উজিরের লোকে তবে লুটিয়া আনিল।।
যুদ্ধে জয় পাইয়া উজির আনন্দিতে।
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আইল কুমিল্লা বাসাতে।
কিঞ্চিত বিষাদ তান মনেতে আছয়।
শত্রু সনে মাতুল গেলেন কাদবায়।
মনে মনে চিন্তি তবে স্থির যে করিল।
মাতুল আনিতে গুপ্তে দূত পাঠাইল॥
কাদবা যাইয়া দূত ছাপিয়া রহিল।
বলরাম ঠাকুরকে নীরবে বলিল॥
তোমার ভাগিনা যে উজির মহামতি।
গুপ্তে পাঠাইছে তোমা নিতে শীঘ্রগতি॥
বিলম্ব না করহ ঠাকুর মহাশয়।
যাইতে না পারিব যদি কথা ব্যক্ত হয়॥
ই কথা শুনিয়া বলরাম তুষ্ট হৈল।
নিশি যোগে দূত সঙ্গে ছাপিয়া চলিল।।
কতক্ষণে এড়াইয়া কাদবা যে দেশ।
লালসাই পর্ব্বতে গিয়া করিল প্রবেশ।।
তারপরে মেহেরকুল দেশেতে আসিল।
লজ্জায় বিকল উজিরের বাসে গেল।।
উজিরে দেখিল তবে আসিল মাতুল।
আনন্দ অপার চিত্ত হইল বহুল।
তবে লুচিদর্প নারায়ণ তথা গেল।
উজির নিকটে মহারাজে পাঠাইল।।
তথা যাইয়া নারায়ণ মন কৌতুহলে।
উজিরের সঙ্গে এক বাসাতে রহিলে।।
পূর্ব্বে আছুমণি গিয়াছিল যে তিষিণা।
রহিছিল বাতিসা গ্রামে করি থানা।।

তান স্থানে পত্র এক উজিরে লিখিল।
জয় হৈল যুদ্ধ বলরাম হারি গেল ॥
পত্র সনে লোক গিয়া না পায় তথাতে।
আছে তিনি যুদ্ধ হেতু গেছে খণ্ডলেতে ॥

খণ্ডলে ১১৭৬ সনে ইংরাজ বনাম ত্রিপুরা যুদ্ধ

তথা ইংরেজের সৈন্য চাটিগ্রাম হতে।
থানা করি রহিল আসিয়া খণ্ডলেতে ॥
যবে আছুমণি খণ্ডলেতে উত্তরিল।
ইংরেজ সৈন্য সনে যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
প্রবল ইংরেজ সৈনা সন্ধান করিয়া।
আছুমণি রাজবল্লভ একত্রে ধরিয়া ॥
রাজবল্লভ চৌধুরীকে তথাতে কাটিল।
আছুমণি ঠাকুরেরে চাটিগ্রামে নিল ॥

ত্রিপুরার পরাজয়

চাটিগ্রামে নিয়া তানে কয়েদ করিয়া।
ঢাকাতে নবাব স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥
আছুমণি ঠাকুর যে যুদ্ধে ধরা গেল।
উজিরের লোকে তবে ই বার্ত্তা শুনিল ॥
তিষিণাতে এই বার্ত্তা পাইয়া তখন।
ফিরি পুনি কুমিল্লাতে করিল গমন ॥
উজির নিকটে আসি ই বার্ত্তা কহিল।
যেই মতে আছুমণি যুদ্ধে ধরা গেল ॥
তাহা শুনি জয়দেব উজিরে বলয়।
রাজার ভাগিনা তান এই দশা হয় ॥

বিধাতার ইচ্ছা বড় হয় বলবান।
না হইলে হেন দুঃখ হয় কি তাহান ॥
অন্তরে বিষাদ বড উজির আছয়।
হেনকালে বার্ত্তা তবে লোকে আসি কয় ॥
শুন শুন মহাশয় মোর নিবেদন।
মির্জ্জাপুরে আসিল ইংরেজ সৈন্যগণ ॥
যুদ্ধ হেতু কিংলাক কাপ্তান আরাগারা।
নয় পল্টন লৈয়া সুবেদার সঙ্গে ঘোড়া ॥
গাড়িপরে কামান যে আগে জমাদার।
সিপাই বন্দুক কান্দে আর হাওলদার ॥
রক্তবর্ণ বেশ সৈন্য দেখি চমৎকার।
আমলদার খালাসি যে কিবা সংখ্যা তার ॥
নানা বর্ণে সাজ সেনা হৈয়া নদীপার।
উত্তরিছে আসি মির্জ্জাপুরের বাজার ॥
যে দেখিল নিবেদিল সব্ব সমাচার।
বুঝি কর মহাশয় তাহার প্রতিকার।
দূতমুখে শুনিয়া কিংলাক আগমন।
ভয়ে উজির হৈল চিন্তাযুক্ত মন ॥
লুচিদর্প নারায়ণকে আনিয়া তখন।
বলে ভাই শুন তুমি আমার বচন।
দুরন্ত ইংরেজ সনে সৈন্য বহুতর।
না পারিব তার সঙ্গে করিলে সমর ॥
চল যাই কসবাতে মহারাজ স্থান।
এই সব বিবরণ কবি নিবেদন ॥
তবেত উজির লুচিদর্প নারায়ণ।
রাজার নিকটে দুই করিল গমন ॥
উত্তরিয়া কসবাতে উজির সুমতি।
মহারাজ নিকটে গেলেন শীঘ্রগতি ॥

সৈন্য সনে কিংলাক আসিছে মির্জাপুর।
বলিল সংবাদ এই রাজার গোচর ॥
তবে কতদিন পরে মির্জাপুর হতে।
সৈন্য সঙ্গে কিংলাক আসিল বায়েকেতে।
তাহা শুনি মহারাজ বলে উজিবকে।
এবে কি কর্তব্য পরামর্শ দেও মোকে ॥
স্বভাবে ইংরেজ বটে অতি যে প্রখর।
আর তার সঙ্গে আইল সৈন্য বহুতর ॥
নানা জাতি মায়া জানে যুদ্ধে শিক্ষা বড়।
তার সঙ্গে রণে না পারিব জানি দড় ॥
এই কথা শুনি যে উজির মতিমান।
কহিতে লাগিল মহারাজা বিদ্যমান ॥
মহারাজা যে আজ্ঞা হইল এই সত্য।
ইংরেজ প্রবল হৈছে কালের মহত্ব ॥
ভুজ বলে রাজ্য সব আমল করিল।
আপনে নবাব রণে পরাজয় হৈল ॥
সকল নবাব আছে রক্ষা করি সম্ভ্রম।
যাহা বলে তাহা করে আজ্ঞানুক্রম ॥

ইংরাজের সহিত মিত্রতা

হেন জন সনে পুন যুদ্ধ নাহি কাজ।
বিধিকৃত হারিলে হইবে বড় লাজ ॥
এখনে হুজুরে যাইতে লয় মোর মনে।
কলিকাতা হার্ডিবিলিস সাহেব সদনে ॥
ব্রহ্মাতে যাইতে আসি'ছল এই স্থানে।
হইছিল মৈত্রতা তার আপনার সনে ॥
গকুল ঘোষাল তার দেওয়ান সুমতি।
আপনার প্রতি বড় আছে তার মতি ॥

এই কথা শুনি তবে বলে নৃপবর।
ভাল যুক্তি বলিছ উজির মন্ত্রিবর ॥
যেই কথা মনে মনে কল্প করি আমি।
সেই কথা বিবেচিয়া বলিয়াছ তুমি ॥
কিংলাক সাহেব সঙ্গে আমি না মিলিব।
কলিকাতা বড় সাহেব হুজুরে যাইব ॥
পর্ব্বতে যাইতে পুনি মনে ইচ্ছা নাই।
গঙ্গা তীরে গেলে এবে যে করে গোসাই ॥
বলিতে ইসব কথা খেদ হৈয়া মনে।
তবে কিছু কহে নৃপ করুণা বচনে ॥

লাচাড়ি

শুনহ উজির তুমি, নিশ্চয় বলিয়ে আমি
মনে বাঞ্ছা নাই পৃথিবীর।
দুঃখ এই বড় ছিল, চোরে রাজ্য হরি নিল
ই কারণে দহিক শরীর ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, ভ্রমিলাম নানা স্থানে
সেই সব আছে তোমা মনে।
তাহে যত ক্লেশ পাইল, ভাগ্যেতে জীবন রৈল
স্মরিতে শিহরী উঠে প্রাণে ॥
ভগবানে দয়া করি, স্বদেশে ঘটাইল ফিরি
সেই চোর করিয়া বিনাশ।
জ্ঞাতিপুত্র এবে বৈরী, বলরাম দুরাচারী
কি তার করিলাম সর্ব্বনাশ ॥
দুই যে ভাগিনা ছিল, শত্রুয়ে ধরিয়া নিল
কিবা জানি হয় সে দুহার।
ইষ্ট মিত্র সংযোগে, পৃথ্বি যদি নাহি ভোগে
বৃথা সুখ বলি যে তাহার ॥

ভাবিয়া চাহিলাম আমি, হইলে পৃথিবী স্বামী
দুঃখ তার অশেষ প্রকার
মনুষ্য জীবন কত, অর্দ্ধ আয়ু হৈল গত
উচিত বসতি গঙ্গাপার ॥
হুজুরেতে যাই মাত্র, করিয়া সনদ পত্র
যুবরাজ নামে পাঠাইব।
নৃপতি করিও তানে, বসাইও সিংহাসনে
পুন আমি দেশে না আসিব ॥
বলিও তাহান স্থানে, মন্ত্রি প্রজা জনে জনে
আমার ইসব সমাচার।
এই মনে খেদ রৈল, সর্ব্বসনে দেখা না হৈল
আসিব না আমি দেশে আর ॥
কহিবা সংপ্রতি তানে কৈয়া সর্ব্ব পরিজনে
সম্বরি রহিয়া শত্রু হতে।
তোমাকে কি কব আমি, সকল জানহ তুমি
এই কর ধর্ম্ম রক্ষা যাতে ॥
বিদ্যার্ণব আচার্য্যেরে ডাকি আনি সত্বরে
যাত্রা দিন করহ বিচার।
বিনন মাঝির প্রতি, লোক পাঠাও শীঘ্রগতি
নৌকা ঘাটে রাখিতে তৈয়ার ॥
নৃপতি করুণা কথা, শুনি পাই মনে ব্যথা
উজিরে কহেন খেদ করি।
শুন প্রভু নরনাথ, করি আমি যোর হাত
আজ্ঞা হলে সঙ্গে যাইতে পারি ॥
তবে কহে নৃপবর, এথা কে আছয়ে মোর
সম্বরিতে সর্ব্ব পরিজন।
আগরতলা ত্বরা যাইবা পথে চকি বসাইবা
লঙ্ঘিতে না পারে শত্রু জন ॥

১১৭৬ ত্রিপুরাব্দে কৃষ্ণমাণিক্যের কলিকাতা গমন

এই সব কথা যদি নৃপতি কহিল।
প্রণমি উজির তবে বাহিরে আসিল ॥
তখনে আচার্য্য বিদ্যার্ণব স্থানে কয়।
নৃপ যাত্রা তরে দিন করহ নিশ্চয় ॥
উজিরের আজ্ঞা অনুসারে বিদ্যার্ণবে।
অমৃত যোগেতে দিন ধার্য্য কৈল তবে ॥
যাত্রা করিবার দিন যদি স্থির হৈল।
নৌকা সমে বিনন মাঝিকে আনাইল ॥
যাত্রা করি নৃপবর বাহিরে আসিয়া।
নৌকা আরোহণ করে কালী প্রণমিয়া ॥
চৌধুরী যে মজুমদার সৈন্য সেনাগণ।
সকলের প্রতি কহে আদর বচন ॥
প্রজাগণ সম্ভাষিয়া প্রতি জনে জনে।
প্রিয়বাক্যে সমর্পিল উজিরের স্থানে ॥
ভঙ্গরায় সেনাপতি সেবক লক্ষণ।
কার্ত্তিক নাম প্রভৃতি ত্রিপুর কতজন ॥
এই কত জন লোক করিয়া সঙ্গতি।
নৌকা খুলি কলিকাতা চলিল নৃপতি ॥
তখন বিনন মাঝি জয়বাদ করি।
নৃপ সঙ্গে মনোরঙ্গে বাই যায় তরী ॥
যত দূর নৃপতির নৌকা দেখা গেল।
উজির সহিতে সব্ব সৈন্য চাইয়া রৈল ॥
চক্ষুর নিমিসে আর নাহি দেখে তরী।
মনদুঃখে উজির বাসাতে আইল ফিরি ॥

ত্রিপুর এগার শত ছিয়াত্তর সন।
পৌষ মাসে নৃপ কলিকাতা গমন॥

পাত্র মিত্রদের কসবা ত্যাগ

চন্তাই বলয়ে রাজা অবধান কর।
তারপরে যে হইল করিয়ে গোচর॥
তবে ত উজিরে বলে শুন নারায়ণ।
এথা আর বিলম্ব নাহিক প্রয়োজন॥
তোমা আমাতে যাহা কহিছে নৃপবর।
যুবরাজ স্থানে যাইয়া করিয়ে গোচর॥
তখনে লুচিদর্প নারায়ণে কয়।
মোর এক নিবেদন শুন মহাশয়॥
দেশের চৌধুরী মজুমদার আছে যত।
এথাতে রাখিয়া যাইতে না হয় উচিত॥
চল আমরার সঙ্গে সব নিয়া যাব।
যুবরাজ স্থানে আগরতলাতে রাখিব॥
শত্রুয়ে পাইলে এই সব প্রজাগণ।
না জানি কিরূপ শেষে হয় বা কেমন॥
ই কথা বলিল লুচি দর্প নারায়ণ।
শুনিয়া বলিল ভাল উজিরে তখন॥
আমা মনে যেই ছিল তুমি বলিয়াছ।
এই যুক্তি এখনে উচিত ভাল কৈছ॥
তারপরে প্রতি বাসে লোক পাঠাইয়া।
চৌধুরী মজুমদার আনিল ডাকিয়া॥
শুন নারায়ণ বলরাম যে চৌধুরী।
রাজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার আদি করি॥
কসবাতে যতজন তুলেতে আছিল।
উজির সাক্ষাতে ত্বরা আসিয়া মিলিল॥

লোক যাইয়া ডাকি আনে গোপাল সিংহকে।
মায়ারাম ছদিয়াল সাহেব রামকে ।।
তত্ত্ব পাইয়া যত ছিল জমাদার হাজারী।
উজির নিকটে আইল বন্ধু বেরাদরী ।।
সর্ব্ব লোক সম্বোদিয়া বলয়ে উজিরে।
চল ভাই ত্বরা যাই যুবরাজ তরে ।।
প্রয়োজন নাই আর এখাতে থাকিতে
শুনিছি কিংলোক পৌছিয়াছে বায়েকেতে ।।
দুরন্ত ইংরেজ সৈন্য না মানিব মানা।
অল্প সৈন্য দেখি যদি করে আসি হানা ।।
বলিয়াছে মহারাজে স্থগবে যাইতে।
কদাপিহ ইংরেজ সনে যুদ্ধ না করিতে ।।
শুনি ছদিয়াল হাজারীয়ে বলে ভাল।
বিলম্বের কার্য্য নাই এই ক্ষণে চল ।।
তবেত উজিরে সব আনিয়া আমলা।
শোভারাম মধস্থানে করিল হাওলা ।

পাত্র-মিত্রদের আগরতলায় আগমন

উজির নারায়ণ দুই হইয়া একত্রেতে।
সর্ব্ব সৈন্য সমে চলে আগরতলাতে ।।
হাজারী যে ছদিয়াল যতেক আমলা।
উজির সহিতে চলে ছাড়ি উপর কিল্লা ।।
সাহেব রাম ঠাকুর যে সঙ্গেতে থাকিয়া।
খান মামুদ চলে লইয়া রায় বাশিয়া ।।
যত সৈন্য আছিলেক কসবা কিল্লাতে।
উজিরের সঙ্গে গেল আগরতলাতে ॥
সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গেতে উজির মহাশয়।
উত্তরিল আসি আগরতলার আলয় ॥

নিজপুরে প্রবেশিয়া করিয়া ভোজন।
যুবরাজ স্থানে ত্বরা করিল গমন॥
বসিয়াছে যুবরাজ বিষাদিত মন।
উজিরে আসিছে তত্ত্ব জানিবা কেমন॥
হেন কালে উজিরে তথা উত্তরিল।
যুবরাজ প্রণমিয়া সমুখে দাড়াইল॥
উজিরের স্থানে তথ্য জিজ্ঞাসে তখন।
কহ মহারাজের মঙ্গল বিবরণ॥
বল কেন মহারাজ গেল হুজুরেতে।
সৈন্য সমে তুমি কেনে আসিছ এথাতে॥
তবে ত বলয়ে জয়দেব মতিমান।
বলি শুন যুবরাজ কর অবধান॥
সৈন্য সনে কিংলাক আসিল মির্জাপুরে।
মহারাজ সঙ্গে যুদ্ধ করিবার তরে॥
বিবেচনা করিয়া দেখিল আমা সনে।
ভাল নহে যুদ্ধ কার্য্য ইংরেজ সনে॥
এই কথা নিশ্চয় যে ভাবিয়া মনেতে।
নৃপ স্থানে ত্বরা আসিলাম কসবাতে॥
মহারাজা সাক্ষাতে করিনু নিবেদন।
সাহেব সংবাদ আগমন বিবরণ॥
তাহা শুনি মহারাজ আমাকে বলিল।
এখনে ইংরেজ সনে যুদ্ধ নহে ভাল॥
ভাল কার্য্য করিয়াছ আসিছ এথানে।
সৈন্য সহ রহ গিয়া যুবরাজ স্থানে॥
হুজুরেতে যাই আমি রাজ্যের কারণ।
যুবরাজ স্থানেতে বলিবা বিবরণ॥
বলিবা যে একমাস কোনরূপ করি।
সর্ব্ব পরিজন লৈয়া থাকিতে সম্বরি॥

হুজুরে পেঁৗছিয়া আমি যে হয়ে নিশ্চিত।
ভাল মন্দ বুঝিয়া যে লিখিব ত্বরিত॥
সেই অনুসারে কার্য্য তোমরা করিবা।
এই কথা যুবরাজ স্থানেতে বলিবা॥
এই সমাচার নৃপ বলিয়া আমাতে।
নৌকা আরোহণে তবে গেল কলিকাতাতে॥
যাইতে নৃপতি মোকে যে আজ্ঞা করিল।
আপনার সাক্ষাতে সকল নিবেদিল॥
উজির বচন এই শুনিয়া তখন।
দুঃখ ভাবি যুবরাজ বিষাদ বদন॥
মন্ত্রীগণ সনে পরে করিয়া মন্ত্রণা।
ফোটামাটি ইছামার পথে করে থানা॥

রাজপরিবারের বনবাস

আগরতলা চারিদিগে যত পথ ছিল।
ক্রমে ক্রমে লোক দিয়া চৌকি বসাইল॥
পর্ব্বত নিবাসে পাঠাইল পরিজন।
এথা যুববাজ রৈল সঙ্গে মন্ত্রিগণ॥
যে অবধি হুজুরে গেলেন নৃপবর।
বার্ত্তা নিলে যুবরাজ ভাবিত অন্তর॥
তবে গঙ্গা বিষ্ণুকে যে আনিয়া বলিল।
মহারাজ স্থানে কলিকাতা তুমি চল॥
লিখিয়া সংবাদপত্র দিয়া তার হাতে।
হুজুরেতে পাঠাইল নৃপতি সাক্ষাতে॥
পদ্মনাভ বলরাম বিশ্বাস দুইজন।
মুন্সী অনুপরাম করিল গমন॥
রায় রাম কে সব যে আছিল ঢাকায়।
সেহ মহারাজ স্থানে চলে কলিকাতায়॥

পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে যাইতে না নিল রাজন।
শেষে মাত্র গিয়াছিল এই পঞ্চজন ॥

বলরাম কর্তৃক খাজনা আদায়

যুদ্ধে হারি বলরাম ভাবি তিরস্কার।
আগাছালে সঙ্গে করি আইল পুনর্ব্বার ॥
তাহাকে সহায় করি কুমিল্লা বসিল।
অল্প কত দিন সেই খাজানা শাসিল ॥
চৌধুরী মজুমদার কত না মিলিল।
কচিৎ প্রজাকে ধরি কিছু কর লৈল ॥
আগাছালে ফৌজদার কুমিল্লা মোকাম।
তার সঙ্গে আছে তথা রাজা বলরাম ॥
তখনেতে চাটিগ্রামে ছিল ফরাডিল।
তার একটি আর কার্য্য তহসিল তহবিল ॥
চম্পাই বলিল নৃপ সকল বলিল।
এবে কহি কিংলাক সাহেবে যে করিল ॥
কলিকাতা নৃপ যদি করিল গমন।
লোক মুখে কিংলাকে শুনিল তখন ॥
হুজুরেতে গেছে রাজা মনেতে জানিল।
তখনে বায়েক ছাড়ি গমন করিল ॥
ভাটামাথা গ্রামেতে কিংলাক উত্তরিয়া।
প্রান্তরেতে রৈল তবে তাম্বু টানাইয়া ॥
গাড়ি পরে কামান যে বড় বড় দেখি।
জুড়িয়া রাখিল সব করিয়া পূর্ব্ব মুখি ॥
প্রহরে প্রহরে চৌকি দিল তোলঙ্গার।
হুসিয়ার খবরদার করে বারে বার ॥
এই মতে দিন কত কাপ্তান তথাতে।
তারপরে উপায় যে চিন্তিয়া মনেতে ॥

যুদ্ধ না করিয়া রাজা গেল হুজুরেতে।
আছে অগ্রজ তান আগরতলাতে ॥
রাজার কনিষ্ঠ বটে হয় যুবরাজ।
তানে মিলাইতে আনি হবে ভাল কাজ ॥
কেবা গেলে হবে ভাল ভাবে মনে মনে।
আগরতলা পাঠাইতে যুবরাজ স্থানে ॥

কিংলাক কর্তৃক মিত্রতার প্রস্তাব

সেই গ্রামের নাপিত আছিল একজন।
তাকে সাহেবে আনি বলিল তখন ॥
শুনহ নাপিত তুমি বলি নীরবেতে।
যুবরাজ স্থানে চল আগরতলাতে ॥
আমার সংবাদ এই তানে যাইয়া বল।
এথা আসি মিলে যদি হবে বড় ভাল ॥
বলিবা যে কিছু মাত্র চিন্তা না করিতে।
সর্ব্বথা করিব তান ভাল হয় যাতে ॥
এই কথা যুবরাজ সাক্ষাতে বলিবা।
এহার উত্তর লৈয়া ত্বরায় আসিবা।
সেই জনে সাহেবের শুনিয়া বচন।
অতি শীঘ্র আগরতলা করিল গমন ॥
আসি উত্তরিয়া শ্রম জ্ঞান না করিল।
সেইক্ষণে যুবরাজ সাক্ষাতেতে গেল ॥
তাকে দেখি যুবরাজ জিজ্ঞাসে তখন।
কি কার্য্যে এথা আসিছ বলহ বচন ॥
তবে দণ্ডবৎ করি বলে সেই জনে।
সাহেব পাঠাইছে আমা আপনার স্থানে ॥
বলিয়াছে তান সঙ্গে করিলে মিলন।
সর্ব্বথা করিব ভাল করি প্রাণপণ ॥

যাতে আপনার প্রীতি কার্য্য হয় তবে।
আবশ্যক বলিয়াছে সাহেবে করিবে॥
শুনি যুবরাজে তবে বলিলেক তারে।
দিব সে উত্তর আর কিছু কাল পরে॥

প্রস্তাবের পর্যালোচনা

পাত্র মন্ত্রি সঙ্গে মিলিবারে আদেশ করিল।
অতি শীঘ্র লোক যাইয়া ডাকিয়া আনিল॥
জয়দেব উজির লুচিদর্প নারায়ণ।
অভিমন্যু নাজির চূড়ামণি কারকোন॥
আর আর ত্রিপুর প্রধান যত ছিল।
যুবরাজ সাক্ষাতেতে আসিয়া মিলিল॥
সকল মিলিল যদি ত্রিপুব সমাজ।
সাহেবেব সংবাদ বলিল যুবরাজ॥
তাহা শুনি পাত্র মন্ত্রি সকলে বলিল।
সাহেরেব দেওযান আসিলে হয ভাল॥
সেই যদি দৃঢাংর বলয়ে নিশ্চয।
তবে যুবরাজ শেষে গেলে ভাল হয়॥
এই কথা সকলে করিল নিবেদন।
বলিয়াছ ভাল যুক্তি বলিল তখন॥
তবে সাহেবের লোক আনি সভা মাঝ।
তার স্থানে ইকথা বলিল যুবরাজ॥
পুনি ত্বরা যাও তুমি গ্রাম ভাটামাথা।
সাহেবেতে কহিবা আমার এহি কথা॥
যদি তান দেওয়ানেরে এথাতে পাঠায়।
আমার নিকটে আসি সত্য করি কয়॥
সর্ব্বপক্ষে আমার যে মঙ্গল করিব।
তবে সে সাহেব স্থানে নিশ্চয় যাইব॥

এসব সংবাদ যে বলিয়া তাহাতে।
পুন পাঠাইল তাকে সাহেব সাক্ষাতে ।।
উত্তরিল সেই জন যাইয়া ভাটামাথা ।
সাহেব নিকটে গিয়া বলিল এই কথা ।।
যাহা কিছু বলিছিল যুবরাজে তারে।
সকল বলিল সেই সাহেব হুজুরে ।।
তাহা শুনি কিংলাক যে হরিষ অপার।
ডাকিয়া আনিল কান্ত দেওয়ান তাহার ।।
রাজার নায়েব মাখনলাল যে ব্রাহ্মণ
উজানিয়াসার গ্রামে সেই আছিল তখন ।।
শুনিয়া ইসব কথা সেই যে ব্রাহ্মণে।
ভাটামাথা গ্রামে আইল সাহেব সদনে ।।
সম্ভাষি সাহেব তবে বলিলেক তাবে ।
কান্ত বাবু তুমি যাও যুবরাজ তবে ।।
পাঠাইব কান্ত বাবু আমার দেওয়ান ।
তুমি বটে রাজার যে নায়েব প্রধান ।।
আন যাইয়া দুইজনে এথা যুববাজ ।
করিবাম সত্য আমি প্রতি কাজ ।।
এই বাক্য বলি দুই করিল বিদায়।
মাখনলাল কান্তবাবু আগরতলা যায় ॥

কিংলাকের দেওয়ান আগরতলায় প্রেরিত

তবে সেই ক্ষণে নৌকা করি আরোহণ।
শুভলগ্নে আগরতলা করিল গমন ।।
দিন অন্তে দুইজন আসি উত্তরিল।
যুবরাজ সাক্ষাতেতে লোক পাঠাইল ।।

লোকস্থানে সংবাদ বলিল দুইজনে।
সাহেব পাঠাইছে যুবরাজ বিদ্যমানে ॥
তবে লোক শীঘ্র গিয়া যুবরাজপুরে।
দেওয়ান আগত বার্ত্তা করিল গোচরে ॥
তাহা শুনি যুবরাজ হরষিত মন।
পাত্র মিত্র ডাকি আনি বলিল তখন ॥
কান্তবাবু দেওয়ানেরে সাহেব পাঠাইছে।
তান সঙ্গে মাখনলাল নায়েব আসিছে ॥
দুইজনে স্থান করি দেও ভাল বাসা।
কালি দেখা হইলে হবে যে হয় সম্ভাষা ॥
তাহা শুনি পাত্র মন্ত্রী আসিয়া বাহিরে।
স্থান করাইয়া দিল থাকিবার তরে ॥
যথোচিত সামগ্রী যে প্রচুর করিয়া।
দুইজন তরে সিধা দিল পাঠাইয়া ।
রন্ধন ভোজন করিল দুই জন।
নিদ্রায় পোহাইল নিশি পাইল চেতন ॥
প্রভাত সময়ে দুই করি প্রাতঃ ক্রিয়া।
যুবরাজ বার্ত্তা পানে রৈল তাকাইয়া ॥
এথা যুবরাজ তবে আসিয়া বাহিরে।
সভা করি বসিলেক মছলন্দ উপরে ॥
তবে যুবরাজে আজ্ঞা করে উজিরেতে।
কান্ত বাবু মাখন লাল ডাকিয়া আনিতে ॥
আজ্ঞা পাইয়া উজির যে লোক পাঠাইয়া।
কান্ত বাবু মাখনলাল আনাইল ডাকিয়া ॥
সঙ্গে করি দুইজন আপনে উজিরে।
মিলাইল নিয়া যুবরাজের গোচরে ॥
সম্ভাসিয়া তথাতে বসাইয়া দুইজন
জিজ্ঞাসিল সাহেব সংবাদ কথন ॥

তাহা শুনি কান্তবাবু বলয়ে তখন।
শুন শুন যুবরাজ করি নিবেদন॥

হুজুরেতে গেল রাজা শুনি এই কথা।
যুদ্ধ সজ্জা ত্যজিল যে সাহেব সর্ব্বথা॥

ভাটামাথা গ্রামে আসি থানা করি রৈল।
রাজার অনুজ আছে একথা শুনিল॥

তানে মিলাইলে মোর হবে বড় কীর্ত্তি।
করিব ভাল যাতে তান মন প্রীতি॥

এই কথা দৃঢ় করি সাহেবের মনে।
মাখনলাল আমাকে পাঠাইছে তোমা স্থানে॥

তোমা নিজ নায়েব মাখনলাল হয়।
একারণে পাঠাইছে করিতে প্রত্যয়॥

সত্য করি বলিলাম ধর্ম্ম তার সাক্ষি।
যদি বা সাহেবে করে তোমাকে অসুখী॥

সেই ধর্ম্মে আমার যে না করিব ভাল।
অন্তে নরকেতে বাস হবে চিরকাল॥

এই রূপে সত্য যদি করিল দেওয়ানে।
শুনিয়া অভয় হৈল যুবরাজ মনে॥

বলে তোমা বাক্য সত্য মানিল প্রত্যয়।
সাহেব সাক্ষাতে আমি যাইব নিশ্চয়॥

মাখনলাল দেওয়ানেরে বলি এই কথা।
বিদায় করিল পুনি যাইতে ভাটামাথা॥

সেইক্ষণে তুইজনে বিদায় হইল।
সাহেব নিকটে গিয়া ইসব বলিল॥

কিংলাকের উদ্দেশ্যে হরিমণির প্রস্থান

তবে যুবরাজ সঙ্গে উজিরেরে লৈয়া।
আমুদাবাদের পথে গেলেন চলিয়া।।
নরেন্দ্র মজুমদার আমুদাবাদেতে।
উত্তরিল যুবরাজ তাহার বাড়ীতে।
সেইদিন সেই স্থানে বঞ্চিল নিশিতে।
পর দিবসেতে চলে সাহেব সাক্ষাতে॥
অযাচিত মঙ্গল দেখয়ে পথে যাইতে।
ঊর্দ্ধ পুচ্ছে ধেনু বৎস নাচে শতে শতে।।
তাড়িয়া রক্ষক সবে ফিরাইতে চায়।
তবে শোয়ারির অগ্রে নৃত্য করি ধায়।।
তাহা দেখি যুবরাজ মনে মনে বলে।
বুঝি দয়া করি কালী সহায় হইলে।।
বিজয় নদীর তটে যাইয়া উত্তরিল।
তথা থাকি সাহেবে যে শোয়ারী দেখিল।।
সেই ক্ষণে অনুমান করিল মনেতে।
যুবরাজ আসিতেছে আমাকে মিলিতে।।
দেখে বহু সৈন্য সঙ্গে শ্বেত বান।
যুদ্ধ সজ্জে গতি যেন আগেতে নিশান।।
তাহা দেখি সাহেবে যে নিষেধি অগ্রেতে।
লোক পাঠাইল বহু সৈন্য নাহি নিতে।।
যুবরাজ অগ্রে আসি বলে সেই জনে।
সর্ব্ব সৈন্য এথা রাখি চলিতে আপনে।
একজন্যে সাহেবে আমা পাঠাইছে অগ্রেতে।
যাইতে আপনে একা উজির সহিতে।।

শুনি উজিরেরে যুবরাজ আজ্ঞা দিল।
সর্ব্ব সৈন্য এথা রাখি তুমি আমি চল ॥
বিজয় নদীর তীরে রাখি সৈন্যগণ।
শিবিকা উপরে দুই করিল গমন ॥
অল্প কিছু লোক চলে সেবক প্রভৃতি।
কতজন বরকন্দাজ ধানুকি পদাতি ॥

কিংলাক কর্তৃক সৌজন্য প্রদর্শন

সাহেবের তাবুর নিকটে যদি গেল।
আসিয়া সাহেবে তবে আগুবাড়ি নিল ॥
তাবুর মঞ্চেতে নিয়া আলিঙ্গন করি।
বহু মানে বসাইল আসন উপরি ॥
শেষে আর এক ভিন্ন আসন আনিয়া।
বসাইল উজিরেরে সম্ভাষা করিয়া ॥
যুবরাজ সম্বোধিয়া সাহেবে বলিল।
এতদিন আমার সন্দেহ দূরে গেল ॥
ভাল হইল আমা সনে হইল মিলন্।
তোমার কার্য্যেতে আমি করিব প্রাণপণ ॥
অশেষ প্রকারে তবে দিলাশা করিয়া।
তুহ্ফাত দিলেন কিছু সাক্ষাতে আনিয়া ॥
পিস্তল বন্দুক দুই ইস্পাত নির্ম্মাণ।
এই অস্ত্র আমরার যুদ্ধেতে প্রধান ॥
এই বনায়াত যে অঙ্গের আভরণ।
তোমাকে দিলাম খাতির জমার কারণ ॥
পান দিয়া সাহেবে যে বহু আশ্বাসিয়া।
বাসা যাইতে যুবরাজ বিদায় করিয়া ॥
পূর্ব্ব মুখি কামান যতেক যুড়ি ছিল।
যুদ্ধ সজ্জা ত্যজিয়া পশ্চিম মুখ কৈল ॥

সাহেব বচনে তুষ্ট যুবরাজ মন।
বিদায় হইয়া বাসায় করিল গমন ॥
পরে কালিকাগঞ্জে সাহেব উত্তরিল।
সেই স্থানে বাসা করি কতদিন ছিল ॥
তারপরে সাহেব যে পলটন সহিতে।
যুবরাজ সঙ্গে করি গেল কুমিল্লাতে ॥
উজির আসিল পুনি আগরতলাতে।
মাখনলাল চলি গেল যুবরাজ সাতে ॥

বলরাম ও সিক সাহেবের ষড়যন্ত্র

পৌছিয়া সাহেবে দেখে কুমিল্লা মোকাম।
আগাছালে সঙ্গে আছে রাজা বলরাম ॥
ঢাকা সিক সাহেবে যে এই তথ্য পাইল।
কিংলাক সাহেব সঙ্গে যুবরাজ আইল ॥
বলরামের সহায় যে সে সাহেব ছিল।
যুবরাজ ঢাকা নিতে তলব পাঠাইল ॥

কিংলাক কর্ত্তৃক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

তাহা শুনি কিংলাকে বলিছে ক্রোধ মনে।
আনিয়াছি যুবরাজ আমি এই স্থানে ॥
তানে ঢাকা পাঠাইতে না হয় উচিত।
আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নহে কদাচিত ॥
মাখনলাল আছিলেক যুবরাজ সাতে।
পাঠাইল ঢাকা সিক সাহেব সাক্ষাতে ॥
সঙ্গে নিকামান দিয়া অনেক সিপাই।
আগরতলা যুবরাজ দিলেক বিদায় ॥
বিদায় দিলেক যদি সাহেব তাহানে।
আসি উত্তরিল আগরতলা হর্ষমনে ॥

মাখনলাল নায়েব গেলেন ঢাকাতে।
মিলিলেক গিয়া তিনি সাহেব সহিতে ॥
দরবার বশ করি করিল পরোয়ানা।
যুবরাজ ঢাকা যাইতে পাঠাইল মানা ॥

কৃষ্ণমাণিক্য কর্তৃক কালীঘাটে পূজা

চন্তাই বলয়ে নৃপ কহি বিস্তারিয়া।
যে করিল মহারাজে হুজুরেতে গিয়া ॥
কলিকাতা উত্তরিল যবে মহারাজা।
প্রথমেতে কালীঘাটে গিযা দিল পূজা ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পায়স শর্করা।
ঘৃত পক্ক লুচি পূরি পেবা মনোহরা ॥
বড় বড় আমান্ন তণ্ডুল অল্প তাতে।
গুড় খণ্ড কদলী পূরিয়া শত শতে ॥
নানা উপকরণেতে পরিপূর্ণ করি।
তৈজস সামগ্রী থাল আর কাংশ ঝারি।
তাম্বুল বিটিকা এলাচি যত্রে লবঙ্গ।
সুবাসিত কর্পূর দিলেক তার সঙ্গে ॥
খদির গুবাক চূর্ণ জাতিফল আর।
বাটাপুরি পূর্ণ করি বিবিধ প্রকার ॥
সুগন্ধি চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কেশর।
দিব্য অলঙ্কার বস্ত্র আর মনোহর ॥
ঘৃতের প্রদীপ ধূপ চন্দনে মাখিয়া।
আমোদে বহিছে গন্ধ অগ্নিতে জ্বলিয়া ॥
ছাগল মহিষ বলি করি নিবেদন।
যজ্ঞ করি পূজা যে হৈল সমাপন ॥
পূজা শেষে মহারাজে করিয়া ভকতি।
দণ্ডবত হৈয়া কালিপদে করে স্তুতি ॥

কএ কালী কৃশাঙ্গে কমলা কাত্যায়নী।
কলুষ নাশিনী মাতা ঘট বিহারিনী ॥
কাতর হইয়া কাকুতি করিয়া কৃষ্ণদেব।
কিঞ্চিত হইলে কৃপা কৃতার্থ পাইব ॥
চএ চণ্ডরূপা চারু বদন মণ্ডল।
চাব্বাঙ্গি চঞ্চলা পাঙ্গি গমন চঞ্চল।
চমকিত চিত্ত সদা আছে চিন্তা জ্বরে।
চির দুঃখি জানি চণ্ডি রক্ষা কর মোরে ॥
টএ টঙ্কারিয়া ধনু দনুজ সমরে।
টল মল হৈল মহি যার পদ ভরে ॥
টান দিয়া আনি যত পর্ব্বতের চূড়া।
টুক টুক প্রহারে অসুর কৈলা গুড়া ॥
তএ ত্রিলোকের মাতা ত্রিশূল ধারিণী।
ত্রিপুরারি জায়া তিব্রা ত্রিতাপ নাশিনী ॥
ত্রিনয়নী তিনগুণে ভুবনে প্রকাশ।
তরাসে তাপিতে ডাকি ত্রাণ কর দাস ॥
পএ পর্ব্বতের সুতা পর্ব্বত বিহারী।
পদ্মযোনী যে পদ না পায় ধ্যান করি ॥
পরিছি বিষম পাকে নাহি দেখি পার।
পতিত পাবনী মাতা রাখ এহি বার।
পঞ্চ বর্ণে পঞ্চ স্তব করি নরনাথ।
অষ্টাঙ্গেতে কালিপদে হৈল প্রণিপাত ॥
নির্ম্মাল্য ধারণ করি মস্তক উপরে।
তারপরে নরপতি আসিল বাসরে ॥

গকুল ঘোষালের দৌত্য

পর দিবসেতে নৃপ যাইয়া আপনে।
দেখা করিলেক গিয়া ঘোষালের সনে ॥

গকুল ঘোষাল বহু সম্ভ্রমে আসিয়া।
আগুবাড়ি নিল রাজা মর্যাদা করিয়া ॥
বসিবার দিয়া তবে বিচিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিল নৃপবর কেন আগমন ॥
মনেতে চিন্তিয়া বলে নৃপতি তখন।
শুনহ ঘোষাল বলি আসিছি যে কারণ ॥
জ্ঞাতি পুত্র বলরামে করি ধূর্ত্তপনা।
নবাব হুজুরে আসি লিখাইয়া পরোয়ানা ॥
রাজা হৈয়া গেল মোর রাজ্য শাসিবার।
আসিয়াছি ইকারণে সাক্ষাতে তোমার ॥
আমার পৈতৃক রাজ্য সে কিছু নয়।
করয়ে দুর্বৃত্তি হেন ধর্ম্মে নাহি ভয় ॥
আসিয়াছি তোমা স্থানে সুহৃদ জানিয়া।
কর তার প্রতিকার যদি থাকে দয়া ॥
এই বাক্য নৃপতির শুনিয়া ঘোষালে।
অনেক আশ্বাস করি তখনে বলিলে ॥
আসিয়াছ আমা বলি যদি নৃপবর।
থাক কার্য্য সিদ্ধি হবে কিছু দিনান্তর ॥
তখনে ঘোষালে সঙ্গে করি নৃপতিরে।
লৈয়া গেল হাড়ি বিলিস সাহেব গোচরে ॥

হাড়ি বিলিসের আন্তরিকতা

দেখিয়া সাহেবে বড় সন্তাষি তখনে।
অনেক মর্য্যাদা করি বসাইয়া আসনে ॥
বলিলেক মহারাজা কেন আগমন।
কি কার্য্যে আসিছ এথা আমার সদন ॥
তাহা শুনি মহারাজা বিনয় বচনে
নিজ কথা নিবেদিল সাহেবের স্থানে ॥

শুনিয়া সাহেবে বলিল নৃপতিতে।
করিব তোমার কার্য্য ভাল হয় যাতে ॥
তখনে কাচারি ছিল মুর্শিদাবাদেতে।
সুবে বাঙ্গলার কার্য্য নবাবের হাতে ॥
রাজার রাজ্য বন্দোবস্ত করি দিতে।
লিখিল পরোয়ানা এক নবাব সাক্ষাতে ॥

কৃষ্ণমাণিক্য ও হাড়ি বিলাস মুর্শিদাবাতে গমন

সেই পরোয়ানা দিয়া নৃপতিরে তবে।
মুরশিদাবাদেতে যাইতে বলিল সাহেবে ॥
নবাবের নামে যদি পরোয়ানা পাইল।
মুর্শিদাবাদেতে নৃপ গমন করিল ॥
হেয় নহে রাজকার্য্য তাহা ভাবি মনে।
আপনে সাহেব গেল নবাব সদনে ॥
উত্তরিল মহারাজ মুর্শিদাবাদেতে।
পরোয়ানা দিলেক নিয়া নবাব সাক্ষাতে ॥
সেই পরোয়ানা পাইল নবাব তখন।
নৃপতিকে সম্বোধিয়া বলিল বচন ॥
তোমার রাজ্যের বন্দোবস্ত করি দিতে।
এ কারণে লিখিয়াছে সাহেব আমাতে ॥

বলরাম বরখাস্ত

এই কথা নৃপতিরে নবাবে বলিয়া।
খাজনা তাহুত ফর্দ্দ দাখিল করিয়া ॥
রাজত্ব সনদ দিল করি বন্দোবস্ত।
বলরাম আগাছালের পাঠাইল বরখাস্ত ॥

সেই বরখাস্ত মেহের কুলেতে পাইয়া।
আগাছাল বলরাম গেলেক উঠিয়া ॥
তখনেতে আছিলেক আলি গহর নাম।
থানাদার লপ্টন কুমিল্লা মোকাম ॥
বলরাম আগাছাল যবে উঠি গেল
আলি গহরে যে যুবরাজেতে লিখিল ॥
যুবরাজে লপ্টনের লিখন পাইয়া।
কুমিল্লাতে উজিরেরে দিল পাঠাইয়া ॥
মেহের কুলেতে উজির পৌছিয়া তখন।
যাইয়া আলি গহর সঙ্গে করিল মিলন ॥
উজিব দেখিযা তুষ্ট হইল সাহেবে।
সমস্ত আমলা ডাকি নিযা গেল তবে ॥
সমর্পিয়া দিল সব উজিরেব স্থানে।
রসিদ লিখাইয়া এক লইল তখনে ॥
বিদায হইযা তবে সাহেব সাক্ষাতে।
উজিব বাসাতে আইল আমলা সহিতে।

বন্দি উদ্ধার ও রাজ্যলাভ
১১৭৭ ত্রিপুরাব্দে

তথায় যে মুরশিদাবাদেতে নৃপবর।
নবাব হুজুরে পুনি করিয়া গোচর ॥
তিন কড়ি ভদ্রমণি আর হাড়িধন।
বন্দি হতে ছোড়াইয়া লইল তিনজন ॥
অগ্রে নবাবের স্থানে বিদায় হইল।
শেষে সাহেবেতে কহিয়া দেশেতে চলিল ॥
সেই হাড়ি বিলিস যে সাহেব সুমতি।
অনুকূল ছিল বড় মহারাজ প্রতি ॥

তান অনুকলতায় হৈল রাজ্য লাভ।
নৃপতির মনে ছিল তান প্রতি ভাব।
তারপরে মহারাজ করি গঙ্গাস্নান।
ভূমি আদি স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র কৈল দান।।
গঙ্গাতীরবাসী যত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
তা সবাকে দিব্য বস্ত্র রজত কাঞ্চন।।
আনন্দিতে মহারাজ চলিল দেশেতে।
কতদিনে পৌঁছিল ঢাকা মোকামেতে।।
তথা বন্দি ছিল আছুমণি যে ঠাকুর।
তাহাকেও ছোড়া করি লৈল নৃপবর।।
তথা হতে মহারাজা লক্ষ্মীপুরা হৈয়া।
চাটিগ্রাম রাজ্যে গেল ফেণী নদী দিয়া।।
তথাতে চাণ্ডিল বড় সাহেব আছিল।
তান সঙ্গে মহারাজা যাইযা মিলিল।।
অনেক সম্ভাষা কৈল চাণ্ডিল সাহেব।
বিদায় হইযা নৃপ দেশে চলে তবে।।

১১৭৭ ত্রিপুরাব্দে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন

এগার শত সাত্তাত্তর কাতিক মাসেতে।
দেশে আইসে মহারাজা চাটিগ্রাম হতে।।
চাটিগ্রাম হতে নৃপ আইসযে শুনিল।
পথে প্রজাগণে বম্ভাবৃক্ষ আরোপিল।।
জলপূর্ণ ঘট বসাইল ধান্য দিয়া।
কথনে আসিবে নৃপ রহিল চাহিয়া।।
এইরূপে পথে পথে করিছে মঙ্গল।
যুবা বাল্য বৃদ্ধ আদি আনন্দ সকল।।
তবে মহারাজা ফেণী নদী হৈয়া পার।
আসি উত্তরিল দক্ষিণ শিকের মাঝার।।

খণ্ডলে আসিয়া তিষিণার পথ দিয়া।
চৌদ্দ গ্রাম হৈয়া বগামাইর উত্তরিয়া॥
তথ্যজঙ্গে মেহার কুলে লোক পাঠাইল।
ফুলতলী আসি তবে শোয়ারী নামাইল॥
মহারাজ আসিতেছে শুনিলেক যবে।
আগুবাড়ি আনিতে উজির চলে তবে॥
সঙ্গেতে বিশ্বাসগণ সকল চৌধুরী।
চলিল মজুমদার প্রজা আদি করি॥
রাজার শোয়ারী পাইল যাইয়া কতদূরে।
দেখিয়া উজির ভাসে আনন্দ সাগরে॥
তারপরে উজিরে যে সর্ব্ব সৈন্য সনে।
প্রণমিল গিয়া মহারাজের চরণে॥

প্রজাবর্গের আনন্দ

উজির দেখিয়া তুষ্ট হৈল মহিপালে।
সর্ব্ব সৈন্য সনে বাসে চলে মেহের কুলে॥
নিজ হাবেলীতে যদি নৃপতি পৌঁছিল।
প্রণমিয়া যার যেই বাসে চলি গেল॥
দেশে আইল নৃপতি আনন্দ লোক সব।
প্রতি ঘরে রাজা ভরি জয় জয় রব॥
স্নান পূজা করি রাজা পর দিবসেতে।
আরাম হইয়া তবে বসিল সভাতে॥
প্রথমে উজীর যাইয়া নজরে ধরিল।
পরেতে বিশ্বাস বর্গে আমলায় দিল॥
নজর সাক্ষাতে দিয়া যে আমলা যায়।
নকীব ফুকারি তার সেলাম জানায়॥
যে জনের যে খেতাব হুদ্ধা সেই মত।
সেলাম জানায় মহারাজ সেলামত॥

তারপরে সাক্ষাতে আসিয়া বিপ্র সবে।
বেদ পঠি আশীর্ব্বাদ কবিলেক তবে॥

সভাসদ ভট্টাচার্য্য এহি তিনজন।
ধবণীধর গণপতি রাম যে জীবন॥

বসিবারে আজ্ঞা তবে নৃপতি কবিল।
আশীর্ব্বাদ কবি তিন সভাতে বসিল॥

গঙ্গাবাম ভট্ট যে প্রভৃতি কতজনে।
কবিল মঙ্গল স্তুতি নৃপতি বিদ্যমানে॥

মুচ্ছদি ঠাকুব বর্গ তথা যত ছিল।
সকলেব অগ্রে বাজু ধবি খাড়া হৈল॥

হাজাবী বেছালাদাব আব জমাদাব।
বসে বেবাদবি সঙ্গে কাতাবে কাতাব॥

চৌধুবী মজুমদাব প্রজাগণ সঙ্গে।
মিছিল হইযা দাডাইল দুই ভাগে॥

একে কৃষ্ণ নামেব মহিমা সীমা নাই।
তাহে মণি মিসাই ছিল এক ঠাই॥

তাহে ব্রাজনামে লক্ষ্মী আসিযা বসিল।
মণি মধ্যে মাণিক্যে দ্বিগুণ প্রকাশিল॥

সভাসদ মন্ত্রি প্রজা চৌদিকে বাজার।
পূর্ণ চন্দ্র বেড়া যেন ক্ষত্রীয বাজাব॥

তবে মন্ত্রি আমলাকে সাক্ষাতে আনিয়া।
অভয করিল পান প্রসাদ যে দিযা॥

কতক্ষণ বসিযা কৃষ্ণ মাণিক্য নবপতি।
পাত্র মন্ত্রি সঙ্গে রঙ্গে শাসে বসুমতী॥

জগন্নাথপুরে দীঘি খনন ও উৎসর্গ
এবং মহোৎসব

জগন্নাথ পুর নাম গ্রামে তারপর।
দিল পুষ্করিণী এক অতি মনোহর॥
সেই গ্রামে পুরী এক নির্ম্মাণ করিল।
পরিবার সমে মহারাণী তথা গেল॥
মহিষী সহিতে রাজা থাকি সেইখানে।
এক মহোৎসব করিবারে হৈল মনে॥
নৃপতি গুরুর নাম গুরু প্রসাদ গোসাই।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল তান ঠাই॥
শ্রীগুরু প্রসাদ গোস্বামীর সহোদর।
নামে শ্রীআনন্দ চন্দ্র গোস্বামী প্রবর॥
তাহান পাশেও পত্র দিল একখান
পত্র পাই দুই ভাই করিল প্রস্থান॥
রাজপুরে আসি দুই উপস্থিত হৈল।
অতি ভক্তি ভাবে রাজা চরণ বন্দিল॥
কর জোড় হইয়া পুনি করে নিবেদন।
আজ্ঞা হইলে মহোৎসব করি আরম্ভন॥
তুষ্ট হৈয়া নৃপতিতে কহিল গোস্বামী।
মহা মহোৎসবের আরম্ভ কর তুমি॥
তবে মহোৎসবের করিতে আয়োজন।
গঙ্গাবিষ্ণু রায়কে করিল নিয়োজন॥
তবে সেই গঙ্গাবিষ্ণু হৈয়া সাবহিত।
আনিল সামগ্রী সব যে হয় বিহিত॥
বসন তৈজস পাত্র কাঞ্চন রজত।
ভক্ষণ সামগ্রী যত আনে নানা মত॥

নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইল দেশে দেশে।
অধিকারী মহন্ত বৈষ্ণবগণ পাশে ॥
পত্র পাইয়া আসে সব নানা দেশ হতে।
উপস্থিত হৈল আসি রাজার বাড়ীতে ॥
আসিল বৈরাগী যত বাউল বিরক্ত।
সংখ্যা করিবারে তারে কেহ নহে শক্ত ॥
নানা দেশে বসে যত কীর্ত্তনিয়াগণ।
তা সবার ঠাই পাঠাইল নিমন্ত্রণ ॥
বার্ত্তা পাইয়া কীর্ত্তনিয়া হৈয়া আনন্দিত।
নানা বেশে আসিলেক রাজাব বাড়ীত ॥
মহোৎসবের মণ্ডপে প্রবেশিয়া গোসাই।
আসন নির্ম্মাণ করাইল ঠাই ঠাই ॥
তিন খানি বিগ্রহ গোসাই ছয়জন।
বিরচিল এই নব দেবের আসন ॥
তারপরে দ্বাদশ গোপালের আসন।
ক্রমে ক্রমে ঠাই ঠাই করিল রচন ॥
চতুঃষষ্টি মহন্তের আসন তারপরে।
নির্ম্মাইল ক্রমে ক্রমে মণ্ডপ ভিতরে ॥
এই মতে পরে আসি বসাই আসন।
নানা বর্ণের বসনে করিল আচ্ছাদন ॥
দিল প্রতি আসনে পূজার উপহার।
জলপাত্র তৈজস ভোজন পাত্র আর ॥
কতগুলি খিরোদ কার্পাস বস্ত্র কত।
প্রতি আসনেতে দিল যথা যে উচিত ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বসন ভূষণ।
নানাবিধ নৈবিদ্য করয়ে নিবেদন ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা খঞ্জনি করতাল।
নানা ঠাই বাজে বাদ্য শুনিতে রসাল ॥

শত শত বৈষ্ণব সকল মিলি তাহে।
উর্দ্ধ বাহু নাচে মুখে কৃষ্ণনাম গাহে ॥
মুণ্ডিত মস্তক কেশ শিখা মাত্র ধরি।
গলায় তুলসী মালা দোলে সারি সারি ॥
শঙ্খ চক্র অঙ্কযুক্ত বিচিত্র শরীর।
ললাটে তিলক শোভে শ্রীহরি মন্দির ॥
বহির্ব্বাস অন্তরে কপিল বস্ত্র ধরি।
নৃত্য করে বারে বারে বলে হরি হরি ॥
এই মতে বৈষ্ণব সকল শত শত।
নাচে গায় হরি প্রেমে পাগলের মত ॥
পাকের মণ্ডপে পাক করে বিপ্রগণ।
দিব্য শালি তণ্ডুলের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ন ॥
মধুর লবণ কটু তিক্ত রস যুত।
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যঞ্জন করিয়া নানা মত ॥
পরমান্ন ঘৃত দধি ক্ষীর সর ননী।
মণ্ডা পেড়া বাতাসা যে পুঞ্জ পুঞ্জ চিনি ॥
আর নানাবিধ উপহার সাজাইয়া।
নিবেদন করয়ে গোবিন্দ উদ্দেশিয়া ॥
এইমতে নানা দ্রব্য করি নিবেদন।
ভোজন করিতে বৈসে বৈষ্ণবেরগণ ॥
ঠাই ঠাই শতে শতে বসে সারি সারি।
ক্ষণে বলে মধুরস বাণী হরি হরি ॥
এই মতে সপ্ত দিন রজনী ব্যাপিত।
হইলেক মহোৎসব রাজার বাড়ীত ॥
গলায় বসন বান্দি আপনে নৃপতি।
মহোৎসব মণ্ডপে যায়েন পদগতি ॥
গুরুদেব চরণে করিয়া নমস্কার।
হরিপদে প্রণাম করয়ে বারে বার ॥

স্তব পঠি প্রদক্ষিণ করে নরপতি।
বলে মোকে করুণা করয়ে লক্ষ্মীপতি॥
এই মতে মহোৎসব যদি নির্ব্বাহিল।
বৈষ্ণব সকল রাজা বিদায় করিল॥
যাকে যেই উপযুক্ত দিলেক বসন।
তেন মত দিল টাকা প্রতি জনে জন॥
বিদায় লইয়া সবে হৈয়া তুষ্টমন।
যার যেই নিজ স্থানে করিল গমন॥
চতুর্দ্দশ মাদল নামেতে মহোৎসব।
অদ্যাপিহ দেশে দেশে ঘোষে প্রজাসব॥
মহা পুণ্যশীল রাজা সদা ধর্ম্ম মন।
শাস্ত্র অনুসারি রাজা করয়ে পালন॥

১৬৯৭ শকের জ্যৈষ্ঠে হরিমণি লোকান্তরিত

এইরূপে বসুমতী শাসে নরপতি।
হেন কালে দুঃখ এক হৈল উপস্থিত॥
তোমার জনক যুবরাজ হরিমণি।
আয়ুর শেষে পরলোক পাইলেক তিনি॥
যুবরাজ মরণ শুনিয়া নরপতি।
শোকাকুল হৈয়া কান্দে স্থির নহে মতি॥
বলে কেনে বিধি মোর ভাই নিল হরি।
এত শোক পাই কেনে আমি প্রাণ ধরি॥
পাত্র মন্ত্রিগণ আসি মিলিল তখন।
যুবরাজ শোকে সবে করয়ে ক্রন্দন॥
সহচরীগণ সঙ্গে কান্দে মহারাণী।
পুরী জুড়ি হইলেক রোদনের ধ্বনি॥

তারপরে পাত্রমন্ত্রি সকল মিলিয়া।
নরপতিকে সবিনয় কহে শান্তাইয়া॥
আপনে পণ্ডিত তুমি শুন নরনাথ।
আমি ছার্ কি কহিব তোমার সাক্ষাত॥
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু থাকয়ে সহিত।
এ হাতে পণ্ডিত জন না হয় মোহিত॥
কিঞ্চিত হইয়া ধৈর্য্য কহেন নৃপতি।
যুবরাজার প্রেত ক্রিয়া করহ সংপ্রতি॥
রাজার আদেশে শুবে পরে মন্ত্রিগণ।
শাস্ত্র অনুসারি চি৺া করিল রচন॥
বিধি ক্রমে দাহ ক্রিয়া করি সমাপন।
তারপরে করিল শ্রাদ্ধের আয়োজন॥
থালা লোটা বাটা কত রজত নির্ম্মীত।
শাল চেলি প্রভৃতি বসন নানা মত॥
তাম্র কাংস্য পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র যত।
আনিলেক শ্রাদ্ধ হেতু কেবা গণে কত॥
ফল বস্ত্র কাঞ্চন পুরুষ যুক্ত করি।
সাজাইল শয্যা আর বৃষ বৎস তরী॥
বৎস সমে গাভী সব সবৎসা কপিলা।
শালগ্রাম শিবিকা ঘোটক নৌকা দোলা।
আর আর দান উপযুক্ত বস্তু যত।
সাজাইল ঠাই ঠাই লিখিবেক কত॥
ই সকল দান বসি করিছ আপনে।
শিশু ছিলা তখনে সে সব নাই মনে॥
নিজ রাজ্যে আছয়ে যতেক বিপ্রগণ।
তা সবাকে আনিল করিয়া নিমন্ত্রণ॥
আর নানা দেশ হতে বিপ্র শতে শতে।
উপস্থিত হৈল আসি আগরতলাতে॥

ভক্ষবস্তু নানা মত দিল তারপরে।
দানের সামগ্রী দিল বিপ্র সকলেরে॥
টাকা বস্ত্র যার যেই উপযুক্ত দিল।
তুষ্ট হৈয়া দ্বিজগণ নিজগৃহে গেল॥
ষোলশত সাতানব্বই শক পরিমাণে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে ত্রয়োদশী দিনে॥
হরিমণি যুবরাজ স্বর্গ আরোহণ।
দ্বিজ রামগঙ্গায় সংক্ষেপে বিরচণ॥

১৬৯৭ শকে কালিকাগঞ্জে পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা

চন্তাই বলেন প্রভু করি নিবেদন।
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা শুনহ দিয়া মন॥
রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের রাণী পুণ্যমতি।
স্থাপিতে দেবতা এক করিলেক মতি॥
কালিকাগঞ্জেতে পূর্ব্বে দিছে জলাশয়।
তথাতে নির্ম্মাণ করাইল দেবালয়॥
দুই দিগে দুই পুষ্করিনী মনোহর।
তারমধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর॥
পঞ্চরত্ন নামে মঠ ইষ্টক রচিত।
নির্ম্মাইল তার মধ্যে অতি সুললিত॥
প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন।
ফাল্গুন মাসেতে করিলেক আরম্ভন।
ভক্ষ দ্রব্য ভাণ্ডার করিল ঠাই ঠাই।
কত খানে কত দ্রব্য লেখা জোখা নাই॥
থাল গাড়ু লোটা বাটা রজত নির্ম্মিত।
নানাবিধ বসন তৈজস অগণিত॥

আনিল ইসব দ্রব্য করিবার দান।
বাসা গৃহ শতে শতে করিল নির্ম্মাণ ॥
তবে বিপ্রগণ করিবারে নিমন্ত্রণ।
পত্র লৈয়া দেশে দেশে গেল দূতগণ ॥
আপনার নিজ দেশ রোশনাবাদ।
সরাইল দেশ আর যেন বরদাখাত ॥
মহেশ্বরদি বিক্রমপুর স্বর্ণগ্রামে।
ই সকল দেশে দূত গেল পত্র সমে ॥
পত্র পাইয়া সে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
আসিল কালিকাগঞ্জে রাজার বাড়ীত।
বার্ত্তা শুনি নানা দেশ হৈতে বিপ্রগণ।
আসিল যতেক তাহা না যায় গণন ॥
মনোরম পুরী এক কাব বিরচিত।
আছয়ে নৃপতি তথা মহিষী সহিত ॥
বীরধর ঠাকুর ঠাকুর খাছুমণি।
ঠাকুর মাণিক্য চন্দ্র [illegible] তখনি ॥
গেলেন কালিকাগঞ্জে যথা নরপতি।
মন্ত্রি বর্গ জয়দেব উজির প্রভৃতি ॥
দেওয়ান নায়ের আর যতেক বিশ্বাস।
সকলে গেলেন তথা নৃপতির পাশ ॥
যাকে যেই কার্য্যেতে করিল নিয়োজন।
সেই করে সেই কার্য্য করি প্রাণপণ ॥
বিপ্র সকলের বাস দিল ঘরে ঘরে।
ভক্ষবস্তু নানা বিধ দিল তারপরে ॥
দধি দুগ্ধ শর্করা সন্দেশ নানা মত।
মৎস্য মাংস দিল যত লিখিবাম কত ॥
তুষ্ট হৈয়া ভোজন করাইল নানা মত।
যার প্রশংসা করে প্রতি জন কত ॥

প্রতিদিন নরপতি বসিল সভায়।
নানা দেশী বিপ্র আসি মিলায় তথায়॥
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে পরস্পর।
দেখিয়া শুনিয়া তুষ্ট হয় নৃপবর॥
তারপর রাণীকে কহিল নৃপমণি।
কর গিয়া পঞ্চ রত্ন প্রতিষ্ঠা আপনি॥
তবে মহারাণী নৃপতির বচনে।
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিল শুভক্ষণে॥
নির্ম্মল করিয়া মূর্ত্তি করিয়া গঠন।
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন॥
নব ধারাধর জিনি শ্যাম কলেবর।
তড়িতের প্রায় তাহে হরিৎ অম্বর॥
মাথে চূড়া হাতে বাঁশি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা॥
বামেতে রাধিকা মূর্ত্তি ভুবন মোহিনী।
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাতনী॥
সুবর্ণ রজত মুক্তা প্রবাল রচিত।
অলঙ্কার নানা বিধ তাহাতে ভূষিত॥
পঞ্চরত্ন সেই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন।
নাম করিলেক রাণী শ্রীরাধামোহন॥
তবে রাধামোহনের পূজার কারণ।
নিযুক্ত করিয়া দিল পূজক ব্রাহ্মণ॥
ভূমি দিল দেবোত্তর সনদ লিখিয়া।
সেই রাধামোহনের সেবার লাগিয়া॥
পরিচার কতেক করিল নিয়োজন।
দেবালয়ে পরিচর্য্যা করিতে কারণ॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কিবা সামান্য অতিথি।
যে সকল হয় আসি তথা উপস্থিতি॥

সে সবের ভক্ষণ সামগ্রী তথা দিতে।
ভাণ্ডার নিযুক্ত করি দিলেক তথাতে ॥
বিমুখ না হয় তথা আসিলে অতিথি।
অদ্যাপি অতিথি সেবা হয় নিতি নিতি ॥
দানের সামগ্রী যত উৎসর্গ করিয়া।
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণেরে দিলেক বাটিয়া ॥
রজতের পাত্র আর তৈজস জনেরে।
যার যেই উপযুক্ত দিল ব্রাহ্মণেরে ॥
তুষ্ট হৈয়া বিপ্র সব গেল নিজ ঘরে।
নৃপতির প্রশংসা করয়ে পরস্পরে ॥
এই মতে দ্বিজ সব করিয়া বিদায়।
পাত্রগণ সমে রাজা আছয়ে তথায় ॥
বিপ্রসব বিদায় করিয়া নরপতি।
দিলেক প্রসাদ যত পাত্রগণ প্রতি ॥
য়ার যেই উপযুক্ত বসন ভূষণ।
পাইল প্রসাদ সব পাত্র মন্ত্রিগণ ॥
তারপরে নরপতি মহিষী সহিত।
আসিল আগরতলা হৈয়া হরষিত ॥
ষোলশত সাতান্নব্বই শকের সময়।
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয় ॥
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা হইল সমাচার।
সংক্ষেপে করিল রামগঙ্গা বিরচন ॥

আসীদ্ ভূমীশবর্য্যঃ কবিকুল-কমলানন্দনাদিত্য মূর্ত্তিঃ
ধীর কৃষ্ণাংঘ্রিপদ্মাসবরসরসিকঃ কৃষ্ণমাণিক্য নাম্না।
রাজ্ঞী তস্যাতিসাধ্বী বিমলমতিমতী নির্ম্মমে জাহ্নবীদং
শাকে শৈলাঙ্কতকে নৃভূতি মুরারিপোমন্দিরং পঞ্চরত্নং ॥

১৭০০শকে জগন্নাথপুরে সতের রত্ন প্রতিষ্ঠা

চন্তাই কহেন পুনি শুন নরপতি।
সতর রত্নের কথা কহিব সংপ্রতি॥
শ্রীকৃষ্ণমাণিক্য রাজা অতি মতিমান।
মনে হৈল এক মঠ করিতে নির্ম্মাণ॥
মঠে জগন্নাথ মূৰ্ত্তি করিব স্থাপন।
ইহা মনে করিয়া করিল আয়োজন॥
দিয়াছে তড়াগ পূর্ব্বে জগন্নাথপুরে।
নির্ম্মাইল সপ্তদশ রত্ন তার তীরে॥
এক মঠে সপ্তদশ মঠের গঠন।
সপ্তদশ রত্ন নাম হৈল সে কারণ॥
একশত হস্ত পরিমাণ মঠ উভে।
নানা মূর্তি চিত্র তাহে ঠাই ঠাই শোভে॥
সুবর্ণ মণ্ডিত তাম্রঘট সারি সারি।
বসাইছে ঠাই ঠাই মঠের উপরি॥
দুই দিগে দুই মূৰ্ত্তি সিংহের আকার।
মঠের উত্তরে নিৰ্ম্মিয়াছে সিংহদ্বার॥
দেখি সপ্তদশ রত্ন রাজা তুষ্ঠ হৈল।
তারপরে প্রতিষ্ঠার আরম্ভ করিল॥
সপ্তদশ শত সংখ্যা শকের সময়।
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয়॥
তখনে করিল তুলা পুরুষের দান।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহিব কর অবধান॥
আপনার পুরী আর মন্ত্রিবর্গ পুরী।
থাকিতে ঠাকুর বর্গ পুরী সারি সারি॥

জগন্নাথপুরে রাজা করিল নির্ম্মাণ।
করিলেক তারপরে ব্রাহ্মণের স্থান॥
খানে খানে গৃহ নির্ম্মাইল শতে শতে।
ব্রাহ্মণ সকলে আসি রহিতে তথাতে॥
তারপরে খানে খানে নির্ম্মিল ভাণ্ডার।
কার্যোপযোগী দ্রব্য আনি রাখিবার॥
মহিষী আগরতলা হতে তারপরে।
পরিবার সমে গেল জগন্নাথ পুরে॥
গেলেন ঠাকুর বর্গ রাণীর সহিত।
সকল রহিল গিয়া যার যে পুরিত॥
জয়দেব উজির প্রভৃতি পাত্রগণ।
জগন্নাথ পুরে সব গেলেন তখন॥
তবে পাত্রগণ রাজা সাক্ষাতে আনিয়া।
কার্য্য করিবার হেতু দিল নিয়োজিয়া॥
যে জন সমর্থ কার্য্য করিতে যেমন।
তাকে সেই কার্য্যে রাজা করিল যোজন॥
যেই যেই কার্য্যেতে হইল নিয়োজিত।
সেই সেই কর্ম করে হইয়া সাবহিত॥
আনিয়া ভক্ষণ দ্রব্য বিবিধ প্রকার।
রাখিলেক ঠাই ঠাই পুড়িয়া ভাণ্ডার॥
নানা দ্রব্যে গৃহ সব পরিপূর্ণ করি।
খানে খানে নিয়োজিয়া দিলেক প্রহরী॥
পুঞ্জ পুঞ্জ নানা বর্ণ আনিল বসন।
ব্রাহ্মণ বরণ কাঞ্চনের আভরণ॥
বলয় অঙ্গুরী যজ্ঞোপবিত কুণ্ডল।
নির্ম্মাইল শুদ্ধ কাঞ্চনের ই সকল॥
নির্ম্মিত রজত পাত্র বিবিধ প্রকার।
লোটা বাটা থাল গাড়ু দান করিবার॥

গাড়ু থাল কলস তৈজস পায় যত।
আনিল দানের হেতু কেবা গণে কত ॥
তারপর পত্র লিখি পাঠায় ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ করিতে নিমন্ত্রণ ॥
নবদ্বীপে যে সব প্রধান বিপ্র বৈসে।
দিল নিমন্ত্রণ পত্র সে সবের পাশে ॥
তারপরে বিক্রমপুরের বিপ্রগণ।
প্রধান প্রধান করিলেক নিমন্ত্রণ ॥
তারপরে মহেশ্বরদি সুবর্ণের গ্রামে।
পাঠাইল দূত নিমন্ত্রণ পত্র সমে ॥
বেজোড়া বরদাখাং সবাইল দেশে।
পত্র সমে দূত পাঠাইল তার শেষে ॥
তারপরে রোশনাবাদের বিপ্রগণ।
পত্র দিয়া দূতে করিলেক নিমন্ত্রণ ॥
নানা দেশী বিপ্রসব হেয়া নিমন্ত্রিত।
রাজার বাড়ীতে আসি হৈল উপস্থিত ॥
ব্রাহ্মণ থাকিতে বাসা দিল দিব্য ঘরে।
ভোজন সামগ্রী নিয়া দিল তারপরে ॥
মৎস্য মাংস আদি উপহার ভারে ভারে।
নিয়োজিত লোকে দেয় প্রতি ঘরে ঘরে ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সব ঘৃত মধু ননী।
মণ্ডা পেড়া বাতাসা সন্দেশ সমে চিনি ॥
নারিকেল আদি করি ফল নানা জাতি।
বিবিধ সুগন্ধি বস্তু কর্পূর প্রভৃতি ॥
লবঙ্গ এলাচি জয়ত্রি জাতি ফল।
দিল নিয়া ঘরে ঘরে দ্রব্য ই সকল ॥
রাজার সভাতে নানা দেশী বিপ্রগণ।
আসি করে নানা দিন শাস্ত্র আলাপন ॥

ব্যাকরণ তর্ক অলংকার অভিধান।
ই সকল শাস্ত্রের প্রসঙ্গ স্থানে স্থান॥
এইরূপে প্রতিদিন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
করয়ে পণ্ডিতগণ মনে হৈয়া রঙ্গ॥
অন্ধ যোগী ভিক্ষুক আর ভট্ট শতে শতে।
আসিয়াছে যে সকল নানা দেশ হতে॥
সে সকল ভাণ্ডারে হৈল উপস্থিত।
কখন বিমুখ কেহ নহে কদাচিত॥
নৃত্য গীত হরি সংকীর্ত্তন থানে থানে।
কত ঠাই হয় কত কেবা কত গণে॥
এই মতে তথা বহু দিবস ব্যাপিং
আছিলেক মহোৎসব রাজার বাড়ীং॥
তবে তুলা পুরুষে করি আয়োজন।
পূর্ব্ব দিন করিলেক ব্রাহ্মণ বরণ॥
স্বর্ণ অলঙ্কার যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি।
বরণ সময় আনি দিল নরপতি॥
নানাবিধ পট্ট বস্ত্র দিলেক তখন।
তুষ্ট হৈয়া বরণ লইল বিপ্রগণ॥
স্বস্তি ঋদ্ধি পুণ্যাহ অধ্যায়ের পাঠক।
গণেশাদি দেবতার সূক্তের যাপক॥
ব্রহ্ম হোতা তন্ত্রধার সদস্য করিয়া।
যজ্ঞ হেতু চারিকুণ্ডে দিল নিয়োজিয়া॥
যাগের মণ্ডপে গিয়া বৃত বিপ্রগণ।
রজনীতে করিল যজ্ঞের আরম্ভন॥
চারিকুণ্ডে সূক্ত পাঠ যাপক কে করিল।
সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞ পূর্ণাহুতি দিল॥
প্রভাতে তুলার বৃক্ষ করিল রোপণ।
রাণী সঙ্গে রাজা তথা করিল গমন॥

পূজিত দেবতাগণ করি নমস্কার।
তুলাবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করি তিনবার॥
মন্ত্র পঠি তুলাবৃক্ষ করিয়া স্তবন।
রাণী সমে করিল তুলাতে আরোহণ॥
রাজ আভরণ অঙ্গে যপমালা হাতে।
বসিল মহিষী সমে তুলার ডালাতে॥
নির্ম্মল ধাতুয়ে ডালা করিছে রচন।
পট্ট সূত্র দিয়া তাহা করিছে বন্ধন॥
রাণী সমে রাজাকে তুলায় বসাইয়া।
আর ভল্লকেতে টাকা দিল উঠাইয়া॥
এগার হাজার টাকা বান্দিয়া ছালায়।
ক্রমে উঠাইয়া দিলেক তুলায়॥
ধ্যান করি রাজা রাণী গোবিন্দ চরণ।
সমুখে গোবিন্দ মুর্ত্তি করি নিরীক্ষণ॥
পাত্র মন্ত্রি পুরোহিত নিকটে রাখিয়া।
আছিল দণ্ডেক কাল তুলাতে বসিয়া॥
তুলা হতে নৃপতি নামিয়া তারপরে।
উৎসর্গ করিয়া টাকা শাস্ত্র অনুসারে॥
আপনা শরীরে আর মহিষীর গায়।
আভরণ যত ছিল খসাই তথায়॥
দিলেক গুরুকে মণ্ডপের সহিত।
দক্ষিণা দিলেক পাছে শাস্ত্রের বিহিত॥
তারপরে দেবালয় সতের রতন।
প্রতিষ্ঠা করিতে করিলেক আরম্ভন॥
ষোড়শ ষোড়শ দান করি ক্রমে ক্রমে।
উৎসর্গ করিল দান সাগর প্রথমে॥
রজতে নির্ম্মিত লোটা গাড়ু আর থাল।
উৎসর্গিল সে দান সাগর মহীপাল॥

তৈজসের পাত্র যত আনি শতে শতে।
করিল উৎসর্গ তাহা না পারি গণিতে ॥
করিলেক তারপরে ব্রাহ্মণ বরণ।
দিয়া পট্ট বসন সুবর্ণ আভরণ ॥
বেদের বিধান যজ্ঞ করিল ব্রাহ্মণে।
উৎসর্গ করিল মঠ রাজা শুভক্ষণে ॥
হরিপ্রীতে কামনা করিয়া নৃপবর।
উৎসর্গিল মঠ উদ্দেশিয়া দামোদর ॥
দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাপন।
নিজপুরে নরপতি করিল গমন ॥
তারপরে বিদায় করিল বিপ্রগণ।
টাকা দিল শতে শতে বিচিত্র বসন ॥
দানের সামগ্রী যত রজত নির্ম্মিত।
দিল সব ব্রাহ্মণেরে যার যে উচিত ॥
নবদ্বীপ দেশী যত প্রধান পণ্ডিত।
নিমন্ত্রণে আসিয়াছে রাজার বাটীত ॥
দিল সেই সকলেরে যার যে উচিত।
থাল গাড়ু আদি পাত্র রজত নির্ম্মিত ॥
টাকা দিল শতে শতে চেলির বসন।
এইরূপে তুষিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
সে সবের ছাত্রবর্গ আসিছিল যত।
দক্ষিণা পাইল সবে উপযুক্ত মত ॥
তারপরে বিক্রমপুরের বিপ্রগণ।
বিদায় করিল দিয়া নানাবিধ ধন ॥
রজত ভাজন দিল পট্ট বস্ত্র সমে।
টাকা দিল উপযুক্ত মত ক্রমে ক্রমে ॥
সুবর্ণ গ্রামের বিপ্রগণ তারপরে।
ক্রমে ক্রমে বিদায় করিল নরেশ্বরে ॥

রজতের পাত্র আর পট্টবস্ত্র নানা।
উপযুক্ত মতে টাকা দিলেক দক্ষিণা ॥
বেজোড়া বরখাত আদি দেশ হতে।
আসিছিল যত বিপ্র রাজার বাড়ীতে ॥
সে সকল বিদায় করিল তারপরে।
তৈজস নির্ম্মিত পাত্র দিল সকলেরে ॥
কতক কলস কত গাড়ু লোটা থাল।
যার যেই উপযুক্ত দিল মহীপাল।
তারপরে নিজ দেশী বিপ্রগণ যত।
সে সবেরে দিল দান উপযুক্ত মত ॥
দক্ষিণা দিলেক টাকা ববণ বসন।
তুষ্ট হৈয়া দ্বিজ সবে কবিল গ্রহণ ॥
নানা দেশী ব্রাহ্মণ যতেক আসিছিল।
ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় করিল ॥
অন্ধ রোগী দরিদ্র ভিক্ষুক আর যত।
সকলেরে দিল ধন উপযুক্ত মত ॥
নর্ত্তকী গায়ক ভট্ট প্রভৃতি ভিক্ষুক।
যত আসিয়াছে কেহ না হয় বিমুখ ॥
কারকে দিলেক টাকা কাররে বসন।
কারকে দিলেক রৌপ্য তৈজস ভাজন ॥
বিদায় হইয়া বিপ্রগণ তারপরে।
তুষ্ট হৈয়া চলি গেল যার যেই পুরে ॥
অন্ধ রোগী ভিক্ষুক যতেক আসিছিল।
তুষ্ট হৈয়া সকল আপনা ঘরে গেল ॥
রাজার বিমল যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
বলে দাতা এমন না দেখি কোনজন ॥
এইরূপে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া।
দেবতা স্থাপন তাতে করিলেক নিয়া ॥

বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা সহিত।
সপ্ত দশ বর্ষে রাজা করিল স্থাপিত॥
অপরূপ তিন মূর্ত্তি কি দিব উপম
জগন্নাথ বলরাম ধবল জিনি শ্যাম॥
শরত কালের মেঘ যেমন ধবল।
তেন মত বলভদ্র শরীর উজ্জ্বল॥
মধ্যে সুভদ্রার মূর্ত্তি গৌরবর্ণকায়।
ভুবন মোহন রূপ যেন মহামায়া।
এই তিন মূর্ত্তি মঠে করিয়া স্থাপন।
পরম আনন্দ হৈল নৃপতির মন।
দাণ্ডাইয়া করপুট হৈয়া নরপতি।
স্মরিয়া কৃষ্ণপদ আরম্ভিল স্তুতি।

নমো জয় জগন্নাথ সর্ব্বভূতহিতে রত
তুমি দেব বট দেব দেবতার।
ভুবন রক্ষণ হেতু রাখিতে ধর্ম্মের সেতু
ধরিয়াছ দশ অবতার॥
মহা প্রলয়ের কালে প্রলয় জলধি জলে
নিমগ্ন হইল দেবগণ।
তাতে মীন রূপ হৈয়া বেদ সব উদ্ধারিয়া
রক্ষা করিয়াছ ত্রিভুবন॥
সমুদ্র মন্থন কালে ধরা যায় রসাতলে
গিরিবর মন্দর ভ্রমণে
ত্রিভুবন হিত চাই তাহে কূর্ম্মরূপ হই
পৃষ্ঠে ধরা ধরিছ আপনে॥
পুনি মহার্ণব কালে মহী গেল রসাতল
তাহমোয়া করিয়া বিস্তার।
বরাহ আকৃতি হৈয়া দশনের অগ্রে দিয়া
ধরণীর করিলা উদ্ধার॥

হিরণ্যকশিপু দৈত্য বল গর্ব্বে হইয়া মত্ত
হরিল দেবের অধিকার।
নরসিংহ রূপ হৈয়া সেই দৈত্য বিদারিয়া
দেবগণে করিলা নিস্তার ॥
রাজা বলি যেবা নাম পরাক্রমে অনুপাম
পরাজিলা দেবতা সকল।
বামন রূপ ধরিয়া বলি হৈতে দান লৈয়া
দেবে ও মানবে উদ্ধারিলা ॥
ক্ষত্রীয় রাজন্য বর্গ করিয়া উন্মত্ত গর্ব
করিল দেশের সর্ব্বনাশ।
পরশু লইয়া হাতে ক্ষাত্ররাজ সংহারিতে
ব্রাহ্মণ্য তেজ কৈলা প্রকাশ ॥
দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হৈয়া কামাতুর অতি
ছলে বলে হরিলেক সীতা।
বজরং লৈয়া সাথে বধিলা রাবণ তাতে
উদ্ধারিলা বন্দিনী বণিতা ॥
বন্য ফল মূল দিয়া বৈল নব শীর্ণ হৈয়া
আদি নর ছিল নিঃসম্বলা।
হল নির্ম্মি বলরাম ভূমি কর্ষি অবিরাম
কৈলা পৃথ্বী সুজলা সুফলা ॥
অসুর পাষণ্ড কত হৈযা মদমত্ত যত
করে জীব হত্যা ঘৃণ্য কর্ম্ম।
বুদ্ধ রূপে জন্ম নিয়া রাজসুখ তুচ্ছ দিয়া
শিখাও অহিংসা পরম ধর্ম্ম ॥
কলির আগম হলে ইন্দ্রিয় সুখের তলে
মজিবে সকল জীবগণ।
কল্কি রূপে আবির্ভিয়া সেই দানবে বধিয়া
আর্য ধর্ম্মে দীক্ষিবে ভুবন ॥

রাজা কর্ত্তৃক পশ্চিমকূল জরিপের প্রস্তাব

দেবে দ্বিজে ভূমি দিয়া শান্ত করি মন।
আগরতলা আসিলেক কৃষ্ণ রাজন॥
সপ্তদশ শত সংখ্য শকের সময়।
আশ্বিনে প্রস্তাবিলেক অমাত্য সভায়॥
জরিপ করিতে রাজ্য মোর মনে লয়।
কহ তোমা সবে যত বিহিত উপায়॥
লুঠিল ত্রিপুরা রাজ্য পাঠানে মোগলে।
চিন্তিয়া না পাই কুল কি আছে কপালে॥
আসিছে এবার ইংরাজ লৈয়া পসারী।
খেদাইছে কৌশলে নবাব দুরাচারী॥
ইংরাজের সনে তোমা না কর বৈরিতা।
লৈবে দুরন্ত কোম্পানী গোপনে বারতা॥
এতেক শুনিয়া তবে পাত্র মিত্র কয়।
মোদের মন্ত্রণা বলি শুন মহাশয়॥
সারাটি জীবন গেল বিপদে আপদে।
অর্পিলে ত্রিপুরার ভাগ্য অভয় পদে॥
দুষ্ট নবাব যদি হৈল অপসারণ।
আমা রাজ্যেতে রহে ইংরাজ কি কারণ॥
অদূর প্রান্তরে দেখি ক্লাইভের ছায়া।
লৈতে পারে রাজ্য গৃহশত্রুকে দি মায়া॥
পত্র এক লেখা হোক হুজুর সদন।
এথাতে প্রমুখ রাখা কিবা প্রয়োজন॥
আর এক প্রসঙ্গ করিব উত্থাপন।
সংক্ষেপে বলিব মোরা কর অবধান॥
অধুনা উপদ্রব পশ্চিমকূলে হৈল।
দস্যু তস্করে প্রজার ধন কাড়ি নিল॥

মোদের বিহিত তাগো পছন্দ না হয়।
এর কিবা প্রতিকার হুজুরেতে কয়।।
খাজনা ভাগ তরে জরিপ প্রয়োজন।
যথা শীঘ্র করিব ইহার আয়োজন।।
মহারাজে মন্ত্রণা করিয়া এহি মতে।
ছুটিয়া প্রেরিল দূত হুজুর সাক্ষাতে।।
তথা গিয়া রাজদূত বিনীত বচনে।
জিজ্ঞাসিল কুশল সাহেবের সজনে॥
সাহেব নিকটে করিলেক নিবেদন।
পশ্চিমকূল শীঘ্র জরিপের কারণ।।
সাহেব বলিল তবে তোমা কর্ বাকী।
কেন রাখিলে আপনা পরমাদ ঢাকি॥
ইকথা তবে দূতেরে সাহেবে বলিয়া।
খাজনার ফর্দ্দ দিল বাহির করিয়া।।
জরিপ করিতে যদি হয় রাজমতি।
হেস্টিংস সদনে গিয়া চাহ অনুমতি॥
বিদায় হইয়া তবে সাহেব সাক্ষাতে।
দূত চলিল দেশে কারকোন সহিতে॥
আগরতলা দূত পৌছিয়া তখন।
নিবেদিল রাজাকে সাহেবের বচন॥
একথা শুনিয়া রাজা করে হাহাকার।
স্বরাজ্য জরিপে মোর নাহি অধিকার।।
আদেশিল নৃপতি কলিকাতা যাইতে।
উজির নাজিরে কারকোনাদি সহিতে॥
পদ্মনাভ কারকোন করিয়া সঙ্গতি।
চলিল রামকেশব দেওয়ান মহামতি॥
ঠাকুর মাণিকচন্দ্র যায় তারপর।
অবশেষে গেলেন ঠাকুর রাজধর॥

সাহেব কর্ত্তৃক জরিপের প্রস্তাব নাকচ

কোম্পানীর প্রতিভূ ছিল কিমিল নামে।
তৈগির হৈয়া গেল ফোর্ট উইলিয়ামে॥
পরে লিক সাহেব আসে তাহুত লৈয়া।
রাজস্ব সাধিতে চায় রাজ্য বিভক্তিয়া॥
প্রতিভূ রূপে লিক সাহেব দুর্মতি।
প্রতিকুল ছিল মনে নৃপতির প্রতি॥
লিক সাহেবে করে হুজুরে কুমন্ত্রণ।
হুজুরে রাজপক্ষে নাহি আপনজন॥
বিফল হইয়া তবে হেস্টিংস সাক্ষাতে।
দেওয়ান চলিল দেশে ঠাকুর সাহিতে॥
আগরতলা আসি বিমর্ষিত হইয়া।
বলিল রাজাকে সব কথা বিস্তারিয়া॥
পরে স্থুর সাহেব ঢাকাএ আগমন।
আসিলেক তান সাথে লিক দুরাত্মন॥
ঢাকা নগরে নৃপতি যাইয়া আপনে।
সাক্ষাৎ করিল স্থুর সাহেবের সনে॥
লিক সাহেব তথাপি রহিল নারাজ।
স্থুর সদনে নৃপতির না হৈল কাজ॥
লৈয়া বিষাদ ছায়া ভগ্ন আশা ভরসা।
উত্তরিল রাজা আগরতলা সহসা॥

কৃষ্ণমাণিক্য ব্যথিত ও রোগাক্রান্ত

জয়ন্ত চন্তাই কহে শুনহ রাজন্।
অতঃপর যা হইল তার বিবরণ॥
মনঃকষ্টে রহে রাজা আনন্দ রহিত।
হেনকালে দুঃখ এক হৈল উপস্থিত॥

স্তব্ধবায়ু রোগে নৃপ শয্যাশায়ী হৈল।
কৃষ্ণনাম নিতে রাজা অন্তরে লাগিল ।।
অন্তিমকাল নৃপে জানিয়া সমাগত।
শুনে ভারত পুথি পুরাণ অবিরত ।।
মনেতে উদিল যত শোক দুঃখ তাপ।
অস্তাচলকালে করে রাজা অনুতাপ ।।

লাচাড়ি

অনিত্য সংসার মাঝে কত শত্রু নিত্য সাজে
তাহার নাহিক পারাবার।
গৃহশত্রু যত ইতি সল্লা করে প্রতিনিতি
যবন সহিতে বারবার ।।
দস্যু গাজি অনুচর লোভী বড় দুরন্তর
ভোগাইল সবে বনবাস।
খুচঙ্গ লুচি কুকি দিল মোরে ফাঁকি ঝুকি
দর্শাইল যমের নিবাস ।।
সুচতুর ইংরাজ ছলে-বলে করে রাজ
আপত্তিল করিতে জরিপ।
অজ্ঞাত ত্রিপুরার ছবি না জানি কি করে দেবী
চলি পরমপদ সমীপ ।।

কৃষ্ণমাণিক্যের মহাপ্রয়াণ

সতেরশত পাঁচ শকাব্দের সময়।
আষাঢ়ে শুক্লদ্বাদশীতে প্রযাণ হয় ।।
চলিলেক জীবাত্মা পরমাত্মা সকাশে।
ভব সংসার মায়া যেথা নাহি পরশে ।।
কান্দে রাজপরিবার হৈয়া মণিহারা।
কান্দিল ত্রিপুরাবাসী হৈয়া রত্নহারা ।।

পাত্র মিত্র মন্ত্রী যারা হাজির তখন ।
রাজার মরণ শোকে করয়ে ক্রন্দন ।।
রাণীর আদেশে তবে পরে মন্ত্রীগণ ।
শাস্ত্র অনুসারি চিতা করিল রচন ।।
বিধিমতে দাহ ক্রিয়া করি সমাপন ।
অতঃপর করিল শ্রাদ্ধের আয়োজন ।।
বাসন স্বর্ণ বস্ত্র তৈজস ধেনু যত ।
দানের তরে আনাইল লিখিব কত ।।
বৃষোৎসর্গ দান বৈদিক নিয়ম মানী ।
অপুত্রক রাজার শ্রাদ্ধ করিলা রাণী ।
কৃষ্ণ ম ণিক্য রাজার শ্রাদ্ধ স্বর্গ আরোহণ ।
দ্বিজ রামগঙ্গায় সংক্ষেপে বিরচন ।।
কৃষ্ণমালার মধুর অমৃত কাহিনী ।
দ্বিজ রামগঙ্গায় কহে শুনে অবনী ।।

ইতি কৃষ্ণমালা কথনং সমাপ্তম্ ।
রাজধর মাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং
জয়ন্ত চন্তাই কথনং সমাপ্তম্ ॥

সম্পাদকীয় সংযোজন

অনুক্রমানিকা

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য-এর জীবনী

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া মুরশিদাবাদে গমন করেন। তখন কৃষ্ণমণি ঠাকুর যুবরাজ ছিলেন। মহারাজ গমনকালে যুবরাজকে বলিয়া গেলেন,—"রাজ্যে নানাবিধ উপদ্রব হওয়া অনিবার্য্য, তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 'পূর্ব্বকুল' নামক কুকি প্রদেশে চলিয়া যাও।" যুবরাজ রাজাজ্ঞানুসারে পূর্ব্বকুলে গমন করিলেন। তাহার রাজধানী পরিত্যাগকালে যে সকল ব্যক্তি সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই,—

'ইন্দ্র মাণিক্যের রাণী প্রবেশিলা বন।
যত পরিবার ছিল চলিলা তখন॥
ঠাকুর যে হরিমণি চলিলা পশ্চাৎ।
কৃপারাম ঠাকুর চলিল সহসাত॥
চলে ধন ঠাকুর ঠাকুর নারায়ণ।
বলভদ্র ঠাকুর চলিল তৎক্ষণ॥
হাড়িধন লস্কর আর সেবক নয়ন।
যুবরাজ সঙ্গে তারা করিল গমন॥
বিজয় সিংহের সনে কতক থাকিয়া।
যুবরাজ সঙ্গে চলে অস্ত্রধারী হইয়া॥"

কৃষ্ণমালা।

যুবরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ পূর্ব্বকুলস্থ মণু নদীর তীরবর্ত্তী 'কররবঙ্গ' সম্প্রদায়ের কুকি পল্লীতে গমন করেন। এইস্থানে সপরিবারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার পর, পিঙচাঙ ও কলিরায় নামক জয় মাণিক্যের দুইজন অনুচর স্বায় প্রভুর পক্ষাবলম্বী হইয়া, বহু

সৈন্যসহ যুবরাজকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিল। মহারাজ ইন্দ্র, জয় মাণিক্যকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই জয় মাণিক্যের আক্রোশের কারণ। যুবরাজ, কৃষ্ণমণি ঠাকুরের বাহুবল অসহনীয় হওয়ায়, আক্রমণকারীদ্বয় বহু সৈন্য কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। বনবাস কালে ইহা যুবরাজের পক্ষে অশান্তির প্রথম সূচনা। এই ঘটনার পর যুবরাজ করবঙ্গ পাড়ায় বাস করা বিপদসঙ্কুল মনে করিয়া কৈলাসহরে গমন করিলেন।

কালের প্রভাব এতই প্রবল যে, যুবরাজ কৈলাসহরেও অধিককাল শান্তিতে বাস করিতে পারিলেন না। নুরনগর পরগণার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী পাঁচকড়ি শুড়া নামক এক ব্যক্তি মনে করিল, এই সময় নিঃসহায় যুবরাজকে ধৃত করিয়া দিতে পারিলে মুসলমান শাসন কর্ত্তার কৃপা লাভ করা সহজ হইবে। সে ঢাকা নগরীতে যাইয়া, ত্রিপুরার নববিজেতা হাজি হোসেনকে জানাইল,—"যুবরাজ কৈলাসহরে অবস্থান করিয়া তদঞ্চল শাসন করিতেছেন, তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ধৃত করিয়া না আনিলে রাজ্যের উত্তরাংশে মোগল শাসন স্থাপন করা অসম্ভব হইবে। আদেশ পাইলে আমি কৈলাসহর ঘাটে দখল সংস্থাপন করিতে এবং যুবরাজকে ধৃত করিয়া আনিতে পারি।" হাজি হোসেন পাঁচকড়ির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কৈলাসহর ঘাটের শাসন ভার তাহার হস্তে অর্পণ এবং যুদ্ধার্থ বহু সৈন্য প্রদান করিলেন। পাঁচকড়ি সসৈন্যে আগমন করিতেছে শুনিয়া যুবরাজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। সময়ের দোষে স্বীয় অধীনাবস্থ সামান্য প্রজাও বিপক্ষতা-চরণে সাহসী হইতেছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ও মনোকষ্টের সীমা রহিল না। পাঁচকড়ি কৈলাসহর ঘাটে যাইয়া শিবির স্থাপন করিল। তাহার আক্রমণের পূর্ব্বেই যুবরাজ পরিবারবর্গ ধর্ম্মনগরে প্রেরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণের অবসর না দিয়া রজনী যোগে তাঁহার সৈন্যদল শত্রু শিবির আক্রমণ করিল। পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভ সমর্থ হইল না। যুবরাজ ভাবিলেন, মোগল বাহিনীর

সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজসাধ্য নহে। তিনি যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ধর্ম্মনগরে এবং তথা হইতে পরিবারবর্গ সহ পাথারিয়ায় গমন করিলেন। পাথারিয়ার তদানীন্তন জমিদার মাহামুদ নাছির, যুবরাজকে সাদরে গ্রহণ ও সেই স্থানে অবস্থান জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করায়, তাঁহার যত্নাতিশয্যে যুবরাজ কিয়ৎকাল সেইস্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পাথারিয়ায় অবস্থানের পর, যুবরাজ পরিবারবর্গসহ হেড়ম্ব রাজ্যে (কাছাড়ে) গমন করিলেন। এই সময় মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজ হেড়ম্বের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত এক সুরম্য আবাস প্রদান করিলেন। এই সময় যুবরাজের ভাগিনেয়ী (গৌরীপ্রসাদ কর্ত্তার দুহিতা) সুরধুনীকে (নামান্তর সঙ্গমা) মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজের সহিত বিবাহ দিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্য স্থাপন করা হইয়াছিল।

এইস্থানে যুবরাজ কৃষ্ণমণি তিন বৎসর কাল সসম্মানে অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। রাজ্যেশ্বর ইন্দ্র মাণিক্য রাজ্য ভ্রষ্ট এবং দেশান্তরিত, পরিবারবর্গসহ নিজে বিপন্নাবস্থায় পরের আশ্রিত, এই সকল অশান্তির বৃশ্চিক দংশনে তাঁহাকে সর্ব্বদা অধীর করিতেছিল। তিনি রাজ্যোদ্ধারের চিন্তায় অষ্ট প্রহর নিমগ্ন থাকিতেন। ইতিমধ্যে মুরশিদাবাদে, মহারাজ ইন্দ্র মাণিক্যের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিল। এই দুর্ব্বিসহ শোচনীয় ঘটনায় যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া পড়িলেন, পরিবারস্থ সকলেই শোক-বিহ্বল, অহর্নিশি ক্রন্দনের রোলে যুবরাজের আলয় ঘোর অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া সকলেই আশা করিতেছিলেন, মহারাজ ইন্দ্র মুরশিদাবাদ দরবার হইতে পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইবেন। এই আশায় বুক বাঁধিয়াই তাহারা দুর্ব্বিসহ বিপদেও কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছিলেন। রাজার পরলোক গমনের সংবাদে তাঁহাদের সকল আশাই নির্ম্মূল

হইল। এই সময় মহারাজ রামচন্দ্রধ্বজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারকে প্রবোধ দান করিতেছিলেন।

যুবরাজ হেরম্ব রাজ্যে বাস করিতেছেন, পূর্ব্বকুলবাসী কুকিগণের ইহা মনঃপূত হইল না। তাহাদের রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিন্ন রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, তাহারা ইহা নিজেদের কলঙ্ক বলিযা মনে করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ ভেট দ্রব্যসহ হেড়ম্বে যাইয়া যুবরাজকে জানাইল, "আমাদের পুরুষানুক্রমিক রাজা ভিন্ন রাজ্যে বাস করিবেন, ইহা কিছুতেই শোভনীয় হইতে পারে না, আপনি সপরিবারে পূর্ব্বকুলে চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া প্রাণপণে অপনার সেবা করিব।"

যুবরাজ, রাজানুরক্ত প্রজাবৃন্দের ভক্তিভাবাশ্রিত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, বিশেষতঃ তিনি বুঝিলেন, হেড়ম্বে থাকিয়া রাজ্যোদ্ধারের উপায় করিবার সম্ভাবনা 'নাই' অনেক চিন্তার পর তিনি পূর্ব্বকূলে যাইযা কাকপুঞ্জিতে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। হেড়ম্বেশ্বর রামচন্দ্রধ্বজ যুবরাজের এই সঙ্কল্পে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু বাধা দেওযা সঙ্গত মনে করিলেন না কুকিবাহিনী যুবরাজকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। হেড়ম্বপতি বিস্তর সৈন্য সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে সাদরে বিদায করিলেন।

ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত দক্ষিণশিক পরগণা নিবাসী সমসের গাজি নামক জনৈক সামান্য প্রজাই ত্রিপুরার এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মূলীভূত কারণ তাহার প্ররোচনায় পূর্ব্বোক্ত হাজি হোসেন বঙ্গেশ্বরের অনুমতি ও সাহায্য গ্রহণ করিয়া, ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন। হাজি হোসেন ঢাকায় অবস্থান করিতেন, এই সুযোগে সমসের গাজীই হাজি হোসেনের অধীনে ত্রিপুরার শাসন ভার লাভ করেন। তিনি রাজধানী উদয়পুর পর্য্যন্ত হস্তগত ও সমগ্র রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিলেন। উদয়পুরস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ ও প্রজাবর্গ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া উত্তরদিকে—ভেলার হাকর ও মনতলা হাকরে যাইয়া বাস করিতেছিল। সমসের গাজীর পক্ষাবলম্বী,

ত্রিপুরেশ্বরের উজীর রামধন প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, সমসেরের আক্রমণের ভয়ে তাহারা আর সেই স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিল না। সকলে পরামর্শ করিয়া রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী রিয়াং দেশে চলিয়া গেল। এই সময় মায়োনী নদীর তীরে রিয়াংপল্লী অবস্থিত ছিল, এবং প্রবল পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ বৃদ্ধা চণ্ডীপ্রসাদ নারায়ণ রায় (প্রধান সরদার) ছিলেন। তাঁহার সহিত একত্রে বাস ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে কার্য্য করা সকলেই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিল। ত্রিপুর সেনাপতি দুষ্টবুদ্ধি রণমর্দ্দন নারায়ণ যুবরাজ কৃষ্ণমণির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে রিয়াং দেশে যাইতে সম্মত হইলেন না।

যুবরাজ পূর্ব্বকূলে আসিয়া সংবাদ পাইলেন, সমস্ত প্রজা রিয়াং দেশে মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই যুবরাজের হিতকামী। তখন তিনি তাহাদিগকে পত্রদ্বারা জানাইলেন—"আমি রাজ্যভ্রষ্ট এবং বনবাসী হইয়াছি। রাজা পরলোকে, কালের কুটিলচক্রে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে কোন কালেই এই বিপদ হইতে নিস্তার লাভ ঘটিবে না। তোমরা রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। যুবরাজের পত্র পাইয়া সকলে মিলিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে জানাইল "আপনি কৃপাপরবশ হইয়া এইস্থানে শুভাগমন করিলে, আপনার আদেশানুসারে আমরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।" অতঃপর যুবরাজ পরিবারবর্গসহ হরিমণি ঠাকুরকে পূর্ব্বকূলে রাখিয়া, অন্যান্য অনুচরবর্গ লইয়া রিয়াং দেশে গমন করিলেন এবং মায়োনী নদীর তীরে আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় সমসের গাজীর প্রধান অনুচর আবদুল রেজাকের সহিত তাঁহার বিরোধ হওয়ায়, আবদুল রেজাক সমসেরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, ভোজপুর গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছিল। সে আসিয়া যুবরাজ কৃষ্ণমণির পক্ষ অবলম্বন করিল। এই মিলনে যুবরাজ আনন্দিত হইলেন, কিন্তু রাজ পুরোহিত ধর্ম্মরত্ন নারায়ণ যুবরাজকে সতর্ক করিয়া

বলিলেন—"দস্যুর অনুচর দস্যুকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, সে নিশ্চয়ই কার্য্যকালে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।" কার্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। সমসের গাজী এই বার্ত্তা পাইয়া বিশেষ চিন্তিত এবং আবদুল রেজাককে বশীভুত করিবার নিমিত্তে চেষ্টিত হইলেন। সমসেরের প্ররোচনায় আবদুল রেজাক অল্পকাল মধ্যেই যুবরাজের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সমসেরের সহিত পুনঃ মিলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় যুবরাজের কোন প্রকার অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও আবদুল রেজাকের ব্যবহারে তিনি —অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কথিত সেনাপতি রণমর্দ্দন নারায়ণও এই সময় যুবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া সমসেরের পক্ষাবলম্বী হইলেন।

আবদুল রেজাককে এবং যুবরাজের গৃহ শত্রু রণমর্দ্দনকে সহায় করিয়া সমসের প্রবল উৎসাহে রিয়াং প্রদেশে যুবরাজকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যুবরাজ বর্ত্তমান পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক ছিলেন। সমসেরের সেনাদল আসিতেছে শুনিয়া তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পথিমধ্যে সমসেরকে আক্রমণ করিল। দীর্ঘকাল-ব্যাপী তুমুল সংগ্রামের পর, সমসের পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি বাঠিরায মায়োনী নদীর ভাটিতে সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক শত্রু পক্ষ আগমনের প্রতীক্ষায ছিলেন, সমসেরের সৈন্যদল তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। একদিবস ব্যাপী যুদ্ধের পর বাঠিরায় পরাজিত হইয়া, রিয়াং প্রদেশে যুবরাজ সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উজীর উত্তর সিংহ নারায়ণ যুবরাজকে ছাড়িয়া কতকগুলি সৈন্য ও ত্রিপুর প্রজা লইয়া মনতলা হাকরে প্রস্থান করিলেন। যুবরাজ দেখিলেন, আত্ম পক্ষের চিত্ত শুদ্ধি নাই, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইয়া ফল লাভের আশা অতি বিরল। বিশেষতঃ এই স্থান সর্ব্বদাই শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তিনি রিয়াং দেশ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য সামান্ত সহ পুনর্ব্বার লঙ্গাই নদীর তীরবর্ত্তী বঙ্গপাড়ায়

চলিয়া গেলেন। যুবরাজের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সমসের গাজী রিয়াং দেশে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, আবদুল রেজাক ও রণমর্দ্দন নারায়ণের হস্তে তথাকার ভার অর্পণ পূর্ব্বক নিজ বাস ভবনে চলিয়া গেলেন।

যুবরাজ বঙ্গপাড়া হইতে সমসের গাজীর বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি জয়দেবকে এই অভিযানের প্রধান নায়কত্ব প্রদান করা হয়। তিনি রিয়াং দেশ আক্রমণ করিয়া সমসেরের বিস্তর সৈন্য নিহত করিয়াছিলেন। অবদুল রেজাক ও রণমর্দ্দন হইয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়া যুবরাজ আনন্দিত হইলেন। এই সময় তিনি বঙ্গপাড়া ছাড়িয়া পূর্ব্বকূলে গমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াও তিনি বিপদ মুক্ত হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকূলের সান্নিধ্যবাসী খুচুং ও লুচি (লুসাই) সম্প্রদায়ের কুকিগণ ত্রিপুরার শাসন অস্বীকার করিয়া, সময় সময় পূর্ব্বকুল প্রদেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও নরহত্যা দ্বারা ঘোর অশান্তি জন্মাইতেছিল। যুবরাজ এই অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া সপরিবারে হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তবর্ত্তী হালিয়াকান্দি গ্রামে গমন করিলেন। তৎকালে হেড়ম্বাধিপতি রামচন্দ্রধ্বজ পরলোক গমন করায় তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র হরিশ্চন্দ্রধ্বজ রাজত্ব লাভ করিয়াছেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইলেন,— "আপনার দেশে পরিবারদিগকে রাখিয়া, আমি পূর্ব্বকূল প্রদেশে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে যাইতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।" এই পত্র প্রেরণ করিয়া, যুবরাজ অনুচরবর্গ ও সৈন্যসহ পূর্ব্বকূলে পুনরাগমন করিলেন। তাঁহারা রাঙ্খল সম্প্রদায়ের পুঞ্জিতে যাইয়া ছাউনী করিয়াছিলেন।

এখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুবরাজ বিদ্রোহী খুচুংদিগের বিরুদ্ধে সমরসিংহ নারায়ণকে প্রেরণ করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য খুচুং অভিযানে পাঠাইয়া, অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ যুবরাজ শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন। খুচুং কুকিগণ বুঝিল, যুবরাজের শিবির আক্রমণ

করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া, রাঙ্খল পাড়ার দিকে ধাবিত হইল। খুচুংগণের রণসজ্জা সম্বন্ধে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কটিতে বসন নাই দিগম্বর বেশ।
সকল মস্তক যুড়ি আছে মুক্ত কেশ॥
গবয়ের চর্ম্ম নির্ম্মিত দীর্ঘ ঢাল।
পৃষ্ঠে দোলে, করেতে কুকিয়া তরয়াল॥
লোহার টোপড মাথে রাঙ্গাবস্ত্র গায।
তীক্ষ্ণধার শেল হাতে রণে আগুয়ায়॥
তীর কোষে ভরা আছে বিষে মাখা তীর॥
হাতে দিবা ধনু রণে নির্ভয় শরীর॥
খচুঙ্গ কুকির এই কহিল লক্ষণ।
এই মতে করি সাজ তারা করে রণ॥

খুচুংগণ রজনীযোগে গুপ্তভাবে আসিয়া, শেষ রাত্রিতে রাঙ্খল পল্লী আক্রমণ করিল। পল্লীতে প্রবেশের পথরক্ষক ত্রিপুর সৈন্যগণ সতর্ক ছিল, প্রথম আক্রমণেই তাহারা বিপক্ষকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কুকিগণের বিষলিপ্ত তীরের আঘাতে ত্রিপুর সৈন্য অধীর হইয়া পড়িল। তাহারা পশ্চাৎপদ হইলে, কুকিগণ নিদ্রিত পল্লীতে অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়া,—নরহত্যা ও লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। খুচুংগণের উল্লাস ধ্বনি ও পল্লীবাসীদিগের আর্ত্তনাদে যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতা হরিমণিকে সহ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

রাত্রি প্রভাতের পরেও অনেক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, ত্রিপুর সেনানীগণ মধ্যে যাঁহারা অন্যান্য পল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা অবিলম্বে দলবল সহ আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ কুকিগণ পরাজিত এবং পলায়নপর হইয়াও বারম্বার আসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের অনেকে নিহত হইল, অবশিষ্ট কুকি সম্পূর্ণরূপে নির্য্যাতিত হইয়া পলায়ন করিল।

যুদ্ধ জয়ের পরে সকলে যুবরাজ সদনে আসিয়া দেখিল, তাঁহার পাদমূলে একটী বিষ-লিপ্ত তীর বিদ্ধ হইয়াছে। এই দুর্ঘটনা দর্শনে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত তীর উন্মোচন করিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যুবরাজের শরীরে বিষ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি অনতি বিলম্বে চেতনা শূন্য হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিষের জ্বালায় বিবর্ণ হইয়া গেল, দেহের উষ্ণতা তিরোহিত হইল। যুবরাজের জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া সকলেই শোকে অধীর হইয়া উঠিল।

এই অবস্থা দর্শন করিয়া জনৈক বৃদ্ধ কুকি নানাবিধ বিষঘ্ন বনৌষধি প্রয়োগ দ্বারা যুবরাজের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ঔষধের কোনরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইল না; যুবরাজ জীবিত কি মৃত, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই অবস্থা দর্শনে সকলেরই চিত্ত অত্যধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেবী ভবানীর অপার কৃপায় বেলা তৃতীয় প্রহরের পর যুবরাজ ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, তখন সকলেই আশ্বস্ত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। যুবরাজ অব্যর্থ ঔষধির গুণে এবং শুশ্রূষার ফলে উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর যুবরাজ দেখিলেন, রাঙ্খল পল্লীর প্রজা অনেক নিহত হইয়াছে; যাহারা জীবিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আহত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া সেইস্থানে বাস করা অসঙ্গত মনে করিয়া, তিনি প্রজাবর্গ সহ রাঙ্খল পল্লী পরিত্যাগ করিলেন, এবং ছাকাছেপ পুঞ্জীতে যাইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক খুচুং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গোবর্দ্ধন কবরার সৈনাপত্যে বারম্বার বহু যুদ্ধের পর খুচুংগণ বশ্যতা স্বীকার ও কর প্রদান করিয়াছিল।

খুচুং প্রজাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়া সেনাপতি গোবর্দ্ধন কবরা, লুচি সম্প্রদায়ের (লুসাই) বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। সেকালে লুসাই সরদারের অধীনে সত্তর হাজার কুকি সৈন্য ছিল, সেনাপতি

গোবর্দ্ধনের সৈন্য সংখ্যা নয় হাজারের অধিক নহে। তিনি সাহসে ভর করিয়া, এই অল্প সংখ্যক সেনাবল লইয়াই অগ্রসর হইলেন। গোবর্দ্ধন পথিমধ্যে নানাস্থানে লুসাইগণ কর্তৃক বারম্বার আক্রান্ত ও বিজিত হইয়া বহু আয়াসে শক্র আবাসের সম্মুখীন হইতে ছিলেন। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, কবরা গোবর্দ্ধন, লুসাই সরদারের পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ তুমুল সংগ্রামের পর, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইল। লুসাইগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া, কুকি সরদারের নিয়মিত কর স্বরূপ রাজ-ভেট প্রদান করিল। অতঃপর অন্যান্য কুকি সম্প্রদায়কে বশীভূত ও সমগ্র কুকি প্রদেশে ত্রিপুরার আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সেনাপতি গোবর্দ্ধন বিজয়শ্রী-ভূষিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি হালিয়াকান্দি হইতে পরিবারবর্গ আনিয়া পর্ব্বতকূলস্থ ছাকাছেপ্ পাড়ায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, হেড়ম্ব রাজ্যের অন্তবর্ত্তী সানাই দেওয়ান পাথর নামক বিস্তীর্ণ চত্ত্বরের সন্নিহিত পর্ব্বতের শীর্ষদেশে বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। তদঞ্চলের প্রজাবর্গ সকলেই রাজসন্নিধানে বাসের ইচ্ছুক হইয়া, যুবরাজের অনুমতিক্রমে সেই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছিল। অল্পকাল মধ্যে স্থানটী এক বৃহৎ নগরে পরিণত হইল। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেও হেড়ম্ব রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তীছিল। পতিত অবস্থায় থাকায়, হেড়ম্বের প্রজাগণ নানাভাবে এইস্থান ব্যবহার করিত; যুবরাজের আগমনের পর হইতে তাহাদের সেই সুবিধায় ব্যাঘাৎ ঘটিল। এই সূত্রে মন্ত্রীবর্গ অল্প বয়স্ক হেড়ম্বেশ্বরকে বুঝাইলেন, যুবরাজ এইস্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকিলে, স্থানটী চিরকালের নিমিত্ত হস্তচ্যুত হইবে। সুতরাং শীঘ্র তাঁহাকে এইস্থান হইতে বিতাড়িত করা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকস্থলে অল্প বয়স্ক নবীন ভূপতির প্রতি পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়; হেড়ম্বের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। রাজা মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে, যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত

হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই যুবরাজ, হেড়ম্ব রাজ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ কাছে ছিল না। যে অল্প সংখ্যক শরীর রক্ষক সৈন্য ছিল তাহারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সংখ্যাল্পতাবশতঃ পরাজিত হইল। যুবরাজ নিরুপায় হইয়া প্রজাবর্গসহ রাঙ্খল পাড়াভিমুখে পলায়ন করিলেন। হেড়ম্বর সৈন্যগণ জনশূন্যনগর লুণ্ঠন করিয়া রাজভবনের দ্রব্যজাত এবং প্রজাগণের যথা সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গেল যুবরাজ অদৃষ্টকে ধিক্কার করিয়া ক্ষুণ্ন মনে রাঙ্খল পাড়া হইতে ছাইমের পাড়াতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদিকে সমসের গাজীর উৎপীড়নে দেশময় এক ঘোর অশান্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। পার্ব্বত্য প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে সমসের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎপীড়নের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণও উত্তরোত্তর অধিকতর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল। তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া আবাস স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানাস্থানে যাইযা অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও সমসেরের বশ্যতা স্বীকার করিল না।

সমসের গাজীর অত্যাচারের কথা ক্রমশঃ বঙ্গেশ্বরের কর্ণগোচর হইল। তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নবাবের নিয়োজিত সৈন্যদল দক্ষিণশিকে উপস্থিত হইয়া, বহু চেষ্টায় সমসেরকে অবরুদ্ধাবস্থায় মুরশিদাবাদে লইয়া গেল। তথায় কিয়ৎকাল কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার পর, ইহার নানাবিধ দুর্বৃত্তির বিষয় প্রমাণিত হওয়ায়, তাঁহাকে তোপের মুখে রাখিয়া নিহত করা হইয়াছিল।

সমসেরের এবম্বিধ শোচনীয় মৃত্যুর পরেও রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল না। তাহার প্রবল পরাক্রান্ত অনুচর আবদুল রেজাক মস্তকোত্তোলন করিল সমসেরের জীবিত কালে রোশনাবাদের শাসনভার আবদুল রেজাকের হস্তে ছিল, এখন সে উক্ত প্রদেশ স্বয়ং অধিকার করিয়া বসিল। যুবরাজ কৃষ্ণমণি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া এবং শ্রীহট্টের তদানীন্তন আলিমের সাহায্য গ্রহণে আবদুল রেজাককে বারম্বার

পরাজিত ও বিতাড়িত করা সত্ত্বেও সে পশ্চাৎপদ হইতে ছিল না। কিছু-কাল নীরবে থাকিয়া, শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার অকস্মাৎ আসিয়া ত্রিপুর সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। এইভাবে সুদীর্ঘ কাল অতীত হইল।

অনবরত সংঘর্ষের ফলে আবদুল রেজাক কথঞ্চিৎ দুর্ব্বল হওয়ায়, যুবরাজ কৃষ্ণমণি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইলেন। হেড়ম্বেশ্বরের অযথা অত্যাচারেব কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। এই সময় বোন্দাশীল গ্রামস্থ দরগার অধ্যক্ষ কর্ব্বর আলী শাহ নামক জনৈক ফকির যুবরাজ সমক্ষে পূর্ব্বকূলে উপস্থিত হইয়া জানাইল,—"হেড়ম্বপতির দুর্ব্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত ফল প্রদানের আশায় আপনাব নিকট উপস্থিত হইযাছি আমাকে সৈন্য সাহায্য প্রদান কবিলে, হেড়ম্ব রাজ্য বিজয়ার্থ যাত্রা কারতে প্রস্তুত আছি।" ফকিবেব বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজ, সেনাপতি বলভদ্র কববা ও কার্য্যপ্রসাদ নারাযণকে বিস্তর সৈনিকবল সহ ফকিরের সঙ্গে প্রেরণ কবিলেন। ত্রিপুর বাহিনী ফকিরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ হেড়ম্বশ্বরের হালিয়াকান্দি, তেলাইন ও লালাসিংগড হস্তগত করিয়া রাজধানী খাসপুরে উপনীত হইলেন। হেড়ম্বেশ্বর হরিশ্চন্দ্রধ্বজ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ত্রিপুর বাহিনী বিনা যুদ্ধে রাজপুরী অধিকার করিয়া তথায় শিবির স্থাপন এবং নগর লুণ্ঠন দ্বারা বিস্তর ধনরত্ন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিল।

এমন একটী সমৃদ্ধ রাজ্য হাতে পাইয়া, তাহা পরিত্যাগ করা ত্রিপুর সেনাপতিগণের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু যুবরাজ কৃষ্ণমণির উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। হেড়ম্বেশ্বরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কৃত অন্যায় কার্য্যের উপযুক্ত ফল প্রদান করা হইয়াছে, এখন যুবরাজ সেনাপতিদিগকে বিজিত রাজ্য ছাড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সেনাপতিগণ যুবরাজের আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এমন একটা রাজ্য জয় করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে দুঃখ হইতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহাদের হেড়ম্ব ত্যাগ করিতে তিন মাস অতিবাহিত হইল।

এদিকে রাজ্যচ্যুত হেড়ম্বেশ্বর জয়ন্তিয়া রাজের শরণাপন্ন হইলেন। এবং তাঁহার সাহায্য গ্রহণে ত্রিপুর সেনাপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়ন্তিয়ার সেনানায়ক ত্রিপুর সেনাপতিকে জানাইলেন, ত্রিপুর সৈন্য বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তাহাদের লুণ্ঠিত বস্তু সমূহ লইয়া যাইতে আপত্তি বা তাহাদের গমন পথে কোনরূপ বাধা প্রদান করা হইবে না। ত্রিপুর সেনানী এই কপট বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হেড়ম্ব রাজ্য হইতে নিশ্চিন্ত মনে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে নদী পার হইবার কালে জয়ন্তিয়ার সৈন্যগণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অতর্কিতভাবে ত্রিপুর বাহিনীকে নদীর উভয় কুল হইতে আক্রমণ ও সমূলে বিনাশ করিল।

অতঃপর যুবরাজ কৃষ্ণমণি, পরিবারবর্গ সহ হরিমণি ঠাকুরকে মনু নদী তীরে রাখিয়া বটতলীতে গেলেন, এবং তথা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি লুচিদর্প নারায়ণকে কৈলাগড়ে (কসবায়) প্রেরণ করিয়া স্বয়ং মনতলায় গমন করিলেন। তিনি ১৬৮১ শকের বৈশাখ মাসে মনতলায় গিয়াছিলেন।

এই সময় আবদুল রেজাকের পুত্র সোনাউল্লা মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) অবস্থান করিতেছিল। লুচিদর্প নারায়ণ ও হবনাথ হাজারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত পরাজিত হইয়া সে পলায়ন করে এবং মেহেরকুলে ত্রিপুরার সেনানিবাস স্থাপিত হয়। অতঃপর আবদুল রেজাক দক্ষিণশিকের প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করায়, লুচিদর্প নারায়ণ যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। আবদুল রেজাক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পরিবারবর্গসহ অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিল। দক্ষিণশিকে ত্রিপুরার শিবির সন্নিবেশিত হইল। অতঃপর আবদুল রেজাককে মুরশিদাবাদে নিয়া, সমসেরের ন্যায় নিহত করা হইয়াছিল।

এখন যুবরাজ নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া, ভাগ্যবন্ত হারিধন ঠাকুরকে রাজত্ব-সনন্দের নিমিত্ত মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে বঙ্গেশ্বরের প্রদত্ত খেলাত ও সনন্দসহ ফৌজদার মীর আজিজ

মেহেরকুলে আগমন করেন; ইহা ১১৬৯ ত্রিপুরাব্দের কথা। এই সংবাদ পাইয়া যুবরাজ মনতলা হইতে কৈলারগড়ে যাইয়া উপরকিল্লায় বাসস্থান নির্ব্বাচন করিলেন। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, যুবরাজ তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যে নিয়োগ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের বিহিত ব্যবস্থা করিলেন। ফৌজদার মীর আজিজ মুরাপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, জমিদারী বিভাগের নবাব সরকারী প্রাপ্য রাজস্ব তাঁহার হস্তে প্রদান করা হইত।

যুবরাজ কৃষ্ণমণির বিপদ একদিকে প্রশমিত হইলেও অন্যদিকে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছিল। সমসের গাজী ও আবদুল রেজাকের পতনের পর আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। ফৌজদার মীর আজিজ রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত আসিয়া, রোশনাবাদ জমিদারী হস্তগত করিবার নিমিত্ত প্রয়াসী হইলেন। তিনি কুমিল্লা হইতে যুবরাজকে পত্র লিখিলেন,—"মেহেরকুল পরগণা জরিপ করা আবশ্যক, এই সময় আপনার পক্ষে জয়দেব ঠাকুর ও আমাদের পক্ষে রামবল্লভ দেওয়ান মিলিতভাবে কার্য্য করিলে ভাল হয়" মহারাজ সরল বিশ্বাসে উজীরকে প্রেরণ করিলেন। তাহাকে বন্দী করাই ফৌজদারের উদ্দেশ্য ছিল, জয়দেবের সতর্কতার দরুণ সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অতঃপর ফৌজদার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায়, অর্থদ্বারা চট্টগ্রাম হইতে কতক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, ত্রিপুরার দক্ষিণশিক গড় আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি লুচিদর্প নারায়ণের বীরত্বের নিকট পরাজিত হইয়া, ফৌজদারকে এ যাত্রায় পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

ইহার পর ফৌজদার মীর আজিজ, স্বীয় পুত্র মীর ইছব ও দেওয়ান রামবল্লভকে সহ, বহু সৈন্য এবং বিস্তর যুদ্ধ সরঞ্জাম লইয়া জয়দেবকে 'ফুহারা' গড়ে আক্রমণ করিল। দুই দলে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইবার পর ফৌজদারের পুত্র মীর ইছব ও সেনাপতি জীয়ন খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিল দেখিয়া ফৌজদারের সৈন্যগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে

পলায়ন করিল। মীর আজিজ পুত্র শোকে অধীর হইয়া, অবশিষ্ট সৈন্যসহ ঢাকা নগরে চলিয়া গেলেন। ফৌজদারের গমনের পরেও তাঁহার অনুচর মীর আতা চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, দক্ষিণশিক গড় পুনরাক্রমণ করিল। এবারও লুচিদর্পের প্রভাবে মীর আতা পরাভূত হইয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৬৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে এই সমর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ হইতেই মীর আজিজের জমিদারী অধিকারের আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয়।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকাল

রাজ্যলাভের পূর্ব্বে যুবরাজ কৃষ্ণমণি যে সকল দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন, উপরে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিপুরার কোন ভূপতি ইঁহার ন্যায় লাঞ্ছিত ও দুর্গতিগ্রস্ত হন নাই। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে নানাস্থানে ভ্রমণ, কিরাত সংসর্গে কদর্য্য স্থানে বাস, কদর্য্য আহার গ্রহণ ও শত্রু কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হইয়া বার বৎসরকাল নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ভোগের পর, যুবরাজ কথঞ্চিৎ বিপদমুক্ত হইলেন।

অতঃপর যুবরাজ ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৬৮১ শক) আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমী তিথিতে * কৃষ্ণ মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কৈলাগড় দুর্গে (কসবায়) সিংহাসনারূঢ় হইলেন। কৌলিক প্রথানুসারে রাজা ও পট্ট মহিষী জাহ্নবী মহাদেবীর নামাঙ্কিত সুবর্ণ মুদ্রা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হইল। এই রাজ্যাভিষেক উৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। রাজার অনুজ হরিমণি ঠাকুরকে এই সময় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও

*"আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব দশমীর দিনে।
ত্রিপুরা এগারশত সত্তরের সনে॥
কৃষ্ণ মাণিক্য রাজখ্যাতি হইল তখন।"
রাজমালা—কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

গদাধর ঠাকুরের পুত্র বীরমণি ঠাকুরকে 'বড় ঠাকুর' উপাধি প্রদান করা হয়।

এই সময় ত্রিপুরার ন্যায় মোগল সাম্রাজ্যও রাষ্ট্রবিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হইতেছিল। শাসনকর্তাগণের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় বঙ্গদেশের যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সময়ের এবম্বিধ জটিল আবর্ত্তনে পড়িয়া মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যকে রাজত্ব লাভের পূর্ব্বে অপরিসীম দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও তিনি নিরাপদে কালক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামের সুবা (শাসনকর্ত্তা) মহম্মদ রেজা খাঁ রোশনাবাদে স্বীয় অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণ সম্বন্ধে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে ;—

"দক্ষিণশিকেতে কিল্লা করিয়া তখন।
সৈন্য সমে ছিল লুচিদর্প নারায়ণ॥
সেই ঠাঁই বহে গিয়া জয়দেব রায়।
উপদ্রব উপস্থিত হইল তথায়॥
চাটিগ্রামের সুবা মহম্মদ রাজা খাঁনে।
লইতে রোশনাবাদ কারলেক মনে॥
তাহার দেওয়ান রামশঙ্কর আছিল।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সমে তাহাকে পাঠাইল॥
সৈন্য অষ্ট হাজার সে লইয়া সহিত।
দক্ষিণশিকেতে আসি হৈল উপস্থিত॥"

মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৭৬০ খ্রীঃ) রাজ্য লাভ করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, মহম্মদ রেজা খাঁ ১৭৫৯—৬০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের বৎসরই (রেজা খাঁএর শাসনের শেষ সনে) রেজা খাঁ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রান্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণমালায় পাওয়া যাইতেছে, সুবার দেওয়ান রামশঙ্কর

এই আক্রমণের নেতা ছিলেন। রাজমালায়ও ইঁহার নামই পাওয়া যাইতেছে,—

"তারপরে রামশঙ্কর আসিল দেওয়ান॥
চাটিগ্রাম হতে বহু সৈন্য যে লইয়া।
মুরনগর আসিলেক যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষিয়া॥"

চট্টগ্রামের ইতিহাসে ইংরেজ রাজত্ব কালের দেওয়ানগণের নামের তালিকায় দেওয়ান রামশঙ্কর হাওলদারের নাম পাওয়া যায়। ইনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের অধীনে দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সুতরাং রামশঙ্কর ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে, মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনেও দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন, সমগ্র অবস্থা আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

দেওয়ান রামশঙ্কর আট হাজার সৈন্যসহ দক্ষিণশিকের গড় আক্রমণ করিলেন। জয়দেব কবরা ও লুচিদর্প নারায়ণ মাত্র এক সহস্র সৈন্য লইয়া এই গড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া জয়লাভের আশা না থাকিলেও সেনাপতিদ্বয় বিনা যুদ্ধে আত্ম সমর্পণ কিম্বা পলায়ন করা কিছুতেই সঙ্গত মনে করিলেন না। বহুক্ষণ বিপুল প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়া, যখন আত্ম রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা দক্ষিণশিক গড় মুসলমানের হস্তে অর্পণ করিয়া, তিষ্ণা পরগণার অন্তর্গত 'ফাল্গুনকরা' গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন রামশঙ্কর প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, দ্বিগুণ উদ্যমে ফাল্গুনকরা গড় আক্রমণ করিলেন। এখানেও প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। ত্রিপুর সেনানী বিপুল বাহিনীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া, গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক কসবা দুর্গে রাজ সকাশে যাইয়া উপনীত হইলেন।

মহারাজ প্রতিপক্ষের বল জানিয়া, মন্ত্রীবর্গের পরামর্শানুসারে, সন্ধির প্রস্তাব করা সঙ্গত মনে করিলেন; এই প্রস্তাব সহ উত্তরসিংহ উজীরকে রামশঙ্কর দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করা হইল। দেওয়ান সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু দূতস্বরূপ প্রেরিত উজীর উত্তরসিংহকে অবরুদ্ধ করিলেন। অতঃপর যুদ্ধ করাই স্থির হইল।

দেওয়ানের পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণপুরে ও কল্যাণসাগরের পাড়ে তুইটী শিবির সন্নিবেশিত হইল।

রামশঙ্কর দেওয়ান বিজয়মদে উন্মত্ত হইয়া কৈলারগড় (কসবা) তুর্গ আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি প্রত্যেক শিবিরের সম্মুখীন হইয়া প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহারই জয় ঘটিল। রাস্তার আক্রমণজনিত বাধা অতিক্রম করিয়া রামশঙ্কর কৈলারগড় তুর্গের সন্নিহিত হইলে, লুচিদর্প নারায়ণ দক্ষিণ কিল্লা হইতে তাঁহাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল, কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় ঘটিল না। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ স্থগিত হইল, উভয় পক্ষ আপন আপন শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে তুই পক্ষেরই বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল।

পর দিবস প্রভাত কালে আবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা অত্যধিক, তাহারা তুর্গের তিন দিক ঘেরিয়া ফেলিল। উত্তর দ্বারে জয়সিংহ হাজারী তাঁহার অধীনস্থ মঘ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহাকে সম্যক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আক্রমণ করিল। তাহার অধিকাংশ সৈন্য হত ও আহত হওয়ায়, তিনি পশ্চাদপসারণে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে এক দল অরাতি সৈন্য তুর্জ্জয় সাহসে নির্ভর করিয়া তুর্গে প্রবেশ করিল। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিরুপায় হইয়া তুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'ভাতুঘরে' কিয়ৎকাল অবস্থানের পর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় গমন করিলেন। দেওয়ান রামশঙ্কর তুর্গ হস্তগত করিয়া যথাযোগ্য স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এবং স্বীয় প্রভু-সকাশে বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া, জয়স্কন্ধাবারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের বিপদ অনন্ত হইলেও পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর অপার কৃপায় তিনি সকল বিপদ হইতেই সহজে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এবারও তিনি দেবীর কৃপায় বঞ্চিত হইলেন না। রামশঙ্কর হৃষ্টচিত্তে কালনেমীর লঙ্কা ভাগের ন্যায় রাজ্য বিভাগের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এই সময় অকস্মাৎ সংবাদ আসিল, মিঃ

হারিভারলেষ্ট (Harryvarlest) বহু সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক, নবাব মহম্মদ রেজা খাঁকে বিতাড়িত ও নগর অধিকার করিয়াছেন। প্রভুব এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ পাইয়া, রামশঙ্কর দলবলসহ উর্দ্ধশ্বাসে চট্টগ্রামেব দিকে ধাবিত হইলেন। বিনা যুদ্ধে সমগ্র রাজ্য মহাবাজ কৃষ্ণমাণিক্যের হস্তগত হইল। রামশঙ্কর কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ উজীর উত্তরাসিংহকে তিনি আপন সঙ্গে চট্টগ্রামে নিয়াছিলেন।

ইহার পর ইংরেজগণ চট্টগ্রামে শাসনের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। হারিভারলেষ্ট (Harryvarlest) চিফ্ আফসার এবং Mr. Thomas Rumbold, Mr. Randolph Mamott ও Walter Wilkins মেম্বার ও এসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গোকুল ঘোষাল তাঁহাদের দেওয়ান ছিলেন। ইঁহারা ১৭৬১ খ্রীঃ ৫ই জানুযারী তারিখে মহম্মদ রেজা খাঁএর হস্ত হইতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। সুচতুর উজীর উত্তরসিংহ রামশঙ্কর কর্ত্তৃক চট্টগ্রামে নীত হইয়াছিলেন, তিনি সুযোগ বুঝিযা ইংরেজগণের সহিত মিলিত হইলেন। সাহেবগণও রাজকর্ম্মচারী বলিযা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে চট্টগ্রামের চিফ্ অফিসারের এসিষ্ট্যাণ্ট মিঃ রেণ্ডলপ মাবিয়ট সাহেব ত্রিপুবার জমিদারী বিভাগে মুসলমান অধিকাবের স্থলে ইংরেজ অধিকার স্থাপনের অভিপ্রাযে কুমিল্লায় আগমন করিলেন। তাহার সঙ্গে লেপ্টেনেন্ট মথি সাহেব একদল পদাতি সৈন্যসহ আগমন করিয়াছিলেন। এই মথি সাহেবের নাম বিকৃত করিয়া কৃষ্ণমালা গ্রন্থে 'মাতিছ' লিখিত হইয়াছিল।

লেপ্টেনেন্ট মথি কৈলারগড় দুর্গের সন্নিহিত স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধের ফলাফল বড়ই অনিশ্চত। তিনি কৈলারগড় দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া, তিনকড়ি ঠাকুর, গোবর্দ্ধন ঠাকুর ও জয়দেব বায়কে সহ শিঙ্গারবিল গ্রামে গমন করিলেন। এইস্থানে তাঁহারা গোলমোহব সিংহের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

মথি সাহেব মহারাজের স্থানান্তরে গমনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—"যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জমিদারী বিভাগের বিহিত বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আমি আগমন করিযাছি"। তিনি মহারাজের সাক্ষাৎ লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য হৃষ্টচিত্তে সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাহার শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ 'মণিঅন্ধ' গ্রামে পৌছিলে, মথি সাহেব তাহার দেওয়ানকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মহারাজ দেওয়ানের সঙ্গে শিবিরে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় বাক্যালাপের পর, মহারাজ কৈলারগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, মারিয়ট্ সাহেব উজীর উত্তরসিংহকে লইয়া কৈলারগড়ে আগমন করিলেন, তিনি মথি সাহেবের সহিত এক সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর মহারাজ সাহেবদ্বয়ের সহিত কুমিল্লায় গমন করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরে, লেপ্টেনেণ্ট মথি চট্টগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। মারিয়ট্ সাহেব এবং মহারাজ ইহার পরেও চারি পাঁচ মাস কাল কুমিল্লায় ছিলেন। এই সময় মণিচন্দ্র নাজিরের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিমন্যুকে মহারাজ নাজিরের পদ প্রদান করেন মারিয়ট সাহেব চট্টগ্রামে প্রত্যাগমন করিবার পর, মহারাজ ৺ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর অর্চ্চনার নিমিত্ত উদযপুরে গমন করিয়াছিলেন।

উজীর উত্তরসিংহ, জয়দেব রায় ও গোবর্দ্ধন ঠাকুর কুমিল্লায় অবস্থান পূর্ব্বব শাসন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নৃপতির আদেশে লুচিদর্প নারায়ণ থানাদার (শাসনকর্ত্তা) রূপে দক্ষিণশিক গড়ে ছিলেন। এই সময় পূর্ব্ব পরাজিত আবদুল রেজাক পুনর্ব্বার লুচিদর্পকে আক্রমণ করিল এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লুচিদর্প কুমিল্লাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থ অভিযানকারী জয়দে রায়ের সহিত

পথি মধ্যে দেখা হইল। তখন উভয়ে মিলিত হইয়া ফাল্গুনকরার গড়ে গমন করিলেন এবং তথা হইতে খণ্ডলে চলিয়া গেলেন। সেখানে আবদুল রেজাকের পুত্র সদরগাজী কিল্লা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছিল, ত্রিপুর সেনাপতিদ্বয় তাহাকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার জয়লাভ ঘটিল, সদরগাজী পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণশিকে পিতৃ সকাশে উপস্থিত হইল, যুদ্ধ বিবরণ অবগত হইয়া আবদুল রেজাক ভীত হইয়া পুত্র প্রভৃতিকে সহ দক্ষিণশিক হইতে পলায়ন করিল। লুচিদর্প পুনর্ব্বার দক্ষিণশিকে যাইয়া সমসের গাজির বাসভবনের উপর কিল্লা স্থাপন করিলেন। জয়দেব কবরা ছাগলনাইয়া গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিবস নীরব থাকিয়া, আবদুল রেজাক তিন সহস্র সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণশিকে লুচিদর্পকে আক্রমণ করিল। এই সংবাদ পাইয়া সেনাপতি জয়দেব রায়, লুচিদর্পের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। আবদুল রেজাক সেনাপতিদ্বয় কর্তৃক দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ সৈন্য সমরানলে বিসর্জ্জন করিল। ত্রিপুর সৈন্যগণ পলায়মান আবদুল রেজাকের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পথে পথে তাহার সৈন্যদিগকে বধ করিতেছিল, অনেকে পলায়ন করিতে গিয়া ফেণী নদীতে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

ইহার অল্পকাল পরে, মুরশিদাবাদের দরবার কর্তৃক নিয়োজিত ফৌজদার মহাসিংহ কুমিল্লায় আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাখনলাল নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। ফৌজদারের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে লুচিদর্প ও জয়দেব দক্ষিণ শিক হইতে কুমিল্লায় আসিয়া ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করিলেন, এবং তাঁহারা মাখনলালকে লইয়া কৈলারগড়ে মহারাজ সদনে চলিয়া গেলেন। মাখনলাল মহারাজ কর্তৃক নায়েবের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কুমিল্লায় ফৌজদারের সঙ্গে থাকিয়া খাজানা আদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য দেখিলেন, প্রবল বহিঃশত্রু মঘ ও মুসলমান কর্ত্তৃক উদয়পুর বারম্বার আক্রান্ত হইতেছে। সেইস্থানে রাজধানী

রাখা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। অনেক চিন্তার পরে কৈলারগড়ের সন্নিহিত আগরতলায় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করা সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায়, ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে তথায় নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল।* এই সময় হইতে উদয়পুরের রাজধানী জনিত গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই সময় পুনর্ব্বার কতিপয় সম্প্রদায়ের কুকি বিদ্রোহী হইয়া কর বন্ধ করে। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ঠাকুর ও ভদ্রমণি সেনাপতি প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্রোহীদিগকে সম্যকরূপে দমিত ও করপ্রদ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় মহারাজ আগরতলা ছাড়িয়া কৈলারগড় দুর্গে বাস করিতেছিলেন।

কুকি দমনের অল্পকাল পরে, চট্টগ্রামের চিফ হারিভারলেষ্ট, কাপ্তেন স্কুলটিন, লেপ্টেনেণ্ট ইষ্টবিল প্রভৃতি আটজন ইংরেজ, তাঁহাদের দেওয়ান গোকুল ঘোষালকে সহ বহু সৈন্য সঙ্গে লইয়া কসবায় যাইয়া ছাউনী করিলেন। ইহারা ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। ইংরেজবাহিনী কসবায় অবস্থান কালে ত্রিপুরেশ্বর তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। হারিভারলেষ্ট মহারাজকে এই অভিযানে যোগদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজ কার্য্যানুরোধে তিনি স্বয়ং যাইতে না পারিয়া, জয়দেব রায় ও লুচিদর্পনারায়ণকে সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংরেজবাহিনী হেড়ম্ব রাজ্যে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ রাজা, স্বীয় রাজধানী খাসপুর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া, রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ বিশ্রামার্থ সেইস্থানে শিবির সংস্থাপন করিল। এই সময় সংবাদ আসিল, মুরশিদাবাদের নবাব কাশীম আলী খাঁএর (মির কাশিমের) দেওয়ান বৃন্দাবন, ঢাকায় আসিয়া নবাব সৈন্য সাহায্যে তথাকার ইংরেজদিগের কুঠি সমূহ

---

* এগার শ সত্তর সন হএত যখন।
আগরতলা রাজধানী করিল রাজন॥
কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড— ৫১ পৃষ্ঠা।

লুণ্ঠন করিতেছে। হারিভারলেষ্ট সাহেব, বৃন্দাবনের কার্য্যে বাধা প্রদান জন্য সুলটিন সাহেবকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। ক্যাপ্টেন সুলটিন বৃন্দাবন দেওয়ানকে পরাভূত করিয়া মুরশিদাবাদ আক্রমণ ও নবাব কাশীমআলী খাঁকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজাধিকার স্থাপনের সূচনা হয়।

অতঃপর হারিভারলেষ্ট সাহেব ব্রহ্মদেশের দিকে অগ্রসর না হইয়া, হেড়ম্ব হইতে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়দেব এবং লুচিদর্পও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে খু চুং কুকিগণ পুনরায় বিদ্রোহী হওয়ায়, লুচিদর্প পথ হইতে তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে গমন করেন, জয়দেব রায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

বঙ্গদেশ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছে জানিয়া মহারাজ জয়দেব উজীরকে মৈত্রী স্থাপনের নিমিত্ত চট্টগ্রামে হারিভারলেষ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। সাহেব মহারাজের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমরা কখনও ত্রিপুরার পক্ষ পরিত্যাগ করিব না।" এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব হেতু মহারাজ, পরিবারবর্গকে এতকাল খোয়াই নদীর তীরে রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে আগরতলায় আনা হইল। অন্যান্য অনুচরবর্গ আগরতলায় বসতি স্থাপন করিলেন। ৺বৃন্দাবনচন্দ্র দেবতা উদয়পুর হইতে আনয়ন করিয়া এই সময় আগরতলায় এক সুরম্য মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছিল।

সেনাপতি গোবর্দ্ধন রায় ও ভদ্রমণি কিরাতদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। আবদুল রেজাক, সাহা মহাম্মদ নামক জনৈক জমাদারকে যুদ্ধার্থ সেই স্থানে প্রেরণ করিল। গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী কিল্লা হইতে গোবর্দ্ধন রায় তাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইহার পরেও আবদুল রেজাক ক্রমান্বয়ে দুইবার দক্ষিণশিকের কিল্লা আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ভোজপুরে অবস্থানপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি

আরম্ভ করিল। তাহার দস্যুতার মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তৎফলে সে নবাব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুরশিদাবাদে নীত ও সমসের গাজীর ন্যায় তোপের মুখে হত হইয়াছিল।

এই সময় উজীর উত্তরসিংহ পরলোক গমন করায় মহারাজ, জয়দেব ঠাকুরকে উজীর, বীরমণি ঠাকুরকে নায়েব উজীর, হীরামণিকে কারকন, মাখনলাল ও রামকেশবকে নায়েব, পদ্মনাভ ও পঞ্চাননকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সময় মহম্মদ আলী বা মরাম্মত আলী নামক এক ব্যক্তি নবাব কর্ত্তৃক ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইয়া কুমিল্লায় আগমন করিলেন। ময়ুর (Mr. Mayer) নামক এক সাহেব তৎকালে চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া রোশনাবাদ প্রদেশকে ত্রিপুরার অঙ্কচ্যুত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কপট ব্যবহার দ্বারা রাজ ভাগিনেয় বীরমণি ঠাকুর এবং ভদ্রমণি দেওয়ান ও হাড়িধন লস্করকে বন্দী করিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিল। রাজপক্ষও সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। অতঃপর কমলাসাগরের তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রিপুর সৈন্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া কেহ দুর্গ রক্ষার্থ এবং কেহ বিপক্ষের গতিরোধের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে আরম্ভ হইয়া, পরদিন অধিক বেলা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুমুল সংগ্রামের পর অরাতি পক্ষের পরাজয় ঘটিল। পরাহত মিঃ মায়ার ও মহম্মদ আলী ঢাকা নগরীতে প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও মহারাজ সুখী হইতে পারিলেন না ; তাঁহার ভাগিনেয় বীরমণি ঠাকুর, ভদ্রমণি দেওয়ান ও হাড়িধন শত্রু হস্তে বন্দী থাকায়, তাঁহাদের জন্য মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র বলরাম রায় ঢাকায় ছিলেন, তিনি সুযোগ পাইয়া, রোশনাবাদের অধিকার লাভের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের নবাব দরবারে প্রার্থী হইলেন। নবাবের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের অসদ্ভাব থাকায়, এই প্রার্থনা সহজেই কার্য্যকরী হইল,

১৬

এবং নবাবের অনুমতি পাইয়া, বিপুল সেনাবাহিনীসহ কাদবায় যাইয়া বলরাম মাণিক্য নাম গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের নাজির রাজকীর্ত্তিনারায়ণের পৌত্রের নামও বলরাম ছিল এই ব্যক্তি যাইয়া বলরামমাণিক্যের সহিত মিলিত হইলেন ; এবং রাজার আদেশানুসারে সৈন্য লইয়া মিরজাপুরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময় মায়ার সাহেবের সৈন্যগণ পুনর্ব্বার দক্ষিণশিক গড় আক্রমণ করিল। এবারও তাহাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

বলরামমাণিক্যের সৈন্যগণ মিরজাপুরেব শিবির পরিত্যাগপূর্ব্বক কুমিল্লা আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিল। উজীর জয়দেব ঠাকুর সৈন্যবলসহ কুমিল্লায় অবস্থান কবিতেছিলেন, তিনি শত্রু পক্ষের অভিযান বার্ত্তা পাইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। আমতলী গ্রামে উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হওয়ায়, ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বলরামমাণিক্যের অনুচর বলরাম ঠাকুর এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া কাদবায় ফিরিয়া গেলেন।

এই বলরাম ঠাকুর জয়দেব উজীরের মাতুল ছিলেন। উজীর গুপ্তচর প্রেরণ কবিয়া কৌশলক্রমে বলরামকে, রাজা বলরামেব পক্ষ ত্যাগ করাইয়া, ত্রিপুরেশ্বরের বশীভূত করিয়াছিলেন। অতঃপর বলরাম কাদবা পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লায় গমন কবেন। বলরাম মাণিক্য কাদবায় অবস্থান কবিয়া, পুনরাক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ কবিতে-ছিলেন।

এদিকে ইংরেজ সৈন্য খণ্ডলে আসিয়া ছাউনী করিল। আছুমণি ঠাকুর বাতিশা থানায় অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি খণ্ডলে যাইয়া ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ কবিয়াও ফললাভে সমর্থ হইলেন না। ইংরেজ সৈন্য পরাজিত আছুমণিকে বন্দী অবস্থায় চট্টগ্রামে নিয়া, তথা হইতে ঢাকার নবাব সদনে প্রেরণ করিল। ইংরেজগণ নবাবের নিয়োজনমতে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতঃপর ইংরেজ সৈন্য মিরজাপুরে আগমন করিল। ইহাতে জয়দেব উজীর ও সুচিদর্প নারায়ণ ভীত হইয়া, কুমিল্লা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কসবায় রাজ সন্নিধানে গমন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যও মিরজাপুর পরিত্যাগ করিয়া বায়েক গ্রামে যাইয়া ছাউনী করিল।

দুর্জ্জয় ইংরেজ শক্তির সহিত যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পরিয়া, মহারাজ পুরাতন বন্ধু হারিভারলেষ্ট সাহেবের সাহায্য লাভের আশায় কলিকাতা গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জয়দেব উজীর প্রভৃতির প্রতি রাজ পরিবারের রক্ষাণাবেক্ষণ ভার অর্পণ করিয়া, অল্পসংখ্যক অনুচরসহ ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দের পৌষ মাসে কৈলারগড় হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।*

নৃপতির প্রস্থানের পর, জয়দেব উজীর প্রভৃতি সকলেই কসবার দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগরতলায় গমন করিয়া যুবরাজ হরিমণি ঠাকুরের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজ পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং মন্ত্রিবৃন্দসহ আগরতলায় রহিলেন। সৈন্য সমাবেশ দ্বারা আগরতলার চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত হইল।

বলরাম মাণিক্য কাদবায় থাকিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন সুযোগ বুঝিয়া, নবাব কর্ত্তৃক নিয়োজিত ফৌজদারের স্থলবর্ত্তী আগাছালের সাহায্যে কুমিল্লানগরী অধিকার করিয়া বসিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের কলিকাতা গমনের সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সেনাপতি কিংলাক, বায়েক হইতে ভাটামাথা গ্রামে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুবরাজকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা নাই, সাহেবের দেওয়ান আসিয়া এরূপ প্রতিশ্রুতি দান না করিলে, যুবরাজ সাহেবের নিকট গমনে অস্বীকৃত হইলেন। সাহেব এই সংবাদ অবগত

---

* ত্রিপুর এগার শত ছিয়াত্তর সন।
পৌষ মাসে নৃপ কলিকাতায় গমন॥
কৃষ্ণমালা।

হইয়া স্বীয় দেওয়ান রামকান্ত বসুকে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। যুবরাজের প্রত্যয়ের নিমিত্ত রাজসরকারী নায়েব মাখনলালও সাহেবের অনুরোধে উক্ত দেওয়ানের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া যুবরাজকে জানাইলেন, "মহারাজের কলিকাতা যাত্রার সংবাদ পাইয়া, সাহেব যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, মিত্রতা স্থাপনের নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।" ইঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যুবরাজ বহু সৈন্যসহ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমুদাবাদের পথে যাত্রা করিলেন। তিনি বিজয় নদীর তীরে উপনীত হইয়া সৈন্যদিগকে তথায় রক্ষা করতঃ অল্প সংখ্যক লোকসহ ইংরেজ শিবিরে গমন করিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল, এবং মিত্রতার নিদর্শন-স্বরূপ সাহেব বিশেষ আদরের সহিত যুবরাজকে একটী উৎকৃষ্ট বন্দুক; একটী পিস্তল ও একখান বনাত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় উজীর জয়দেব ঠাকুর ও নায়েব মাখনলাল যুবরাজের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর সৈন্যাধ্যক্ষ কিংলাক যুবরাজের অনুরোধে ভাটামাথা ছাড়িয়া কিয়ৎকাল আগরতলার সন্নিহিত কালিকাগঞ্জে অবস্থানের পর কুমিল্লায় গমন করিলেন. যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে কুমিল্লায় গিয়াছিলেন। জয়দেব উজীর আগরতলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিংলাক যুবরাজকে সহ কুমিল্লায় যাইয়া দেখিলেন, বলরাম মাণিক্য নবাবের কর্ম্মচারীর সঙ্গে সেই স্থানে আছেন। যুবরাজকে সমাগত দেখিয়া জগৎমাণিক্যের মনে দুরভিসন্ধি জন্মিল। ঢাকা নগরে বলরাম মাণিক্যের সাহায্যকারী সিক নামক এক সাহেব ছিলেন। তিনি বলরামের অনুরোধ রক্ষার জন্য, যুবরাজকে বন্দীভাবে ঢাকায় প্রেরণ করিবার নিমিত্ত কিংলাক সাহেব নিকট পত্র লিখিলেন। কিংলাক এই পত্র পাইয়া রাগান্বিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলেন,—"যুবরাজকে আমি কুমিল্লায় আনয়ন করিয়াছি, তাঁহাকে নিরাপদে রাখিব এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, যুবরাজকে প্রেরণ করিতে পারিব না।" এই উত্তর দানের পর সাহেব

বহুসংখ্যক রক্ষী সঙ্গে দিয়া যুবরাজকে আগরতলায় প্রেরণ করিলেন। এবং নায়েব মাখনলাল ঢাকায় যাইয়া সিক সাহেবকে বাধ্য করতঃ যুবরাজের ঢাকায় যাইবার আদেশ রহিত করাইলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য কলিকাতায় যাইয়া প্রথমেই কালীঘাটে ৺ভবানীর অর্চ্চনা করিলেন। তৎপর হারিভারলেষ্ট সাহেবের দেওয়ান পূর্ব্ব পরিচিত গোকুল ঘোষালের সাহায্যে সাহেবের সহিত দেখা করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের সহিত হারিভারলেষ্টের পূর্ব্বেই সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল, তিনি তাঁহার বিপদের বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং মহারাজকে রোশনাবাদের বন্দোবস্ত প্রদান জন্য মুরশিদাবাদের নবাব নামে এক অনুরোধ পত্র লিখিয়া, মহারাজের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে মুরশিদাবাদে যাইতে বলিলেন তখনও সুবে বাঙ্গালার শাসনভার নবাবের হস্তেই ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী সূত্রে শাসনভার লাভ করিয়াছেন। হারিভারলেষ্ট সাহেব নিতান্ত সুজন এবং হৃদয়বান লোক ছিলেন। নবাব দরবারের অবস্থা কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিয়া তিনি ভাবিলেন, দরবারে কি ব্যবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত, তিনি স্বয়ং গেলে মহারাজের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। ইহা মনে করিয়া তিনিও মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নবাব দরবার হইতে মহারাজ রোশনাবাদের বন্দোবস্ত পাইলেন এবং বলরাম মাণিক্য ও তৎসঙ্গে নিয়োজিত আগাছালকে রোশনাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিবার আদেশ হইল।

মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই উক্ত আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুমিল্লা পল্টনের কর্ত্তা লেপ্টেনেণ্ট আলি গহরের* আদেশ মতে বলরাম মাণিক্য, আগাছালকে সহ রোশনাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। রাজ পক্ষে কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত লেপ্টেনেণ্ট যুবরাজকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে

---

* ইংরেজের আলি গহর নাম বিশুদ্ধ নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখন প্রকৃত নাম জানা সম্ভবপর নহে।

রামজয় উজীর কুমিল্লায় যাইয়া কর্ম্মচারীবর্গসহ কাগজপত্র বুঝিয়া লইয়া সাহেবকে রশিদ প্রদান করিলেন।

মহারাজ, নবাব দরবার হইতে বন্দী বীরমণি, ভদ্রমণি ও হাড়িধনকে মুক্ত করিলেন এবং কলিকাতায় যাইয়া, হারিভারলেষ্ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ঢাকায় যাইয়া বন্দী আছুমণি ঠাকুরকে মুক্ত করতঃ চট্টগ্রামে গমন করিলেন। এবং তত্রস্থ বড় সাহেব ছেগুেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১১৭৭ ত্রিপুরাব্দেব (১৭৬৭ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কবিলেন।

অতঃপব মহারাজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিযা ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিযাছিলেন। তিনি দেবালয় গঠন, দেবতা স্থাপন, জলাশয প্রতিষ্ঠাদি যে সমস্ত পুণ্যজনক কার্য্য করিযাছেন, পূর্ব্বে তৎসমস্তের উল্লেখ করায এস্থলে পুনবালোচনা কবা হইল না। তিনি অবসর কাল ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চায অতিবাহিত কবিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিঃসন্তান থাকায়, তাঁহাব অনুজ যুবরাজ হরিমণি ঠাকুর একাধারে মহারাজের ভ্রাতৃ বাৎসল্য ও অপত্য স্নেহের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিধি বিড়ম্বনায় ১৬৯০ শকেব জ্যৈষ্ঠ মাসে যুবরাজ পরলোক গমন করিলেন। দুর্ব্বিসহ বিপদের সময় যিনি ছায়ার ন্যায় অগ্রজের সঙ্গে ছিলেন, সেই অনুগত এবং একমাত্র স্নেহের আধার যুবরাজের অকাল মৃত্যুতে রাজা এবং রাজপরিবারস্থ সকলেই শোকে মুহ্যমান হইলেন। যুবরাজের রাণী রত্নমালা দেবী পতিসহ চিতায় আরোহণ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যবতী নাম্নী অপরারাণী (মহারাজ রাজধর মাণিক্যের জননী) পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময় কিমিল সাহেব (Cambell ?) কাউন্সিলের প্রধান নেতা এবং শোর (Mr. John Shore) সাহেব মেম্বর নিযুক্ত হন। লিক সাহেব (Mr. Rolph Leeke) ত্রিপুরার রেসিডেণ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে রোশনাবাদের পুনর্ব্বন্দোবস্তের

অনুষ্ঠান হয়। মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য, সুদক্ষ কর্ম্মচারীসহ মাণিকচন্দ্র ঠাকুরকে বন্দোবস্ত কার্য্যসম্পাদন জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। তৎপর রাজধর ঠাকুরকেও প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু লিক্ সাহেব বিরুদ্ধাচরণ করায় কার্য্য সম্পাদন পক্ষে বিঘ্ন ঘটিল। অল্পদিন পরে শোর সাহেব ঢাকায় আগমন করায়, মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য তথায় যাইয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ জন্য চেষ্টা করিলেন। এবারও লিক্ সাহেবের বিপক্ষতাব দরুণ মহাবাজ অকৃতকার্য্য হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে মহাবাজ কৃষ্ণমাণিক্য বাতব্যাধি রোগে আক্রান্ত হইলেন, তিনি বহু উপদ্রব ভোগের সহিত ১৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১৭০৫ শকের (১১৯৩ ত্রিপুরাব্দ) আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে (১১ ৭ ১৭৮৩ খ্রীঃ) লীলা সম্বরণ করেন। বিপুল সমারোহে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদিত হইল। মহারাণী জাহ্নবী মহাদেবী পতির চিতারোহণের সঙ্কল্প পূর্ব্বহইতেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। অতঃপর জাহ্নবী দেবী স্বল্পকালের জন্য রাজ্য শাসন করেন।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
বিদ্যাভূষণ

কৃষ্ণমণির গমনাগমন পথ পরিক্রমা

১. উদয়পুর	হইতে	কর্ব্বঙ পাড়া	ঈশান কোণে মনুনদী তীরবর্ত্তী
২. কর্ব্বঙ পাড়া	”	কৈলাস-হর	
৩. কৈলাস-হর	”	ধর্মনগর	
৪. ধর্মনগর	”	পাথার কান্দি	
৫. পাথার কান্দি	”	খাসপুর	হেড়ম্বরাজ্যের রাজধানী
৬ খাসপুর	”	পূর্ব্বকুল	বরবক্র নদীর দক্ষিণে
৭. পূর্ব্বকুল	”	রিয়াঙ পাড়া	মায়ানী নদী তীরবর্ত্তী
৮. রিয়াঙ পাড়া	”	বঙগ পাড়া	লঙ্গাই নদী তীরবর্ত্তী
৯. বঙ্গ পাড়া	”	হালিয়া কান্দি	
১০. হালিয়া কান্দি	”	রাঙ্খল পাড়া	পূর্ব্বকুল
১১ রাঙ্খল পাড়া	”	ছাকাচেব পাড়া	”
১২. ছাকাচেব পাড়া	”	সানাই দেওয়ান পাথর	
১৩. সানাই দেওয়ান পাথর	”	রাঙ্খল পাড়া	
১৪. রাঙ্খল পাড়া	”	ছাইমের পাড়া	
১৫. ছাইমের পাড়া	”	চরাই পাড়া	
১৬. চরাই পাড়া	”	রাজধর ছড়া (রাতা ছড়া)	মনু নদী তীরবর্ত্তী
১৭. রাজধর ছড়া	”	বটতলা	খোয়াই (ক্ষমা) নদী তীরবর্ত্তী
১৮. বটতলা	”	মনতলা	
১৯. মনতলা	”	কৈলাগড় (কসবা)	

২০.	কৈলা গড়	হইতে	ভাতু ঘর	
২১.	ভাতু ঘর	”	ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	
২২.	ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	”	কৈলা গড়	
২৩.	কৈলা গড়	”	সিঙ্গার বিল	
২৪.	সিঙ্গার বিল	”	মণি অন্ধ	
২৫.	মণি অন্ধ	”	কৈলাগড়	Marriot এবং Mathews এর সহিত সাক্ষাৎ
২৬.	কৈলা গড়	”	কুমিল্লা	কৃষ্ণমণি ও Marriot কুমিল্লায় গমন
২৭.	কুমিল্লা	”	উদয় পুব	
২৮.	উদয়পুব	”	কুমিল্লা	
২৯.	কুমিল্লা	”	ফুলতলী	
৩০.	ফুলতলী	”	কৈল'গড	
৩১.	কৈলাগড	”	আগরতলা	পুরাতন আগরতলাতে পুরী নির্মাণ
৩২.	আগরতলা	”	কৈলাগড	দোলযাত্রা
৩৩.	কৈলাগড়	”	আগবতলা	বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ, দুর্গাপূজা
৩৪.	আগরতলা	”	কালিকা গঞ্জ	নুরনগর পরগণায়, দীঘি খনন
৩৫.	কালিকা গঞ্জ	”	আগরতলা	
৩৬.	আরগতলা	”	কৈলা গড	অশুভ আঁতাত, আমতলী ও খণ্ডলে যুদ্ধ
৩৭.	কৈলাগড়	”	কলিকাতা	
৩৮.	কলিকাতা	”	মুর্শিদাবাদ	
৩৯.	মুর্শিদাবাদ	”	কলিকাতা	
৪০.	কলিকাতা	”	ঢাকা	
৪১.	ঢাকা	”	লক্ষ্মীপুরা	

৪২.	লক্ষ্মীপুরা	হইতে	চট্টগ্রাম	
৪৩.	চট্টগ্রাম	"	দক্ষিণ শিক	
৪৪.	দক্ষিণ শিক	"	খণ্ডল	
৪৫.	খণ্ডল	"	চৌদ্দ গ্রাম	
৪৬.	চৌদ্দ গ্রাম	"	বগাসাইর	
৪৭.	বগাসাইর	"	ফুলতলী	
৪৮.	ফুলতলী	"	মেহেরকুল	
৪৯.	মেহেরকুল	"	আগরতলা	
৫০.	আগরতলা	"	জগন্নাথপুর	
৫১.	জগন্নাথপুর	"	আগরতলা	
৫২.	আগরতলা	"	কালিকাগঞ্জ	
৫৩.	কালিকাগঞ্জ	"	আগরতলা	
৫৪.	আগরতলা	"	জগন্নাথপুর	
৫৫.	জগন্নাথপুর	"	আগরতলা	
৫৬,	আগরতলা	"	বৈকুণ্ঠধাম	স্বর্গারোহণ

কৃষ্ণমালায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অভিমন্যু রায় কবরা—ইনি মণিচন্দ্র নাজির-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি উদয়পুর, মনতলা, রিয়াংপাড়া, কৈলাগড়, নুরনগর প্রভৃতি স্থানে গমন করে রাজকাজ করেন। মণিচন্দ্র লোকান্তরিত হলে পর ইনি নাজির হন।

আছুমণি ঠাকুর—ইনি কৃষ্ণমাণিক্যের ভাগিনা; দক্ষিণ শিক খণ্ডল তিষিণাতে রাজপক্ষীয় যোদ্ধা। খণ্ডলের যুদ্ধে তিনি ইংরাজ কর্তৃক ধৃত হয়ে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় নীত হন, পরে মুক্ত হন।

আনন্দচন্দ্র গোস্বামী—রাজগুরু গুরুপ্রসাদ গোস্বামীর সহোদর, কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

আবদুল রজ্জাক—সমসের গাজীর অনুচর, বিশ্বাসঘাতক, তস্কর, বার বার ত্রিপুরা আক্রমণকারী ; নবাব কর্তৃক নিহত।

আবুতানি নবাব—শ্রীহট্টের জমিদার ও ইন্দ্রমাণিক্যের মিত্র।

আমুদ খান পাঠান ; ফুহারাগড়ে ত্রিপুরা-আক্রমণকারী।

আলি গহর ইনি ইংরাজ : প্রকৃত নাম জানা যায় নি। কুমিল্লাতে ইংরাজ থানাদার।

আলিবর্দ্দি খান -বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্তা (১৭৪০-১৭৫৫ ইং) ; ৯. ৪ ১৭৫৬ ইং লোকান্তরিত। পরবর্তী নবাব সিরাজ।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী - নুরনগর নিবাসী রাজভক্ত বিশিষ্ট প্রজা।

ইন্দ্র মাণিক্য—পাচকড়ি ঠাকুর ও ইন্দ্র একই ব্যক্তি ; মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র : কৃষ্ণমণির অগ্রজ ; মুর্শিদাবাদে প্রতিভূ ; পরে সেখানেই বিষ পান করে প্রাণ ত্যাগ করেন।

উত্তর সিংহ নারায়ণ—মতাইয়ের জয় মাণিক্যের উজির।

উৎসব রায়—ছত্র মাণিক্যের পুত্র।

এক কড়ি—এক কড়ি ও জয়মণি চন্তাই একই ব্যক্তি। শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই-এর পুত্র।

কন্দমণি চৌধুরী —নুর নগর নিবাসী, রাজভক্ত, বিশিষ্ট প্রজা।

কল্যাণ মাণিক্য—ধর্ম মাণিক্য (১৪৩ -১৪৬২ খৃঃ)-এর ভাই গগন ফা এর বংশধর ; গোবিন্দ মাণিক্যের পিতা ; ধার্মিক, প্রজারঞ্জক, পরাক্রমশালী নৃপতি।

কল্যাণ রায়—নুরনগর নিবাসী, রাজভক্ত, বিশিষ্ট প্রজা।

কর্ব্বর আলি বোন্দাশীল গ্রাম নিবাসী ফকির ও কপট, উস্কানীদাতা।

কান্তবাবু—কিংলাক সাহেবের দেওয়ান ; ইনি আগরতলায় প্রেরিত হরিমণিকে বুঝিয়ে সাহেবের নিকট নিতে। একই

নামে হেস্টিংস-এর আমলে ছিলেন দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দি।

কার্যপ্রসাদ নারায়ণ—হেড়ম্ব রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত ত্রিপুরার সেনাবলের সেনাপতি।

কলিরায় কুকি—জয় মাণিক্যের অনুচর; কৃষ্ণমণিকে আক্রমণ কারী।

কিমিল সাহেব—camnbell সাহেব; সম্ভবত ইনি ২৪. ২. ১৮২৬ ইং ব্রহ্মদেশে সম্পাদিত ইয়ান্দাবু চুক্তির নায়ক Archibold cambell.

কিংলাক সাহেব—ইনি ত্রিপুরাকে আক্রমণ করতে এসে নিরস্ত হন। কান্তবাবুর মাধামে হরিমণির সহিত মিত্রতা করেন।

কৃষ্ণমণি—কৃষ্ণমণি ও কৃষ্ণমাণিক্য একই ব্যক্তি; ইন্দ্রের অনুজ; মুকুন্দ-তনয়।

কৃষ্ণমাণিক্য—মুকুন্দ মাণিক্যের অন্যতম পুত্র, কৃষ্ণমালার নায়ক। রামায়ণের দৃষ্টিতে ত্রিপুরার রামচন্দ্র।

কৃপারাম—ইনি উদয়পুর, মনতলা রিয়াংপাড়া আমতলী প্রভৃতি স্থানে ত্রিপুরার রাজকাজ করেন। ১১৭৬ ত্রিং আমতলী রণক্ষেত্রে ত্রিপুরার পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন।

কেশরী—ইনি ১১৭৬ ত্রিং আমতলী রণক্ষেত্রে ত্রিপুরার পক্ষে তথা বলরাম মাণিক্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন।

খুচুঙ্গদর্প নারায়ণ—ইনিই জনার্দ্দন সেনাপতি। খুচুঙ্গদের পরাভূত করে খুচুঙ্গদর্প নারায়ণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি হেড়ম্ব রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরিত হন।

খোসাল রায়—খাসিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। কৃষ্ণমণির বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং মেহেরকুলে জয়দেব-এর সহকর্মী।

গকুল ঘোষাল—Harry verelst সাহেবের দেওয়ান; কলিকাতায় কৃষ্ণমাণিক্যের উপকারী বন্ধু।

গদাধর ঠাকুর—দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র, লক্ষ্মণ মাণিক্যের পিতা।

গদাধর নাজির—দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্যের নাজির রাজকীর্তি নারায়ণ; রাজকীর্তি নাজিরের পুত্র গদাধর নাজির। গদাধরের পুত্র বলরাম।

গঙ্গাবিষ্ণু রায়—কুমিল্লানিবাসী রাজভক্ত প্রজা।

গফুর জমাদার—শ্রীহট্টের জমিদার আবুতানি-এর কর্মচারী।

গুরুপ্রসাদ গোস্বামী—রাজগুরু; জগন্নাথ দীঘি উৎসর্গের হোতা।

গোবর্দ্ধন—হেড়ম্বর বিরুদ্ধে প্রেরিত ত্রিপুরার রাজকর্মচারী।

গোলমোহর সিংহ—সিঙ্গারবিল নিবাসী, রাজভক্ত প্রজা; কৃষ্ণমণির আশ্রয় দাতা।

গোলাম আলি- পাঠান, ফুহারা গড়ে ত্রিপুরা আক্রমণকারী।

গৌরীপ্রসাদ—মতাইতে জয় মাণিক্যের নাজির।

চণ্ডিপ্রসাদ—রিয়াং সমাজপতি, বিচক্ষণ ব্যক্তি, ত্রিপুরার শীর্ষমণ্ডলকে আশ্রয়দাতা।

চূড়ামণি কারকোন—বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী; সমসের গাজীর বন্দীভূত ও কবলিত উত্তর সিংহ উজীরকে তরপ থেকে উদ্ধারকারী, মনুনদী তীরে রাজপরিবার রক্ষক।

ছত্র মাণিক্য রাজর্ষি গোবিন্দ মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র রায়, মোগলের সাথে ষড়যন্ত্রী, জবরদখলকারী রাজা।

ছদিয়াল মায়ারাম—১১৭৬ত্রিং আমতলী রণক্ষেত্রে ত্রিপুরার পক্ষীয় সৈনিক

ছবি মামুদ শ্রীহট্টের জমিদার আবুতানি-এর কর্মচারী।

জগতরাম—ইন্দ্র মাণিক্যের সেবক ও মৃত্যু সংবাদবাহক।

জনার্দ্দন সেনাপতি—ইনি খুচঙ্গদর্প নারায়ণ।

জয়দেব রায় কবরা—কৃষ্ণমণির সুখ দুঃখের চিরসাথী; অতীব বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, পরাক্রমশালী সেনাধ্যক্ষ, হেড়ম্বের বিরুদ্ধে অভিযান তিনি সমর্থন করেন নি।

জয়ন্ত চন্তাই—শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই-এর পুত্র ; চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ; ঐতিহাসিক, জীবনীকার।

জয়মণি – মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র ; হরিমণির সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; কৃষ্ণমণির বৈমাত্রেয় ভাই

জয় মাণিক্য –ইনিই রুদ্রমণি সুবা ; ইনি দক্ষিণ ত্রিপুরার মতাইতে রাজপাট স্থাপয়িতা ; কৃষ্ণমণিকে নিহত করতে কুকিদিগকে উস্কানীদাতা।

জয়রত্ন—ত্রিপুরার অন্যতম সেনাপতি ; আক্রমণকারী খু চুঙ্গদিগকে দমনকারী।

জয়সিংহ—মতাইতে জয় মাণিক্যের কারকোন।

জাফর আলি—মিরজাফর ; পলাসীর যুদ্ধের পর পুতুল নবাব (১৭৫৭-৬০) ; মির কাসিম (১৭৬০-৬৩)-এর পর দ্বিতীয়বার নবাব (১৭৬৩-৬৫)।

জিয়ন খান—পাঠান ; ফুহাবাগড়ে ত্রিপুরা-আক্রমণকারী ও নিহত।

ডোমন গাজি—দক্ষিণ শিক নিবাসী ; সমসের গাজীর বংশধর।

তিনকড়ি—কৃষ্ণমণির ভাগিনা, বিশ্বাসভাজন ; ইংরাজের হাতে বন্দী ; পরে মুক্ত।

ধন ঠাকুর কৃষ্ণমণির সাথে বনবাসী।

ধনঞ্জয় চন্তাই—কৃষ্ণমণির সমকালীন ব্যক্তি, চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিত।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ—হেড়ম্ব রাজ্যের রাজপুরোহিত।

ধর্ম্ম মাণিক্য—ইনি দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্য (১৭১৩-১৭৩৩খৃ) ; রামদেব মাণিক্যের পুত্র দুর্য্যোধন ও ধর্ম্ম একই ব্যক্তি।

ধর্ম্মরত্নানারায়ণ—ত্রিপুরার রাজপুরোহিত ও উপদেষ্টা ; কৃষ্ণমণির সহিত বনবাসী ; শ্রীহট্টে লোকান্তরিত।

ধরণীধর ভট্টাচার্য –ত্রিপুরার অন্যতম রাজপুরোহিত ; শ্রীহট্টে

ধর্মরত্ন লোকান্তরিত হলে পর, ধরণীধর ও রামজীবন প্রেরিত হন তথায়।

নরনারায়ণ—মতাইতে জয় মাণিক্যের যুবরাজ।

নয়ন—বিশ্বস্ত সেবক ও রাজপরিবারের সহিত বনবাসী।

নারায়ণ ঠাকুর—উদয়পুর নিবাসী, রাজপরিবারের সহিত বনবাসী।

নিদান রায়—কাযেস্ত, কৃষ্ণমণির হিতাকাঙ্খী প্রজা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার—ত্রিপুরার রাজভক্ত প্রজা; আমতলী রণক্ষেত্রে ১১৭৬ ত্রিং (১৭৬৬ ইং) ত্রিপুরার পক্ষীয় সেনা।

নরেন্দ্র—নুর নগর নিবাসী, রাজভক্ত, বুদ্ধিমান প্রজা।

নৈষধ রায়—সম্ভবতঃ খাসিয়া, ত্রিপুরার কর্মচারী; বার্ত্তাবাহক; খাসিয়া সমাজপতি পরশুরাম-এর নিকট প্রেরিত দূত।

পদ্মনাভ কারকোন—কৃষ্ণমণির দেওয়ান।

পরশুরাম—খাসিয়া সমাজপতি; নৈষধ রায় মারফত কৃষ্ণমণির পত্র পেয়ে এক শত খাসিয়া সৈন্য প্রেরক।

পাচকড়ি শুঁড়ি—নুরনগরের দেবগ্রাম নিবাসী, সুযোগ সন্ধানী, কৈলাস-হরে কৃষ্ণমণিকে আক্রমণকারী।

পাণ্ডব বড়ুয়া কৃষ্ণমণির সুখ-দুঃখের চির সাথী; অত্যন্ত পরাক্রমশালী সেনাধ্যক্ষ; লুসাই-দমনকারী বলে লুচিদর্পনারায়ণ উপাধিতে ভুষিত।

পিঙ্গ চাঙ্গ কুকি—জয মাণিক্যের অনুচর, কৃষ্ণমণিকে আক্রমণকারী।

ফজুল্লা—মির আজিজ-এর মোসাহেব, অনুচর, কুচক্রী।

ফতে মামুদ—পাঠান; কুহাবা গড়ে আজিজের পক্ষে ও ত্রিপুরার বিপক্ষে যোদ্ধা

বদঙ্গ দেওয়ান—ত্রিপুরার দেওয়ান; সমসের কর্তৃক উদয়পুর জবর দখল হলে পর তীর্থবাসী।

বনমালী—ত্রিপুরার সেনাপতি; বিশ্বাসঘাতক রামধন উজিরকে হত্যাকারী; গাজীর কবল থেকে উত্তর সিংহকে উদ্ধারকারী;

থুচুঙ্গ দফা দমনকারী ; হেড়ম্বের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাপতি।

বলভদ্র ঠাকুর—হেড়ম্বের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাপতি।

বলরাম মাণিক্য—ছত্র মাণিক্যের বংশধর ষড়যন্ত্রী ; আমতলীতে কৃষ্ণমণিকে আক্রমণকারী, কাদব দখলকারী।

বলরাম—ধর্ম্ম মাণিক্যের নাজির রাজকীর্তি ; রাজকীর্তির পুত্র গদাধর ; গদাধরের পুত্র বলরাম। বলরাম ও বলরাম মাণিক্য মিলে কৃষ্ণমণির বিরুদ্ধে আমতলী রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করল।

বাঠি রায়—রিয়াং ; চণ্ডিপ্রসাদের ভাই ; সমসের গাজীকে প্রতিহতকারী।

বিজয় সিংহ—উদয়পুর নিবাসী ; সম্ভবতঃ ইনি গোবিন্দ মাণিক্যের ভাই জগন্নাথ-এর বংশজ বিজয় মাণিক্য যিনি এই গোলেমালে কয়েকদিনের জন্য রাজা হন।

বিদ্যার্ণব আচার্য—গ্রহাচার্য ; কৃষ্ণমাণিক্যের কলিকাতা গমনের (পৌষ, ১১৭৬ ত্রিং) শুভ দিনক্ষণ, কালনির্ণায়ক।

বিনন মাঝি—নৌকা চালক ; কৃষ্ণ মাণিক্যকে নৌকাযোগে কলিকাতা নেবার মাঝি।

বিরিঞ্চি কবরা—রাজ্যহারা কৃষ্ণমণি গেলেন বনে ; বিরিঞ্চি, গোবর্দ্ধন, জয়দেব, বনমালী গেলেন উত্তরে ভেলার হাকরে।

বীরধর—কৃষ্ণমণির ভাগিনা, মযুর সাহেব ও মহম্মদ আলির কৌশলে বন্দী।

বৃন্দাবন—মির কাশিমের প্রেরিত যোদ্ধা ; ঢাকা লুণ্ঠনকারী।

ব্রজনাথ অধিকারী—পুরোহিত ; কৃষ্ণমণির অনুগামী, বনবাসী

ভঙ্গরায়—সেনাপতি; কৃষ্ণমাণিক্যর সহিত কলিকাতায় যাত্রার সাথী।

ভদ্রমণি ঠাকুর—মুকুন্দমাণিক্যের বড় রানীর গর্ভজাত তিনপুত্র, যথা—ইন্দ্রমণি, কৃষ্ণমণি, ভদ্রমণি। ছোট রানীর গর্ভজাত দুইপুত্র যথা—হরিমণি ও জয়মণি।

ভাগ্যবতী—রামচন্দ্র সেনাপতির কন্যা ; হরিমণির পত্নী ; রাজধরের মাতা।

ভাগ্যবন্ত—কৃষ্ণমণির বিশ্বাসভাজন ; ১১৬৯ ত্রিং মুর্শিদাবাদে সনদের জন্য প্রেরিত ত্রিপুরার দূত।

ভাত্নুরায়—ত্রিপুরার অন্যতম সেনাপতি। কার্যপ্রসাদ নারায়ণ, জয়দেব, জনাদন, ভদ্রমণি ও ভাত্নুরায় হলেন সহযোদ্ধা ; কৃষ্ণমণির বাহুবল স্বরূপ।

মণিচন্দ্র –দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের নাজির ছিলেন চন্দ্রকীর্তি ; চন্দ্রকীর্তির দুই পুত্র, যথা—মনিশচন্দ্র ও অভিমন্যু। উভয় ভ্রাতা নাজির হন।

মহা সিংহ—নবাব কর্তৃক নিয়োজিত ফৌজদার।

মাখন পাল—ত্রিপুরার রাজভক্ত প্রজা ; রাজকাজে মুর্শিদাবাদ প্রেরিত।

মাখনলাল—মুর্শিদাবাদ থেকে আগত ; কৃষ্ণমাণিক্য কর্তৃক নায়েব পদে নিযুক্ত

মানিকচন্দ্র—কৃষ্ণমণির বিশ্বাসভাজন ; জরীপের অনুমতি আনতে কলিকাতায় প্রেরিত ; হেস্টিংস অনুমতি দেননি।

মুকুন্দ মাণিক্য—গোবিন্দ মাণিক্যের পৌত্র ; বামদেবের পুত্র ; কৃষ্ণমণির পিতা।

মহম্মদ রেজা খান—পাঠান ; চট্টগ্রামের ফৌজদার ; ১৭৬৫-১৭৭০ খৃঃ পর্যন্ত বাংলার প্রশাসক ; পদবী ছিল নায়েব দেওয়ান অর্থাৎ Deputy Finance Minister ; চাকলা রোশনাবাদ দখল করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। ১৪.৪.১৭৭২ ইং পদচ্যুত।

মাহাম্মদ আলি খান—নবাব কর্তৃক নিযুক্ত ফৌজদার ; Mayer সাহেব ও এই আলি খান কপটতার মাধ্যমে বীরমণি, ভদ্রমণি ও হাড়িধনকে বন্দী করল।

মাহামুদ আশ্রব—পাঠান, ফোহারা গড়ে ত্রিপুরা আক্রমণকারী।

মাহামদ জাহা—সমসের গাজীর মুন্সী ; রামধন ও জাহা গিয়েছিল, ভেলার হাকরে বসবাসকারী ত্রিপুর শীর্ষমণ্ডলকে বশীভূত করতে।

মাহামুদ তকী —পাঠান, ফোহারা গড়ে ত্রিপুরা আক্রমণকারী।

মাহামুদ নাছির—পাথার কান্দির জমিদার ; কৃষ্ণমণির প্রতি সৌজন্য প্রদর্শক।

মাহমুদ শাহ—আব্দুল রজ্জাকের অনুচর ; উদয়পুরে গোমতীর তীরবর্তী কিল্লা আক্রমণকারী।

মির আজিজ —পাঠান ; ফুহারা গড়ে ত্রিপুরা আক্রমণকারী ; নবাব থেকে সনদ পত্র দিতে এসে ত্রিপুরা দখলের চক্রান্তকারী।

মির আতা—মির আজিজ-এর অনুচর ; ১৬৮১ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণ শিক আক্রমণকারী।

মির ইছব—মির আজিজ-এর পুত্র ; ফুহারা গড়ে ত্রিপুরা আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত।

মির কাসিম – বাংলার নবাব (১৭৬০-১৭৬৩ খৃঃ) ; মির জাফরের জামাতা।

মির জাফর—পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার নবাব (১৭৫৭-১৭৬০) এবং (১৭৬৩-১৭৬৫)।

ময়ূর সাহেব—ইনি Mr. Mayer ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ও কুচক্রী, ফৌজদার মহম্মদ আলি সহ ষড়যন্ত্র করে কপটতার মাধ্যমে বীরমণি, ভদ্রমণি ও হাড়িধনকে বন্দী করল, ফলে কমলাসাগর-এর তীরে যুদ্ধ হল।

মাতিজ সাহেব – ইনি Mr Mathews, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী।

মারিয়ট সাহেব—ইনি Randclp Martiot, ১.১১ ১৭৬০ ইং চট্টগ্রামে নিযুক্ত হন ; Harry Verelst এর সহযোগী।

যাদবেন্দ্র ভট্টাচার্য—কৃষ্ণমণির অভিষেকে উপস্থিত ব্রাহ্মণ।

যাদুমণি কবরা—ত্রিপুরাবাসী গৃহশত্রু ; বলরাম মাণিক্য ও বলরাম ঠাকুরের সহযোগী ; মির্জাপুরে শত্রু শিবিরে যোগদানকারী।

রঘুনাথ—ভবনগর নিবাসী রাজভক্ত প্রজা।

রণমর্দ্দন—ত্রিপুরাবাসী ; গৃহশত্রু ; সমসের গাজীর মিত্র ; রিয়াং পাড়ায় ত্রিপুর শীর্ষমণ্ডলকে আক্রমণকারী।

রণসিংহ—কৃষ্ণমণির কারকোন ; হেড়ম্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত।

রাজকীর্ত্তি—দ্বিতীয় ধর্ম্ম মাণিক্যের নাজির ; তাঁর পুত্র গদাধর নাজির।

রাজদুর্লভ—কুমিল্লা নিবাসী, রাজভক্ত প্রজা

রাজধর মাণিক্য—কৃষ্ণমণির ভ্রাতুষ্পুত্র, হরিমণির পুত্র ; ত্রিপুরার রাজা (১৭৮৫-১৮০৪ ইং) ; দুইশত বৎসর পূর্বে একই নামে ছিলেন আরেক রাজা (১৫৮৬-১৬০০) যিনি অমর মাণিক্যের পুত্র।

রাজবল্লভ—মির আজিজ-এর দেওয়ান ; ফুহারা গড়ে ত্রিপুরা-আক্রমণকারী।

রামকেশব—কৃষ্ণমাণিক্যর দেওয়ান।

রামগঙ্গা—ব্রাহ্মণ ; ঐতিহাসিক, কবি, কৃষ্ণমালা রচয়িতা।

রামচন্দ্র—ত্রিপুরার সেনাপতি ; ভাগ্যবতীর পিতা ; হরিমণির শ্বশুর।

রামচন্দ্রধ্বজ—হেড়ম্ব রাজ্যের রাজা, কৃষ্ণমণির আশ্রয়দাতা ; সুরধনীর স্বামী।

রামজীবন ভট্টাচার্য—ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।

রামধন—ইন্দ্রমাণিক্যের উজির ; গৃহশত্রু ; সমসের গাজীর বশীভূত ; ভেলার হাকরে ত্রিপুর শীর্ষ মণ্ডলকে বিপথে পরিচালন করতে প্রয়াসী ও নিহত।

রামবল্লভ—মির আজিজ-এর দেওয়ান ; ফুহারা গড়ে ত্রিপুরা-আক্রমণকারী।

রামবল্লভ চৌধুরী—কুমিল্লা নিবাসী রাজভক্ত প্রজা।

রামশঙ্কর—রেজা খান-এর দেওয়ান; রামশঙ্কর তেওয়ারী ও ভীমশঙ্কর তেওয়ারী নামে দুই ভাই ছিল, দাক্ষিণ শিক, খণ্ডল; ফাল্গুনকরা, কসবা অবধি রণক্ষেত্রে জয়ী ত্রিপুরার বিপক্ষে।

রুদ্রমণি—রুদ্রমণি সুবা ও জয় মাণিক্য একই ব্যক্তি; হাতী ধরার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক; কৃষ্ণমণির বিপক্ষীয়; মতাইতে ক্ষণস্থায়ী রাজা।

লক্ষ্মণ মাণিক্য—ধর্ম্ম মাণিক্যের পৌত্র; গদাধরের পুত্র লবঙ্গ ঠাকুর, সমসের গাজীর হাতের পুতুল; কৃষ্ণমণির বিপক্ষীয়।

লবঙ্গ ঠাকুর—লবঙ্গ ও লক্ষণ মাণিক্য একই ব্যক্তি।

লিক সাহেব—Rolph Leeke; কোম্পানীর কর্মচারী; ত্রিপুরাতে নিযুক্ত প্রতিভূ (Resident); রোশনাবাদ জরিপের বিরুদ্ধে আপত্তিদাতা; খণ্ডলে দীর্ঘ বাস্থা নির্মাতা।

লুচিদর্পনারায়ণ—ইনিই পাণ্ডব বড়ুয়া, কৃষ্ণমণির সুখ দুঃখের চিরসাথী; অত্যন্ত পরাক্রমশালী সেনাধ্যক্ষ, লুসাই দমনকারী বলে "লুচিদর্প নারায়ণ" নামে ভূষিত।

শান্তি গিরি হেড়ম্ব রাজার প্রধান মন্ত্রী।

শিবভক্তি নারায়ণ চন্তাই—চৌদ্দ দেবতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত; জয়ন্ত চন্তাই-এর পিতা, গাজীর আক্রমণে প্রবাসী।

শোভারাম—১১৭৬ ত্রিং (১৭৬৬ইং) আমতলী রণক্ষেত্রে ত্রিপুরার সৈনিক।

সঙ্গমা—কৃষ্ণমণির ভাগিনেয়ী; গৌরীপ্রসাদ কবরার কন্যা; হেড়ম্বপতি রামচন্দ্রধ্বজের রাণী; ডাকনাম সঙ্গমা, লেখ্যনাম সুরধনী।

সদর গাজি—আবদুল রজ্জাক-এর পুত্র; ত্রিপুরা-আক্রমণকারী; খণ্ডলে কিল্লাদার; লুচিদর্প ও জয়দেব কর্ত্তৃক বিতাড়িত।

সমসের গাজি—দক্ষিণ শিক নিবাসী পীর মহম্মদের পুত্র; রাজদ্রোহী প্রজা, উচ্চাকাঙ্খী, ডাকাত, তস্কর; ত্রিপুরা বেদখলকারী, কৃষ্ণমণিকে বিতাড়নকারী; মির জাফর কর্তৃক ধৃত, মুর্শিদাবাদে নীত ও নিহত।

সাহেবরাম ঠাকুর ইনি ১১৭৬ ত্রিং আমতলী রণক্ষেত্রে ত্রিপুরার সৈনিক।

সিক সাহেব—কোম্পানীর কর্মচারী; প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত।

সুবল সিংহ—খাসিয়া সমাজপতি পরশুরাম-এর পুত্র।

সুরধনী—সঙ্গমা ও সুরধনী একই মহিলা; কৃষ্ণমণির ভাগিনেয়ী।

সুরমণি রায়—ত্রিপুরার রাজভক্ত প্রজা; দেওয়ান; বনবাসে কৃষ্ণমণির অনুগামী।

সুর সাহেব—Sir John Shore কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারী এবং পরে বড়লাট। Hastings (১৭৭৪), Macpherson (১৭৮৫-১৭৮৬), Cornwallis (১৭৮৬-১৭৯৩)-এর অধস্তন সহকর্মী এবং পরে (১৭৯৩-১৭৯৮) বাংলার বড়লাট। ইনি ১৭৮৬ ইং বাংলাকে কয়েকটি জিলায় ভাগ করেন।

সুলটিন সাহেব—কোম্পানীর কর্মচারী; প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত।

সোনাউল্লা—আবদুল রজ্জাক-এর পুত্র, ত্রিপুরা-আক্রমণকারী।

হরনাথ—ফুহারাগড়ে মির আজিজ বনাম কৃষ্ণমণি যুদ্ধে ত্রিপুরার সৈনিক।

হরিধন ঠাকুর—ইনি হারাধন ঠাকুর; জগন্নাথ-এর পৌত্র, সূর্যপ্রতাপের পুত্র, রুদ্রমণির পিতা।

হরিমণি—মুকুন্দের পুত্র, ইন্দ্র ও কৃষ্ণমণির ভাই; রাজধরের পিতা। রামায়ণের দৃষ্টিতে ত্রিপুরার লক্ষ্মণ।

হরিশ্চন্দ্রধ্বজ—হেড়ম্বরাজ রামচন্দ্রধ্বজ-এর পুত্র।

হাজি হোসেন—নবাব আলিবর্দ্দি (১৭৪০-১৭৫৫ ইং)-এর অধীনস্থ কর্মী; ঢাকায় নিযুক্ত ফৌজদার; সমসের গাজীর পৃষ্ঠপোষক; ত্রিপুরার শোষক।

হারিধন লস্কর—ত্রিপুরার রাজভক্ত প্রজা ; কৃষ্ণমণির বিশ্বস্ত কর্মী ; ময়ূর সাহেব ও মহম্মদ আলির ষড়যন্ত্রে ধৃত বন্দী।

হাড়ি বিলিশ—ইনি Harry verelst. কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কার্যকর্তা। বাংলার বড় লাট (১৭৬৭-১৭৬৯) : হৃদয়বান; ; কৃষ্ণমণির উপকারী।

হেস্টিংস—Warren Hastings হলেন বাংলার বড় লাট (অক্টোবর ১৭৭৪ জানুয়ারী ১৭৮৫); বৃটীশ সাম্রাজ্য বিস্তারক ; তাঁর মুখ্য সহায়ক ছিলেন মধ্য ভারতে John Malcolm, পুনাতে Elphinstone, রাজপুতানাতে James Tod এবং মাদ্রাজে Thomas Munro তিনি চাকলা রোশনাবাদ জরিপের অনুমতি নাকচ করেছিলেন লিক সাহেবের কুমন্ত্রণায়।

কৃষ্ণমালায় উল্লিখিত স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অমরাই পাড়া ত্রিপুরার ঈশান কোণে, বরাক উপত্যকার দক্ষিণে পার্ব্বত্য পল্লী।

আগরতলা—সমতল পল্লী। হাওড়া নদীর পারবর্তী উপত্যকা। কৃষ্ণমণির স্থাপিত নগর। অনেক পরে ১৮৩৮ ইং কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য স্থাপন করেন নূতন আগরতলা।

আমতলী —কুমিল্লা ও কৈলাগড় (কসবা)-এর মধ্যবর্তী জনপদ। এখানে ১১৭৬ ত্রিপুরাব্দে যুদ্ধ হয়েছিল। ত্রিপুরার পক্ষে ছিলেন সেনাধ্যক্ষ লুচিদর্প নারায়ণ, বিপক্ষে ছিল আবদুল রজ্জাকের পুত্র সোনাউল্লা।

আমুদাবাদ —কৈলাগড় (কসবা)-এর দক্ষিণ প্রান্তবর্তী জনপদ। এখানে নরেন্দ্র মজুমদার-এর বাড়ীতে যুবরাজ হরিমণি অবস্থান করেন, অতঃপর ভাটামাথা গ্রামে গিয়ে কিংলাক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

উজানিসার—আগরতলা থেকে পশ্চিমে, তিতাস নদীর উত্তর তীরবর্তী সমতল ক্ষেত্র ও জনপদ। এই গ্রাম নিবাসী দ্বিজ মাখনলাল ছিলেন কৃষ্ণমণির দেওয়ান। তিনি ভাটামাথা গ্রামে গিয়ে কিংলাক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

উদয়পুর—ত্রিপুরার মধ্যবর্তী জনপদ; ত্রিপুরার রাজধানী। প্রাচীন নাম রাঙামাটি। উদয় মাণিক্য (আঃ ১৫৬৬-১৫৭১ খৃ.) কর্তৃক নাম পরিবর্তন করা হল। সমসের গাজীর (আঃ ১৭১৮-১৭৫৮ খৃঃ) অত্যাচারে উদয়পুর পরিত্যক্ত হল। আগরতলায় রাজধানী আনা হল।

কলিকাতা—জব চানক কর্তৃক ১৬৯০ ইং স্থাপিত ইংরাজ কুঠি, বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র, বৃহৎ নগর রাজধানী।

কল্যাণপুর—উদয়পুর থেকে ঈশান কোণে অবস্থিত জনপদ। মুঘলের আক্রমণ এড়াতে রাজা কল্যাণ মাণিক্য (আঃ ১৬২৫-১৬৬০ ইং) কর্তৃক স্থাপিত ত্রিপুরার রাজধানী। তেলিয়ামুড়ার উত্তরে, খোয়াই (ক্ষমা নদী) নদীর তীরবর্তী জনপদ।

কর্ব্বঙপাড়া—উদয়পুর থেকে ঈশান কোণে, মনুনদী তীরবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

কর্ণফুলী নদী—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বিখ্যাত নদী।

কৈলাস-হর—নামান্তরে ছাম্বুল নগর ত্রিপুরার উত্তরাংশে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ। উনকোটি নামক বিখ্যাত শৈব তীর্থ কৈলাস-হরে অবস্থিত। রাজমালা অনুসারে উনকোটির নির্মাতা হলেন রাজা সুবড়াই (ত্রিলোচন)।

কসবা—প্রাচীন নাম কৈলাগড়। ত্রিপুরার অন্যতম সেনানিবাস। রণক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে মহারাজ ধন্য মাণিক্য (১৪৫১-১৪৬২ ইং) স্বীয় রাণীর নামে কমলাসাগর নামক দীঘি কাটান। মহারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫৩২-১৫৬৩ ইং) কালীবাড়ী নির্মাণ করেন।

কাদবা—কুমিল্লা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে নাঙ্গল কোটের নিকটবর্ত্তী জনপদ।

কালিকাগঞ্জ—আগরতলা থেকে পশ্চিমে, সমতল জনপদ; এখানে কৃষ্ণমাণিক্য জোড়া দীঘি খনন ও মন্দির নির্মাণ করান।

কাঙলাই পর্ব্বত—বরবক্র নদীর দাক্ষিণে, রাফলী নদীর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত।

কুমিল্লা—প্রাচীন নাম কমলাঙ্ক। গোমতী নদীর উজানে উদয়পুর, মাঝে সোনামুড়া, ভাটীতে কুমিল্লা। ইহার নিকটে ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল ময়নামতী। নগর, বাণিজ্য কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

খড়্গা নদী—বরবক্র নদীর দক্ষিণে পার্ব্বত্য স্রোতাস্বনী। কৃষ্ণমণি এই নদী তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য পল্লীতে ছিলেন।

খন্ডল—ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী জনপদ। বিশাল ও বৈভবশালী জনপদ, প্রাচীন খেদাস্থান, রণক্ষেত্র।

খলংমা বরবক্র নদীর নামান্তর। মণিপুর থেকে উৎপন্ন। হেড়ম্ব রাজ্যের প্রধান নদী। সুরমা, বরবক্র, বরাক, খলংমা হল একই নদী।

খাইবাঙ্গ গ্রাম—বরবক্র নদী তীরবর্ত্তী, উত্তর কাছাড়ের পার্ব্বত্য পল্লী; এখানে পরাজীত হেড়ম্বপতি আশ্রয় নিয়েছিলেন।

খামাচেব পাড়া—পূর্ব্ব কুলবর্ত্তী কুকি পাড়া, পার্ব্বত্য পল্লী।

খাসপুর—হেড়ম্ব রাজ্যের রাজধানী। বরবক্র নদী তীরবর্ত্তী স্থান।

খোয়াই নদী—প্রাচান নাম ক্ষমা নদী। ত্রিপুরার উত্তর প্রান্তবর্ত্তী নদী।

গোমতী নদী—ত্রিপুরার প্রখ্যাত ও পবিত্র নদী। উৎপত্তি স্থল হল ডম্বরু নামক তীর্থক্ষেত্র। ইহার তীরে অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া, কুমিল্লা, ময়নামতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর বিদ্যমান।

চট্টগ্রাম—নামান্তরে চৈত্যগ্রাম, চাটগাঁ, চিটাগাঙ, ইসলামাবাদ। ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী এবং বাংলার ঈশান কোণ স্থিত জিলা, সমুদ্র বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র, রণক্ষেত্র।

চরথা গ্রাম—কুমিল্লার পূর্ব্ব দিকস্থিত, নিকটবর্তী জনপদ। এখানে জয়দেবকে বন্দি করার ষড়যন্ত্র করেছিল মির আজিজ, রামবল্লভ ও ফজুল্লা।

চরাই পাড়া—চরাই নামক সম্প্রদায় অধ্যুসিত, পূর্ব্বকুলবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

চারিয়া গ্রাম—কৈলাস-হর-এর অন্তর্গত জনপদ।

চাথেঙ নদী বরবক্রনদীর দক্ষিণে রাফলা নদী, রাফলা নদীর দক্ষিণে চাথেঙ নদী।

চৌদ্দ গ্রাম—উদয়পুরের দক্ষিণে-পশ্চিমে, কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিশাল জনপদ।

ছাইমের পাড়া—পূর্ব্ব কুলবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

ছাকাচেব পাড়া—পূর্ব্ব কুলবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

ছাগলনাইয়া ত্রিপুরার দক্ষিণে, সাব্রুমের পশ্চিমে বিশাল জনপদ।

ছাত্রাই দেওয়ান পাথর—নামান্তরে সানাই দেওয়ান পাথর। বরবক্র নদী উপত্যকার সমতল ভূভাগ।

জগন্নাথপুর—কুমিল্লা নগরের পূর্ব্ববর্তী শহরতলী। জগন্নাথ মন্দির-এর জন্য খ্যাত।

জয়ন্তিয়া রাজ্য—প্রাচীন হিন্দু রাজ্য; হেড়ম্বরাজ্যের প্রতিবেশী। অসম ও মেঘালয়ের পার্শ্ববর্তী।

ডম্বরু—গোমতী নদীর উৎসস্থল, তীর্থক্ষেত্র, পার্ব্বত্য ভূভাগ।

ঢাকা—বুড়ী গঙ্গার নদী তীরবর্তী নগর, বাণিজ্যকেন্দ্র, আকবর-এর পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনকালে (১৬০৫-১৬২৭ ইং) বাংলার রাজধানী। মুর্শিদকুলী খান সুবাদার থাকা কালীন (১৭১৭-১৭২৭ ইং) ঢাকা থেকে রাজধানী মোক্ষদাবাদ তথা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল।

তরপ—প্রাচীন হিন্দু রাজ্য। শেষ রাজার নাম আচাক নারায়ণ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পরগণা। শাক-শক্তির জন্য বিখ্যাত। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ ইং) কর্তৃক একবার আক্রান্ত। সরাইল ছিল তরপের অন্তর্গত।

তিষিণা—সোনামুড়ার দক্ষিণে সীমান্তবর্তী জনপদ। চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণে।

তেলাইন গ্রাম—বরবক্র নদী উপত্যকায় সমতল ক্ষেত্র; এখানে ত্রিপুরার সহিত হেড়ম্বের যুদ্ধ হয়েছিল।

তৈয়ের নদী—উদয়পুর থেকে পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী।

দক্ষিণ শিক—ত্রিপুরার দক্ষিণে, সাব্রুমের পশ্চিমে পরগণা, সমতল ক্ষেত্র, রণক্ষেত্র, সমসের গাজীর জন্মস্থান। ইহার উত্তরে খনডল পরগণা। এই উভয় পবগণার মধ্যবর্তী মহামায়া নদী ঋষ্যমুখের সামান্য দক্ষিণে-পূর্ব্বে তুলসী পর্ব্বত থেকে নির্গত হয়েছে।

দাসফা হাকর—উদয়পুরের পূর্ব্বে, ডম্বুর জলপ্রপাতের উজানে জনপদ।

দেবগ্রাম—আগরতলা থেকে সোজা পশ্চিমে, নুরনগর পরগণার অন্তর্গত জনপদ দেবগ্রামের উত্তরে আখাউড়া, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর।

দুগ্ধ পাতিল—বরবক্র নদীর উপত্যকায় অবস্থিত জনপদ। হেড়ম্ব রাজ্য ছাড়খার করে ত্রিপুরার সৈন্য এখানে বিশ্রাম করেছিল।

ধর্মনগর—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। ত্রিপুরার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তবর্তী মহকুমা।

নবদ্বীপ—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩ ইং)-এর লীলাক্ষেত্র; অবিভক্ত বঙ্গের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র, সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্র।

নুরনগর—কৈলাগড় (কসবা)-এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পরগণা।

পশ্চিম কুল—সমতল ত্রিপুরা, চাকলা রোশনাবাদ।

পাইমুখরা—মনু নদী তীরবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

পাথারিয়া—পাথার কান্দি; বরবক্র নদী উপত্যকায় সমতল ক্ষেত্র; নাছির মামুদ তদানীন্তন জমিদার।

পূর্ব্বকুল—ত্রিপুরার ঈশান কোণস্থ পার্ব্বত্য জনপদ; বরবক্র নদী উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ পাহাড়ীক্ষেত্র; তদানীন্তন ত্রিপুরার অংশ।

ফাল্গুন করা—চৌদ্দগ্রামের অন্তর্গত, কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থ জনপদ। পাটি করা, চান্দিম করা, রস করা, মাস করা, গুড়করা প্রভৃতি গ্রাম পাশাপাশি। বলা হয় সেখানে ১২টি করা এবং ১৩টি ছড (ছোট নদী) আছে। চৌদ্দ-গ্রামের দক্ষিণে ফাল্গুনকরা অবস্থিত।

ফেনী নদী—ত্রিপুরার ও নোয়াখালীর দক্ষিণ সীমান্তবর্তী, এবং চট্টগ্রামের উত্তর সীমান্তবর্তী নদী।

ফুলতলী—চৌদ্দগ্রাম নামক বিখ্যাত জনপদের উত্তর দিকস্থ গ্রাম।

ফুহাড়াগড়—ত্রিপুরার প্রাচীন সেনা নিবাস, কুমিল্লার পূর্ব্ব দিকস্থ জনপদ। চবথা গ্রাম থেকে কুহাড়াতে দ্রুত এসে প্রাণে বাঁচলেন জয়দেব। এখানে যুদ্ধ হয়েছিল; মির আজিজ ছিল আক্রমণকারী।

ফোর্ট উইলিয়াম—কলিকাতা নগরস্থ দুর্গ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত সেনা নিবাস। এখানেই সিরাজের সহিত কোম্পানীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৬ই জুন, ১৭৫৬ইং।

বগা সাইর—চৌদ্দগ্রামের উত্তর দিকস্থ জনপদ, সমতল ক্ষেত্র। কুমিল্লার দক্ষিণে ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীহট্টে, মাধবপুরের উত্তর-পূর্ব্বে বগসাইর নামক অন্য একটি গ্রাম আছে।

বঙ্গপাড়া—ত্রিপুরার ঈশান কোণে, লাঙ্গাই নদী তীরবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

বটতলা—খোয়াই নদীর তীরবর্তী জনপদ। এখানে রাজপরিবার কিছুকাল অবস্থান করেছিল।

বরবক্র নদী—নামান্তর বরাক নদী, খলংমা নদী: হেড়ম্বের প্রধান নদী।

বরদাখাত—বলদাখাল ও বরদাখাত একই স্থান। কুমিল্লার উত্তরে ও ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার দক্ষিণে। শ্যামগ্রাম হল ইহার অন্তর্গত নামজাদা গ্রাম।

বাত্তিসা—চৌদ্দ গ্রাম ও ফাল্গুনকরার দক্ষিণ দিকস্থ জনপদ।

বায়েক – এই নামে দুটি গ্রাম আছে। একটি আগরতলা থেকে উত্তর-পশ্চিমে তিতাস নদী ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী; অপরটি আগরতলা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে শালদা নদীর নিকটবর্তী। এই পুস্তকে উল্লিখিত বায়েক হল শালদা নদী ও কসবার দক্ষিণস্থ জনপদ।

বিক্রমপুর - ঢাকা জেলার অন্তর্গত সমৃদ্ধ জনপদ। অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান।

বিজয় নদী—বিশালগড়ের পূর্ব্ববর্তী পাহাড় থেকে উৎপন্ন, পশ্চিমাভিমুখী হয়ে শালদার নিকট উত্তরমুখী হয়ে কৈলাগড়ের পশ্চিম দিকে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিতাসে মিশেছে। ইহার দক্ষিণে গোমতী, উত্তরে হাওড়া নদী।

বিশগ্রাম—মনতলার নিকটবর্তী, সমতল ক্ষেত্র ও জনপদ।

বেজোড়া—নামান্তরে বেজুড়া। বৃহত্তর শ্রীহট্টের অন্তর্গত; তরপ রাজ্যের দক্ষিণ দিকস্থ পরগণা। মনতলার সোজা উত্তরে, মাধবপুরের উত্তর-পূর্ব্বে।

বোন্দাশিল – বরবক্র নদীর উপত্যকায় সমতল ক্ষেত্র। এখানকার দরগার ফকির কর্ব্বর আলি ত্রিপুরার কৃষ্ণমণিকে উস্কানি দিয়ে হেড়ম্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাল।

ব্রহ্মদেশ— ত্রিপুরার ও চট্টগ্রামের পূর্ব্বে, মনিপুরের দক্ষিণে রাজ্য।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া— আগরতলার উত্তর-পশ্চিমে, তিতাস নদীর উভয় তীরবর্তী বিশাল সমতল ক্ষেত্র, সমৃদ্ধ জনপদ ; বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারের নিবাস।

ভাটামাথা—শালদা নদী ও গোমতী নদীর মধ্যে অবস্থিত জনপদ। এখানে কিংলাক সাহেবের সহিত যুবরাজ হারমণি সাক্ষাৎ করেন।

ভাতুঘর --আগরতলা থেকে উত্তর-পশ্চিমে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বে, তিতাস নদীর আবর্তের মধ্যে অবস্থিত গ্রাম। ভাতুঘরের পশ্চিমে লোহবর্ত্ম, সুলতানপুর, তিতাস নদী, নাটঘর পূর্ব্বে তিতাস নদী ও মনিপুর।

ভুবনেশ্বরী পর্ব্বত—বরবক্র নদী উপত্যকায় পর্ব্বত। প্রাচীন তীর্থ ক্ষেত্র।

ভেলার হাওর –কৈলাস-হরের উত্তরে এবং শ্রীহট্টের দক্ষিণে সমতলভূমি।

মতাই ত্রিপুরার দক্ষিণাংশে, বিশালগড় থেকে ঋষ্যমুখ পর্যন্ত নির্মিত সড়কের উপর অবস্থিত জনপদ, তুলসী পাহাড়ের মাঝামাঝিতে, পশ্চিম প্রান্তবর্তী পার্ব্বত্য ক্ষেত্র : গোবিন্দ মানিক্যের অনুগত ভাই জগন্নাথ ঠাকুর ; জগন্নাথের প্রপৌত্র রুদ্রমণি যুবা নিজে জয় মাণিক্য নাম ধারণ করে রাজক্ষমতায় আসীন হন আনুমানিক ১৭২৯ ইং। অতঃপর গোবিন্দ মাণিক্যের বংশজ ইন্দ্র মাণিক্য মোঘলের সাহায্যে জয় মাণিক্যকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। জয় তখন এই মতাই জনপদে পাত্রমিত্র নিয়ে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে পার্ব্বত্য পল্লীতে থাকলু নামে একটি সম্প্রদায় আছে ; ইহারা পুরান ত্রিপুরী, জয় মাণিক্যের সাথে আগত প্রজা।

মধুরা নদী—বরবক্র নদীর উপনদী।

মনতলা আগরতলার উত্তরে, শ্রীহট্টের দক্ষিণে সমতল ক্ষেত্র, জনপদ ; ১৬৮১ শকাব্দের বৈশাখে কৃষ্ণমণি মনতলা আসেন।

মনিঅন্ধ—আগরতলার পশ্চিমে, আখাউড়া ও গঙ্গাসাগর-এর দক্ষিণে, কৈলাগড় (কসবা)-এর উত্তরে সমতলক্ষেত্র, জনপদ।

মনু নদী - ত্রিপুরায় দুটি মনু নদী আছে ; একটি দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুমের নিকট, অপরটি উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাস-হরের নিকট। কৃষ্ণমালায় বর্ণিত মনু নদী উত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত। কুমারঘাট নামক জনপদের নিকট বাতাছড়া স্রোতস্বিনী আসলে রাজধর ছড়ার অপভ্রংশ। মঘ, মুসলমান ও পর্তুগীজদের অত্যাচারে মহারাজ অমর মাণিক্য এখানেই আনুমানিক ১৫৮৬ ইং বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। পুত্র রাজধর এখানেই রাজা হন। কুকিরা সেদিন অমরকে আশ্রয় দেয় নি এখানেই পরে কৃষ্ণমণি কিছুকাল ছিলেন। এখানে ভূগর্ভে লুক্কায়িত মণিমুক্তা, স্বর্ণালঙ্কার অমর মাণিক্য রেখেছিলেন। এইসব মহামূল্য দ্রব্য পরে লৌহবর্ত্ম তৈরী করার সময় (১৯৮৮ ইং) পাওয়া গেছে।

মহেশ্বরদি —ঢাকার নিকটবর্তী জনপদ।

মায়ানী পর্ব্বত—অমরপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত পাহাড়।

মির্জাপুর—কুমিল্লার নিকটবর্তী জনপদ।

মুর্শিদাবাদ—মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার থাকাকালীন (১৭১৭-১৭২৭ ইং) বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আনা হল। পলাসীর যুদ্ধের (১৭৫৭ ইং) পর ইহার গুরুত্ব কমে গেল।

মেহেরকুল—বিখ্যাত বিশাল জনপদ। গোমতী নদীর ভাটিদেশে, কুমিল্লা নগরের আশে-পাশের সমতল ক্ষেত্র।

যাত্রাপুর—বরবক্র নদী তীরবর্তী, হেড়ম্ব রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী সমতল ভূভাগ ও জনপদ।

রাঙ্খলপাড়া—রাঙ্খল নামক সম্প্রদায় অধ্যসিত গ্রাম; পূর্ব্বকূলে অবস্থিত পল্লী।

রাজধর ছড়া—নামান্তরে রাতাছড়া। উত্তর ত্রিপুরায় কুমারঘাটের নিকটবর্তী স্রোতস্বিনী। অমর মাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ইং) এর পুত্র রাজধর মাণিক্য (আ: ১৫৮৬-১৫৯৮ ইং)-এর নামানুসারে এই নদীর নামকরণ করা হয়।

রাঙরুঙ—পূর্ব্ব কূলবর্তী পার্ব্বত্য পল্লী।

রূফলী নদী—বরবক্র নদীর দক্ষিণে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী।

রিহাঙ্গপাড়া—নামান্তরে রিয়াংপাড়া; ত্রিপুরায় একাধিক রিয়াং পাড়া বিদ্যমান। আলোচ্য রিয়াং পাড়া উদয়পুর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরার শীর্ষমণ্ডল মিলিত হন ও সমসের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন

রোশনাবাদ—নামান্তরে পশ্চিম কূল। ত্রিপুরার সমতল ভূভাগ। বহুবার আফগান, তুর্কী, পাঠান, মুঘল কর্ত্তৃক আক্রান্ত, লুণ্ঠিত। বাঙালী হিন্দু প্রজাই ইহার প্রধান অধিবাসী। অত্যাচারিত হয়ে পরধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হল অনেকেই।

লক্ষ্মীপুর—নোয়াখালীর অন্তর্গত জনপদ।

লক্ষ্মীপুরা—ঢাকার নিকটবর্তী জনপদ।

লংঙ্গাই নদী—ত্রিপুরা ও মিজোরামের মধ্যবর্তী স্রোতস্বিনী।

লালমাই—কুমিল্লা নগরের দক্ষিণে-পশ্চিমে অবস্থিত শৈলশ্রেণী। লালমাই ও ময়নামতী একই পর্ব্বতে অবস্থিত।

লালসিংহ গ্রাম—বরবক্র নদীর উপনদী মধুরা নদী; মধুরা নদীর তীরবর্তী জনপদ। এখানে ত্রিপুরার সহিত হেড়ম্ব রাজ্যের যুদ্ধ হয়েছিল।

শ্রীহট্ট—ত্রিপুরার উত্তরে এবং অসম-মেঘালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত

বিশাল জনপদ, বাংলাদেশের ঈশান কোণে অবস্থিত জেলা।

সমাড় নদী—উদয়পুর থেকে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত পার্ব্বত্য নদী; পাশেই রিয়াং বসতী।

সরাইল--আগরতলার উত্তর-পশ্চিমে, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার উত্তরে সমতল ভূভাগ, পরগণা। সরাইলের উত্তরে কালিকচ্ছ।

সিঙ্গার বিল—মতান্তরে সিংহের বিল; বিল মানে জলাভূমি। ইহার পশ্চিমে নিকটেই কাজলা বিল ও তিতাস নদী। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫ ইং) বিমান ঘাটি নির্মিত হল। ইহাই আগরতলা বিমান ঘাটি। এখানেই গোলমোহর সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে কৃষ্ণমণি ছিলেন।

সুবর্ণগ্রাম—ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সোনার গাঁও। বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক ক্ষমতাচ্যুত বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন এখানে আশ্রয় নিয়ে, নিবাস নির্মাণ করে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

হাজিগঞ্জ—কুমিল্লা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সমতল ক্ষেত্র, জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র। কুমিল্লার ও লাকসামের মধ্যবর্তী স্থান।

হাসিয়াকান্দি—বরবক্রনদী তীরবর্তী সমতলক্ষেত্র, জনপদ।

হিড়িম্ব রাজ্য—বরবক্র নদী তীরবর্তী প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। উত্তর কাছাড়-এর অন্তর্গত। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত এই রাজবংশের সম্বন্ধ ছিল।

রাধামাধবের মন্দির, রাধানগর, আখাউরা (বর্ত্তমানে ইহা ভগ্নস্তূপে পরিণত)

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কর্তৃক নির্মিত সাতের রত্ন মন্দির, কুমিল্লা

প্রভু মাণিক্যের পাদুকা
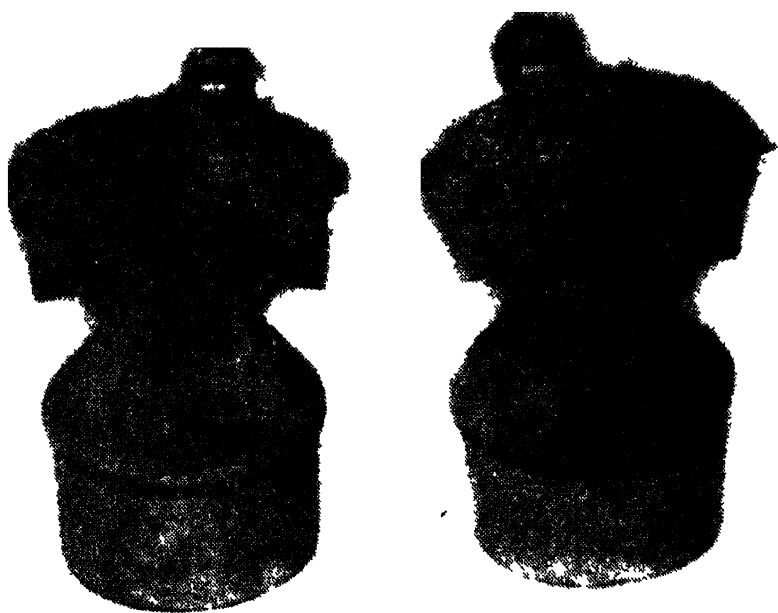
মুর্শিদাবাদ হাজার দুয়ারীর সামনে রক্ষিত কামান।
সমসের গাজীকে এই কামানের দ্বারা নিহত করা হয়
পাশে দণ্ডায়মান মহারাজ কুমার মহাদেব বিক্রম।

সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা

কল্যাণ মাণিক্য
গোবিন্দ
ছত্র
জগন্নাথ
রামদেব
দুর্গা ঠাকুর
উৎসব
চম্পক
দ্বিতীয়া
সূর্য
রত্ন
মহেন্দ্র
ধর্ম
মুকুন্দ
নরেন্দ্র
বিজয়
হারাধন
গদাধর
ইন্দ্র
জয়
কৃষ্ণ
হরি
জগৎমাণিক্য
রুদ্রমণিসুত
বিজয়মাণিক্য
লক্ষ্মণমাণিক্য
রাজধরমাণিক্য
বলরামমাণিক্য
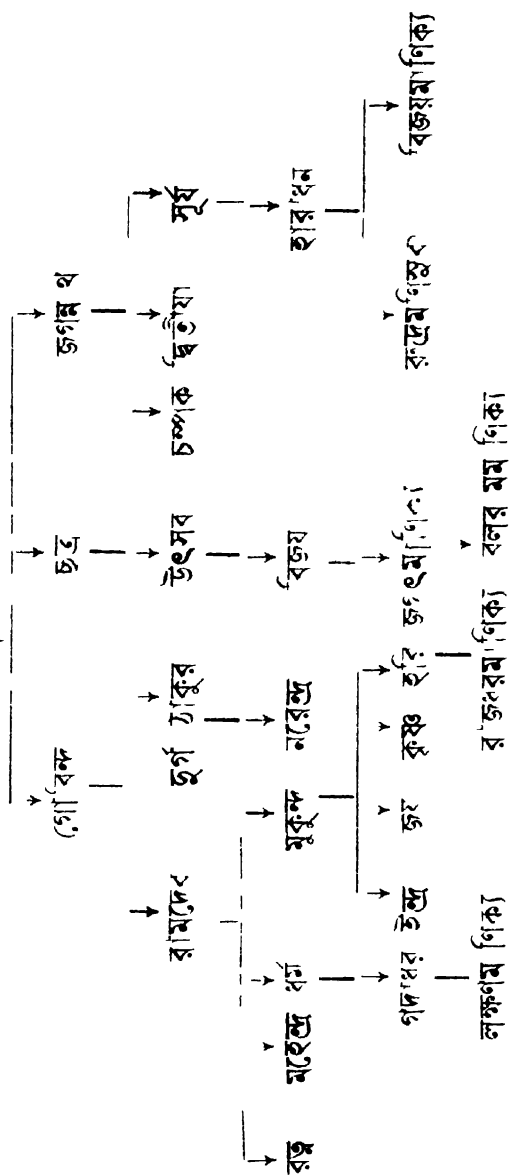
রাধানগর গ্রামস্থ পঞ্চরত্ন-মন্দির

আসাম-বাঙ্গালা লৌহবর্ত্মের যে এক শাখা ত্রিপুরা জিলার উপরিভাগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আগত হইয়া চট্টগ্রাম ও আসামের মধ্যস্থ লৌহবর্ত্মের সহিত আখাউরা গ্রামে মিলিত হইয়াছে, তৎসন্নিকটে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "কালীগঞ্জ" নামক একটী প্রাচীন গ্রাম আছে; অধুনা উহা রাধানগর নামে পরিচিত। উক্ত গ্রামস্থ দুইটী দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে রাধামাধবের মন্দির নামে খ্যাত একটী প্রাচীন দেবমন্দির স্থাপিত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ "কৃষ্ণ মাণিক্য" উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া সে সময় বর্ত্তমান "পুরাতন আগরতলা" তে আগমন পূর্ব্বক রাজধানী স্থাপন করেন, তৎকালে তিনি উল্লিখিত জনপদ-মধ্যস্থ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া ছিলেন। দীর্ঘিকাদ্বয় খননের পর একটী তৎকর্ত্তৃক এবং অপরটী "জাহ্নবী দেবী" নাম্নী তদীয় মহিষী-কর্ত্তৃক ১১৭৫ ত্রিপুরাব্দে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

১১৮৫ ত্রিপুরাব্দে ধর্ম্মপরায়ণা রাণী জাহ্নবী দেবী উল্লিখিত দুইটী সরোবরের মধ্যবর্ত্তী তীরদেশে প্রাগুক্ত মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয় মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপিতে যাহা উল্লেখ আছে তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্বস্তি—আসীদ্ভূপৈকভূপঃ ক্ষয়িতরিপুকুলঃ কল্যাণ দেবঃ ক্ষিতৌ,
তৎপুত্রঃ কীর্ত্তিবল্লীপ্রথিত সুরপুরোগোবিন্দদেবো নৃপঃ।
তৎসূনুর্ধর্ম্মশীলঃ প্রবলনৃপবরো রামদেবঃ প্রতাপী,
তজ্জঃ শ্রীকৃষ্ণসেবা নবরত কৃতধীর্দেবোমুকুন্দোনৃপঃ॥
তৎসূনুর্বিপ্র গোপ্তাহরিকুল বিজয়ৈ বিশ্ববিভ্রান্তকীর্ত্তিঃ
শ্রীযুক্তঃ কৃষ্ণদেবঃ ক্ষিতিপতিরিতি তৎপত্নী মহেষী শুভা।

নাম্না শ্রীজাহ্নবী সা পতিচরণরতা বিষ্ণবে কৃষ্ণপ্রীত্যা,
প্রাদাদ্রম্যেষ্টকাভির্বিরচিতমমলং মন্দিরং পঞ্চরত্নং ॥
কালিকা গঞ্জকে যাম্যে দীর্ঘিকাদ্বয়মধ্যতঃ
মুনিগ্রহষড়ঙ্কে চ মাঘে মাকরী সংজ্ঞকে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে চ রাজদ্বারে ব্যবস্থিতঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ মাণিক্য ভূপতেঃ ॥"

বর্ণিত মন্দিরটী দ্বিতল। ধনুরাকৃতি ছাদবিশিষ্ট কেবল একটী প্রকোষ্ঠ মাত্র অধুনা উহার উর্দ্ধভাগে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠটীর বহির্ভাগের প্রাচীর-গাত্রে দশ অবতারের খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সংবলিত প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে। তন্মধ্যের কতিপয় মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

উল্লিখিত মন্দিরের ধনুরাকৃতি ছাদবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ মধ্যেই পূর্ব্বে রাধামাধব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরের কতিপয় অংশ বিধ্বস্ত হওয়াতে মূর্ত্তিদ্বয় গৃহান্তরে অপসারিত করা হইয়াছে। উক্ত রাধামাধবের বিগ্রহ ব্যতিরেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার যে দারুমূর্ত্তি রাণী জাহ্নবী দেবী এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা এযাবৎ ইহার মধ্যেই আছে। উল্লিখিত রাজমহিষী কর্ত্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের দ্বারা অদ্যস্থ বিগ্রহ নিচয়ের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পূজার কার্য্য অদ্যাপি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

যে মন্দিরের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা রক্ষণতাদিতে ক্রমশঃ যেরূপ পরিবর্ত্ত হইতেছে, ইহাতে মন্দিরটী শীঘ্রই ধ্বংস করলে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এই সময়ে ইহা রক্ষিত না হইলে, স্বনামধন্যা ত্রিপুররাজমহিষী "জাহ্নবী দেবী" যিনি বুদ্ধিবলে সংবৎসরকাল ত্রিপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন—হেন জনের কীর্ত্তিচিহ্ন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে।

উল্লিখিত মন্দিরের বিষয় ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবনচরিত "কৃষ্ণ মালা" গ্রন্থে বিবৃত আছে।—

কালিকাগঞ্জেতে পুর্ব্বে দিছে জলাশয়
তথাতে নির্ম্মাণ করাইল দেবালয়॥
দুই দিকে দুই পুষ্করিণী মনোহর।
তার মধ্যে দেবালয় পরম সুন্দর॥
পঞ্চরত্ন নামে মঠ ইষ্টক রচিত।
নির্ম্মাইল তার মধ্যে অতি সুললিত॥
প্রতিষ্ঠা করিতে সেই দেব আয়তন।
ফাল্গুন মাসেতে করিলেক আরম্ভন॥

* * *

তারপর রাণীকে কহিল নৃপমণি।
কর গিয়া পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা আপনি॥
তবে মহারাণী নরপতির বচনে।
পঞ্চরত্ন প্রতিষ্ঠা করিল শুভক্ষণে॥
নির্ম্মল করিয়া মূর্ত্তি করিল গঠন।
স্থাপিল দেবতা রাধা শ্রীরাধামোহন॥
নব ধারা-ধর জিনি শ্যামকলেবর।
তড়িতের প্রায় তাহে হরিত-অম্বর॥
মাথে চূড়া হাতে বাঁশী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
কি কহিতে পারি সেই রূপের মহিমা॥
বামেতে রাধিকা মূর্ত্তি ভুবন মোহিনী।
স্বরূপে আসিছে যেন দেবী সনাতনী॥
সুবর্ণ রজত মুক্তা প্রবাল রচিত।
অলঙ্কার নানাবিধ তাহাতে ভূষিত॥
পঞ্চরত্নে সেই মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন।
নাম করিলেক রাধা শ্রীরাধামোহন॥"

* * *

"ষোল শত সাতানব্বই শকের সময়।
প্রতিষ্ঠা হইল পঞ্চরত্ন দেবালয়॥"

* * *

রাজ্ঞী তস্যাতিসাধ্বী বিমলমতিমতী নিশ্মমে জাহ্নবীদং
শাকে শৈলাঙ্কতকে নৃভৃতি মুররিপোমমন্দিরং পঞ্চরত্নং ॥"

প্রাগুক্ত মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশে যে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় ১৬৮৯ শকাব্দের একটী তাম্র শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়—রঘুনাথ দাস নামক জনৈক ব্রজবাসী মহান্ত অত্রস্থ দেবমূর্ত্তি নিচয়ের সেবা-পূজার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। তৎকাল অবধি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় সংসার ত্যাগী বৈষ্ণবগণের দ্বারাই বিগ্রহ নিচয়ের দৈনান্দিন পূজা-অর্চ্চনার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

সতররত্ন বা সপ্তদশ-রত্ন মন্দির

কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামমধ্যে "সতররত্ন" নামক সুপ্রসিদ্ধ যে ভগ্নমন্দির অবস্থিত, এতৎ প্রদেশস্থ প্রাচীন কীর্ত্তিমালার মধ্যে তাহার তুল্য সুদৃশ্য স্থপতিকার্য্যের আদর্শ একটীও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদঞ্চলে উক্ত মন্দির একটী অদ্বিতীয় কীর্ত্তি-চিহ্ন বলিয়া সর্ব্বসাধারণ-কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়।

কথিত আছে—খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর (১০৯২ ত্রিপুরাব্দ) শেষ ভাগের ত্রিপুরাধিপতি দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য উল্লিখিত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু ইহার কিয়দ্দিবস পরই তিনি পরলোকে গমন করাতে তদীয় আরব্ধ মন্দিরটীর নির্ম্মাণ কার্য্য স্থগিত হয়, এবং তৎপরবর্ত্তী কতিপয় ত্রিপুরেশের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যে আর হস্তার্পণ হয় নাই। এই বিষয় কেবল "ত্রিপুর বংশাবলী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণমালা প্রভৃতি অপরাপর ত্রিপুররাজবংশ চরিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর (১১৭০ ত্রিপুরাব্দ) খ্যাতনামা ধর্ম্মনিষ্ঠ ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণ মাণিক্য সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া মন্দিরটীর পুনঃ

নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, এবং ইহার প্রস্তুত কার্য্য সমাপনান্তে ১১৪৮ ত্রিপুরাব্দে তন্মধ্যে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মন্দির সসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন।

সচরাচর যে রূপ জগন্নাথ মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় উক্ত মূর্ত্তিত্রয় তদ্রূপ নহে। মূর্ত্তি-নিচয়ের কর—অঙ্গুলী বিশিষ্ট। এই কারণে ভ্রমবশতঃ উক্ত ত্রিমূর্ত্তিকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া পূজারিগণ-কর্ত্তৃক কথিত হয়।

ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবন চরিত "কৃষ্ণমালা" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়—উল্লিখিত ব্যাপার উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি বহুলোক আহূত হইয়াছিল। এবং তৎকালে তুলাপুরুষ পঞ্চাগ্নি, দানসাগর প্রভৃতি বহুবিধ-পুণ্যকার্য্যও ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিষয় কৃষ্ণমালায় এবংবিধ বর্ণিত আছে।

সপ্তদশ শত সংখ্য শকের সময়
চৈত্র মাসে প্রতিষ্ঠা করিল দেবালয়॥
তথনে করিল তুলা পুরুষের দান।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহি কর অবধান॥

*

চারিকুণ্ডে সূক্ত পাঠ যাপকে করিল।
সমাপ্ত করিয়া যজ্ঞ পূর্ণাহুতি দিল॥

*

মন্ত্র পঠি তুলাবৃক্ষ করিয়া রোপণ।
রাণী সমে করিল তুলাতে আরোহণ॥

ষোড়শ ষোড়শ দান করি ক্রমে ক্রমে।
উৎসর্গ করিল দান-সাগর প্রথমে॥"

প্রাগুক্ত দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই উহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্য-কর্ত্তৃক ১১৪৬

ত্রিপুরাব্দে কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ দ্রোণ ভূমি দেবোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই পুণ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বেই তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

যে তাম্রশাসনের দ্বারা দেবোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি :—

শ্রীশ্রীযুত জগর্নাথ

মহারাজ

কৃষ্ণ মাণিক্যের

পদ্ম মোহর

স্বস্তি

শোউ আডোত্তরে (?) যাচ পূর্ব্বে কৃষ্ণপুরস্থচঞ্চাকলি গ্রাম (?) দক্ষে ভূশ্চাবণ্যপুর পশ্চিমে মেহার কুলাখ্য দেশেতাং সপাদো পরি কিনকাং দ্রোণী পঞ্চদশমিতাং ভূমিং যৎসহ কিনকী ৺জগন্নাথায় দেবায় সেবায়ে হৃষ্ট মানসঃ।

ভূপঃ শ্রীকৃষ্ণ মাণিক্য দেবোহদাদ্ধরি তুষ্টয়ে বস্বঙ্ক
তর্কেন্দু সিতে শকাব্দে বিছাং গতস্যাপি রবেনবাংশে॥
পরদত্তাং ক্ষিতিং যস্তু রক্ষতি ক্ষ্মাপতিং প্রভুঃ।
সকোটী গুণমাপ্নোতি পুণ্যং দাতৃজনাদপি॥
যো হরেচ্চ মহীং তাবদ্দেবস্য ব্রাহ্মণস্য বা।
নতস্য দুষ্কৃতি র্যাতি বর্ষকোটি শতৈরপি॥

ইতি ১১৮৬—তারিখ ১ অগ্রহায়ণ॥

বর্ণিত মন্দিরের সম্বন্ধে, ত্রিপুরেশ কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবন চরিত "কৃষ্ণমালা" নামক গ্রন্থে যেরূপ বিবৃত আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া

যায় যে অধুনা "জগন্নাথ পুর" নামক গ্রামমধ্যস্থ সরোবরটী কৃষ্ণ মাণিক্য খনন করাইযা তন্মধ্যে ইষ্টকদ্বারা একটী কূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহা পঞ্চতীর্থের সলিলে পূর্ণ করতঃ দীর্ঘিকাটী উৎসর্গ করেন। তদনন্তর তাহার পূর্ব্ব তীরে সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট "সপ্তদশরত্ন" নামে প্রসিদ্ধ মন্দির সংস্থাপিত করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যস্থ প্রধান চূড়া উচ্চে শত হস্ত এবং চূড়া নিচয়ের শিরোদেশ এক মণ সুবর্ণে মণ্ডিত তাম্রকুণ্ড দ্বারা ভূষিত হইযাছিল। দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহমূর্ত্তি শোভিত যে তোরণদ্বার মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল বলিয়া উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইদানীং তাহার যৎসামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

মন্দিরের কোন রূপ শিলালিপি পরিলক্ষিত হয়না; এবং এই বিষয়ে কোন কথা বলিতে কেহই সক্ষম নহে মন্দির গাত্রে শিলালিপি সংযোজিত না হইয়া তোরণ দ্বারেও শিলালিপি সংলগ্ন থাকা সম্ভব। তোরণটী বিধ্বস্ত হইলে শিলালিপি কোন ব্যক্তির দ্বারা অপসারিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বর্ণিত মন্দিব নির্ম্মিত হওয়ার পর ইহার কোন রূপ জীর্ণ সংস্কার হইয়াছিল কিনা জ্ঞাত হওয়া যায না। কিন্তু অধুনা ইহা রক্ষিত না হওয়াতে এবং খৃষ্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রবল ভূমিকম্পে ইহার কতিপয় চূড়া ও নানা অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ত্রিপুররাজবংশের আদ্বিতীয় গৌরব চিহ্ন "সতররত্ন" নামক এই সুপ্রাসদ্ধ মন্দিরটী এবংবিধ ধ্বংসকবলে পতিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখ বোধ হয়। ইহার সম্পূর্ণ রূপ জীর্ণ সংস্কার না করিয়া অধুনা যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেই ভাবেও রক্ষিত না হইলে, এতৎ প্রদেশস্থ একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হইয়া চিরকাল তরে বিলুপ্ত হইবে।

মন্দিরটির চূড়াগাত্রে প্রোথিত কতিপয় শ্রেণীবদ্ধ লৌহকীলক দৃষ্টি গোচর হয়। তৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে— একদা রজনী যোগে জনৈক তস্কর উক্ত লৌহকীলক নিচয় মন্দির গাত্রে প্রোথিত করিয়া তাহার সাহায্যে মন্দির চূড়াতে আরোহণ পূর্ব্বক তত্রস্থ সুবর্ণপত্র মণ্ডিত

কুম্ভ অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি অকস্মাৎ কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হওয়াতে কীলক হইতে তাহার পদস্খলন হয়, এবং ভূমিতে পতিত হইয়া সেই স্থানেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। ঐ তস্করের ভূলুণ্ঠিত দেহ এবংবিধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল যে, কেহই তাহাকে চিনিতে সক্ষম হয় নাই। আবার কেহ কেহ এইরূপও কহে—যে ব্যক্তি উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি চূড়াতে সংস্থাপিত কুম্ভ অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্ম্মাণ কালে তদ্গাত্রে লৌহ-কীলক নিচয় প্রোথিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সু-উচ্চ মন্দির চূড়াতে কুম্ভ স্থাপন সুবিধার জন্যই লৌহকীলক নিচয় প্রোথিত হইয়াছিল কিনা ইহাই বা কে বলিতে পারে।

"সতররত্ন" নামে খ্যাত উক্ত ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যে একটী মন্দিরমধ্যে অধুনা জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা স্বনামধন্য চন্দ্রবংশাবতংস ত্রিপুরেশ বীরচন্দ্র মাণিক্যের জননী পতিপরায়ণা সুলক্ষণা দেবী-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই বিষয়ে এবংবিধ প্রবাদ শ্রুতিগোচর হয়:—

প্রাগুক্ত ঘটনা অনুসারে সতররত্ন মন্দির-মূলে জনৈক তস্করের অপঘাত হওয়া বশতঃ মন্দিরটী কলুষিত হওয়াতে, দেবমূর্ত্তি তথা হইতে স্থানান্তর করিবার জন্য ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মহিষী সুলক্ষণা দেবী জগন্নাথ-কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সতররত্ন হইতে জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি-নিচয় আনয়ন করিয়া সসমারোহে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত মন্দির-গাত্রে সংলগ্ন শিলালিপির প্রতিলিপি।

"যঃ শ্রীকৃষ্ণকিশোরভূপাতিলকো মাণিক্যবিখ্যাতকঃ,
সঞ্জাতোঽবনিমণ্ডলে শশিকুলে রাজাধিরাজো মহান্।
পত্নী তস্য সুলক্ষণা সুবিদিতা সাধ্বী গুণৈকালয়া
প্রাসাদঃ পরিনির্ম্মিতঃ খলু তয়া শ্রীকৃষ্ণসন্তুষ্টয়ে॥
শাকে বৈরিমৃগাঙ্কমৌলিজলধিক্ষৌণীপ্রমাণে গতে
ঘস্রে ভৌমিসুতে রবৌ মিথুনগে পুষ্পেষুরিপ্বংশকে।

সংসারাম্বুধিপারকারণজগন্নাথস্য বাসায় বৈ
শ্রীমত্যা চ সুভদ্রয়া সহ মুদা সঙ্কর্ষণেন শ্রিয়া ॥
শকাব্দা ১৭৬৬ বাঙ্গালা ১২৫১ ত্রিপুরা ১২৫৪ সন
মাহে ৬ আষাঢ়, মঙ্গলবার।"

যাহাহউক —কোন বিশেষ কারণ বশতঃই সতররত্নস্থ দেবমূর্ত্তি নিচয় স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

জগন্নাথ প্রভৃতি পূর্ব্ব বর্ণিত ত্রিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবধি এ যাবৎ এই জনপদে যে সাংবৎসরিক রথ যাত্রা হয়, উহা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে একটী সুপ্রসিদ্ধ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। তাহা দর্শন করিয়া পাপ-ক্ষয় উদ্দেশ্যে তৎকালে নানা দেশ হইতে কুমিল্লা নগরীতে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা

কৃষ্ণমালা ও ত্রিপুরা সম্পর্কিত East India Company-এর কতিপয় পত্রের সারাংশ।

দিনাংক	প্রেরক	প্রাপক	সারাংশ
১. ১২. ১৭৬০ খৃঃ	Henry vansittart, Fort william	Harry verelst	H. verelst কে চট্টগ্রামের কুঠির প্রধান পদে নিযুক্ত করা হল সহকারী করা হল Randolp Marriott এবং Thomas Rumbold কে।

৩. ১. ১৭৬১	Harry verelst	H. vansi-ttart	ত্রিপুরাতে অভিযান পাঠানোর ব্যয় আদায় করছে রেজা খান ভূমিরাজস্ব বাড়িয়ে।
২০. ১. ১৭৬১	H. vansi-ttart	H. vere-lst	ত্রিপুরার রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য কর, এবং ত্রিপুরা দখল করলে কি লাভ হবে জানাও।
৯. ২. ১৭৬১	H. vere-lst	H. vansi-ttart	ত্রিপুরাতে অভিযান পাঠানোর ব্যয়ের একাংশ পাওয়া গেছে, এবং ত্রিপুরা দখল করলে হাতী পাওয়া যাবে :
১৬. ২. ১৭৬১	H. vere-lst	H. vansi-ttart	চট্টগ্রাম থেকে উৎকৃষ্ট কাঠ পাঠানো যেতে পারে ; ত্রিপুরার রাজাকে পর্ব্বতে চলে যেতে বাধ্য করতে সৈন্য পাঠানো হচ্ছে।
২২. ২. ১৭৬১	H. vere-lst	Charles Stafford Pllaydell, Dacca	ত্রিপুরাতে ব্যয়বহুল অভিযান শেষ হলে অনেক অর্থ পাঠানো যাবে।
২৪. ২. ১৭৬১	H. vere-lst	John Mathews	ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক্ষনি অভিযান চালাও, রাজা ইসলামাবাদের

			অধীন কর ; জমিদার, তালুকদার কাননগুদের কাছ থেকে রাজস্বের সঠিক হিসাব আদায় কর।
১৫. ৩. ১৭৬১	H. verelst	R. Marriott	ত্রিপুরায় যাও, অভিযানের ব্যয় আদায় কর, রাজার সহিত কথা বলে বার্ষিক কর কত পাওয়া যাবে ঠিক কর।
১৭. ৩. ১৭৬১	H. verelst	H. vansittart	রাজা বশ্যতা স্বীকার করেছেন ; Mathews-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন রাজা, রাজা রাজস্বের সঠিক হিসাব দিতে কাননগুকে নির্দেশ দিলেন।
১৭. ৩ ১৭৬১	H. verelst	H. vansittart	রাজা যাতে গোপনে সৈন্য সাগ্রহ করতে না পারে, সেদিকে কড়া নজরে রাখতে Mathewsকে বলা হল।
২৬. ৩. ১৭৬১	R. Marriott	H. verelst	রাজা নতি স্বীকার করতঃ ব্যয় ও রাজস্ব কিস্তিবন্দিতে দিতে সম্মত। রাজ্যের দুর্দশার জন্য এক্ষনি সব টাকা দিতে রাজা অক্ষম।

২. ৪. ১৭৬১	H. vere-lst	H. vansi-ttart	রাজা স্বীকার করলেন প্রথম কিস্তিতে দেবেন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৬৭ টকা ১০ আনা দশ পয়সা; দ্বিতীয় কিস্তিতে দেবেন ১১ হাজার ১৯৮ টাকা ৬ আনা।
৫. ৪. ১৭৬১	R. Mar-riott	H. verelst	রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা Mathews কে দিয়ে পাঠালাম; অভিযানের ব্যয় দেবার পর প্রতি বৎসর রাজা আশি হাজার টাকা দিতে রাজী। আগে সময়ের গাজী প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকা দিত মুর্শিদাবাদে।
১৪. ৭. ১৭৬১	H. vans-ittart	H. vere-lst	সিদ্ধান্ত নেয়া হল ত্রিপুরাকে নবাবের হাতে প্রত্যর্পণ করা হবে; কাজেই সৈন্য নিয়ে চলে আস।
৮. ৩. ১৭৬৯	T. Allex-ander	John-Reed	পঞ্চাশ হাজর টাকা আদায় করে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। মঘ সম্প্রদায় অত্যন্ত উৎপাত করছে।

১৭. ৪. ১৭৭৫	George Bright	ত্রিপুরার চিত্র ও হিসাব হতাশাব্যঞ্জক, কর বাকী, দেওয়ান রাম-কেশব উদ্ধত, প্রজারা অত্যাচারিত।
২৬. ৬. ১৭৭৮		জন বক্স, রত্ন খান প্রমুখরা খুন, জখম, ডাকাতি চালাচ্ছে।
২. ৩. ১৭৭৯	warren Hastings	রাজা চট্টগ্রামে এক পত্র দিলেন এবং জানতে চাইলেন ত্রিপুরায় বৃটীশ প্রতিনিধি রাখা আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা। ত্রিপুরায় নিযুক্ত campbell অব্যাহিত চাইছেন; তৎস্থলে Leeke-কে নিযুক্ত করা সঙ্গত হবে।
৮. ৬. ১৭৭৯	warren Hastings	চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত কিস্তি।
৫. ৪. ১৭৮০	W. Hastings	চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত কিস্তি।

—o—

Copy of the deposition of

Ram Chunder Biswas.

Copy corresponding with the original.

Chundernarain
Sheristadar of the Court
of Appeal of Jahan-
geernugger.

(Sd.) C. A. Bruce,
3rd Judge.

True copy,
(Sd.) J. Ewing,
Registrar.

Dated 6th December 1806 A. D. coressponding with 22nd Augrahan 1213, B. S.

Witness Ramchunder Biswas, appeared on the part of the plaintiff in Court, and having taken copper, toolsee leaves, and the water of the Ganges in his hands swore.

Q. -What is your father's name, what is your age and caste, and where do you reside, and by what business do you live ?

A.--father's name is Kristokant, aged 62 or 63 years, of Buddee caste, profession service, inhabitant of pergunnah Mehercool.

Questions by the Vakeel of the plaintiff.—Do you know any thing about the Rajahs of Tipperah ; from the time of Rajah Ram Manicko, state what you know ?

A.—Ram Manicko had 4 sons, viz, Mohendro, Manicko, Ruttun Manicko, Dhurmo Manicko. and Mokoond Manicko : of these Mohendro Manicko and Ruttun Manicko were without issue ; Dhurmo Manicko's sons were Gunga-

dhur and Gudadhur; Lukhun Manicko was the son of Gudadhur; and Doorgamoney Jooboraj, plaintiff, is the son of Lukhun Manicko; Mokoond Manicko's son was Horimoney Jooboraj whose son is Rajdhur Manicko whose son is Ramgunga Burro Thakoor.

Q.—How many sons had Mokoond Manicko?

A.—He had five sons.

Q.—What are their names?

A.—Indro Manicko, and Kristo Manicko, and Bhuddermoney, and Horimoney Jooboraj, and Joymonee, these five sons.

Q.—Of these who has sons, and who has not?

A.—Indro Manicko, Kristo Manicko, and Bhuddermoney, and Joymonee have no issue; Horimoney Jooboraj's son is by name Rajdhur Manicko, whose son is Ramgunga.

Q.—Had Horimoney Jooboraj any other sons save and except Rajdhur Manicko?

A.—He had another son, named Kantomony by another wife?

Q—Has Kantomony any son?

A,—Yes, he has a son by name of Urjoonmony.

Q.—Has Gungadhur any son or not?

A.—*

* No answer in the original.
A. A.

Q.—How many sons had Gudadhur, Burro Thakoor?

A.—Lukhun Manicko and Beermonee Burro Thakoor: these two sons I know.

Q.—Have the two sons of Gudadhur, * Burro Thakoor, any issue or not?

* So in the original.
A. A.

A.—Beermonee is childless, Lukhun Manicko's son is Doorgamoney Jooboraj.

Q.—What is the custom prevalent in the family of the Rajahs of Tipperah, on the death of the Rajah who is entitled to the kingdom of the Tipperah Hills and the *zemindary* of Chuckla Roushnabad, do you know ?

A.—I know this to be the family custom, that on the death of the Rajah, the Jooboraj becomes a Rajah 'he who is the zemindar.

Q.—State what you know as to who became when Rajah and when Jooboraj ; from the time of Rajah Ram Manicko to that of Rajah Rajdhur Manicko ?

A.—When Ram Manicko was Rajah, his son Ruttun Manicko was Jooboraj ; when Ruttun Manicko was Rajah, Boleebheem Narain was Jooboraj ; Boleebheem Narain died after being removed from his post ; After him Gouricharan became Jooboraj who having left the country, Chumpuck Roy was made Jooboraj. After his death, Mohendro Manicko, having murdered Ruttun Manicko became a Rajah, and Dhurmo Manicko became Jooboraj on the death of Mohendro Manicko, Dhurmo Manicko became Rajah, Mokoond was made a Jooboraj by name Chundromoney ; Dhurmo Manicko died. When Chundromoney became a Rajah by name Mokoond Manicko, then Gungadhur, the son of Dhurmo Manicko, becameJooboraj. After wards the dues of the Sudder having been kept back, the Presence having gone to Tartary and Candahar, imprisoned Mokoond Manicko and

others. Mokoond afterwards died by taking a diamond. Roodermoney forcibly became a Rajah by the name of Joy Manicko. Indromoney under the name of Panchcowry Thakoor was in Jail ; to him Gungadhur Jooboraj wrote and sent the expenses. He wrote this ; that Joy Manicko has forcibly and without title become Rajah, He reporting the matter to the Sudder, and taking a Perwannah in his own name, came to the country as Rajah and supplanted Joy Manicko. After this Gungadhur Jooboraj going to the Authorities complained that on the strength of Jooborajship, the kingdom and zemindary are mine ; again he procured a Perwannah, and becoming Rajah under the name of Woodoy Manicko returned to the country and sat on the throne. Kristomonee who was Jooboraj to Indro Manicko, was confirmed in the Jooborajship. After Indro Manicko was supplanted, he proceeded to Moorshedabad, where he died by swallowing poison. After this Woodoy Manicko reigned for some times and then died. The country became unsettled. Shumshere Gazi uniting with Hajee Roshun "Shobadar" (office-bearer) made Lukhun Manicko Rajah, and used to comply with the customary dues. A few years after, Kristomonee Jooboraj, who had been to the kingdom of Cachar, caused Shumshere Gazi to be apprehended and taken before the authorities and killed. Then Kristomonee Jooboraj having conquered the country, became Rajah ; his brother Horimoney became

Jooboraj ; and Lukhun Manicko's brother Beer monee Thakoor became Burro Thakoor. Kristo Manicko reigned for some years, when the revenue falling into arrears, Mr. Leeke resumed the said Mehal and rendered the customary dues. Two years after this, Kristo Manicko died. Then Mr. Leeke was at Chittagong ; on receiving this information, he came and proceeded to Agurtollah. The Ranee of Kristo Manicko sent to complain to the gentleman that I am a widow ; I have no son, Rajdhur is my husband's brother's son, if the gentleman appointing him to the kingdom, make him Rajah then I shall be content. The said gentleman said to the Ranee to make a petition to the Government. The said Ranee in the presence of the gentleman gave a petition for the Government and the gentleman went to Calcutta. On going there, and preseting the petition, he came with a Perwannah for the Rajship in the name of Rajdhurmonee, and returning, went to Agurtollah, where he fixed the day for making him Rajah. Then Lukhun Manicko came before the gentleman and complained that this is my patrimony ; my son should be the Rajah. Mr. Leeke said that there is no other person entitled to the throne. The Ranee said, now you have a right, do bring a suit. After this the gentleman said if the Ranee speak to me with her own tongue, then I can accept it. Then in the Ranee's house in the presence of the Ranee, the vizier, nazir, and the mutsuddees informed the Ranee. The

Ranee said how can I speak in the presence of gentleman. Then Mr. Leeke went to the Ranee's house; in the "Pautroom" where the throne is placed, there Mr. Leeke took his seat; the Ranee sat in the room facing, in front was a door-screen, besides the door-screen Joydeh vizier and Mohun Lall Shebuck stood. Where the gentleman sat at that place also sat Luckhun Manicko and Rajdhurmonee Thakoor. Then the Ranee through the vizier said to the gentleman that Luckhun Manicko's son Doorgamoney is a boy of tender years; Rajdhurrmonee is the son of Horimoney Jooboraj; on the strenth of Jooborajship, let Rajdhurmonee be Rajah. Beermonee is Burro Thakoor; therefore let his brother's son Doorgamoney be Jooboraj. This I heard. The Ranee said that this custom prevails in our family that in the absence of the Rajah, the Jooboraj becomes the Rajah. The Ranee and Mr. Leeke after explaining to Luckhun Manicko, made him Rajah. She came as Ranee. After this Rajdhurmonee Thakoor became Rajah under the name of Rajdhur Manicko; Doorgamoney Thakoor became Jooboraj; this is what I know.

Q.—Have you seen with your own eyes that Rajdhur Manicko became Rajah and Doorgamoney bacame Jooboraj?

A.—I have seen.

Q.—Is there any insignia for the Rajah and the Jooboraj, do you know?

A.—I know. There are a white umbrella and "arungee" a throne and maces.

Q.—Is there any difference between the insignia of the Rajah and Jooboraj or are they alike ?

A.—The Rajah's insignia consists of a throne, coinage, umbrela, "arungee" and maces ; the Jooboraj has the same insignia with exception of the throne and coinage, I know. When he became Rajah, Kristo Manicko's white umbrella, "arungee" throne and maces were in the house of Kristo Manicko's Ranee ; the umbrella, "arungee" etc. of the Jooboraj's office appertaining to Horimoney Jooboraj were in the house of Rajdhurmonee. The said gentleman brought those insignia and gave to Rajdhur Manicko the insignia of Rajah Kristo Manicko, consisting of a throne &c. and he gave to Doorgamoney Jooboraj the umbrella "arungee" and maces appertaining to Horimoney Jooboraj.

Q.—Is there any custom of purification at the time of making Rajah and Jooboraj or not ?

A.—There is a custom, I know. When the Rajah sits on the throne, the Rajah is purified. On going home the Jooboraj purifies. Thus I have heard. After this, when the Rajah sat on the throne facing to the west, the Jooboraj facing to the east, sat below on white cloth. Mr. Leeke, Mr. Harris, Mr. Money and Mr. Henry Buller, and two other gentlemen, whose names I do not know, these sat there on a bench facing to the south. After this, the gentlemen rose up and went to their lodgings ; and the Rajah and Jooboraj went to the house of the fourteen

Debtas and gave presents; and proceeding to Brindabunchunder Thakoor and making presents. went to Kristo Manick's Ranee and gave presents, and returning after giving presents to the gentlemen, went to their several houses, all which I have seen with my eyes.

Q.—At the time of the appointment of Rajah and Jooboraj, was any khelat given or not, do you know?

A.—They sat in the khelat-house, I know.

Q.—Who gave the "khelat"?

A.—Mr. Leeke gave the "khelat" to the Rajah, and the Rajah gave "khelat" to the Jooboraj.

Q.—Do you know why the Rajah appoints Jooboraj? Answer it you know.

A.—Amongst the Rajah's son and his brother's son, he appoints him Jooboraj who is entitled to the property.

Q.—When Doorgamoney became Jooboraj; at that time was any son of Rajah Manicko alive, or not, do you know?

A.—There was.

Q.—Do you know how many marriages Rajah Rajdhur Manicko made?

A.—He married once before, which I have not seen. At last he married Joysingha Rajah's daughter. I have seen.

Q.—You have stated that at the time of Doorgamoney's becoming Jooboraj, Rajah Rajdhur Manicko's son was alive; of which marriage was the son?

A.—The Rajahs have two modes of marriage, one marriage by the bengali mode, and another by

the Tipperah mode. On sort of marriage is done inside the house by the Tipperah Nampara Poojah and by entertatining the relatives, but this we have not seen, but heard His marriage by the Bengali mode we have seen. Rajah Rajdhur Manicko's son is not of Ranee by the Bengali mode of marriage I have heard, not seen. that the son is of the Tipperah mode of marriage which the Rajah makes inside the house.

Q.—In the marriage which he makes by the Namparah Poojah, does he marry the daughter of his own Tipperah tribe or of other caste ?

A—He marries the daughter of his own and the "Sudra" caste.

Q.—Of what caste was the defendants mother, the daughter ?

A. —I do not know this. It is a matter connected with the Rajah's family, and a private matter, I do not know.

Q.—In the Kingdom of Tipperah and in the Zemindary of Roushnabad did Doorgamoney Jooboraj get some profit or not during the reign of Rajah Rajdhur Manicko ? Mention what you know ?

A,—He got salary from the profits of the pergunnahs I do not know what Jageers there were in the Hills, but he used to get.

Q.—What allowance did he get each month ?

A.—There was no allowance settled for each month, he used to get in the aggregate previously 1800 and afterwards 2000.

Q—Would he receive that sum for an allowance in the year ?

A.—He used to get it in a year.

Q.—You have stated befor that when Rajah Rajdhur Manicko became Rajah, at that time the said Mehal was khas (under attachment); at that time what amount of monthly allowance did the Rajah get ?

A.--He used to get an allowance of Rs. 12000 per annum

Q.—Would the father of Doorgamoney Jooboraj get any allowance or not ?

A.—He used to get Rs. 720 per annum.

Q—As the Rajah had authority in Chuckla Roushnabad and in the Tipperah Hills, had the Jooboraj any such authority or not ?

A.—In the said Mehal, all affairs were conducted by the Rajah's order; that Jooboraj gave any order, I have not seen so; but he had authority over the Tipperah people in the Hills, I have heard so, The Rajah fines the Hill people, the Jooboraj also imposes some fines I hear.

Q.—Did any Jooboraj grant "Dewutter" and "Bromutter" in Chuckla Roushnabad or not ?

A.—I know that in the existence of the Rajah, without the Rajah's seal, no other person can grant.

Q.—During the reign of Rajah Rajdhur Manicko, in what office were you appointed ?

A.—I was in the office confidential Sheristadar.

Q.—Was Doorgamoney Jooboraj upheld in the Jooborajship from the commencement of Rajdhur Manicko's reign to his death ?

A.—He was upheld.—I know it.

Q.—During the reign of Rajah Rajdhur Manicko as the Amlas gave presents to the Rajah at the time of the "Poonea" and settlements and at every festival, did they give presents, in the same way, to the plaintiff or not? Do you know?

A.—While living at Commillah, the Amlahs gave presents to the Rajah and afterwards gave also to the plaintiff; the "mutsuddees" also gave.

Q.—As the defendant gave presents to Rajah Rajdhur Manicko, did he give presents in the same way to the plaintiff or not?

A.—I have not seen it at present, but when he became Burro Thakoor and the plaintiff became Jooboraj, at that time he gave present, I have heard, but not seen.

Q—Were Burro Thakoor and Jooboraj elected at the same time or not?

A.—Not at the same time.

Q.—After how many days was Burro Thakoor elected?

A.—He was elected after 3 years. The plaintiff's pleaders said they had no more questions.

Questions by the defendant's pleaders.—Did the Mutsuddees and Amlas at the time of the "Poonea" and festivals give presents to Rajmonee vizier, and Doorgamoney Thakoor, and Dhunonjoy Sooba or not?

A.—The Amlas and Mutsuddees gave presents to them and to the Dewan also. Being Mutsuddees they gave presents to the Sooba, the vizier and Jooboraj.

Q.—What amount of salary would Horimoney Jooboraj of Chuckla Roushnabad get ?

A.—I do not know what amount of salary Horimoney Jooboraj used to get.

Q.—During the reign of Rajah Rajdhur Manicko, as the plaintiff and his father used to get salaries as stated by you, would any other inhabitant of the Hills get salaries in the same way or not ?

A.—Ranee and Burro Thakoor, and Vizier and Nazir, and Coomaries or royal daughters, these used to get fixed allowances.

Q.—When Rajah Rajdhur Manicko after becoming Rajah gave khelat to the plaintiff, at that time did he give to any other person or not ? Mention what you know ?

A.—On account of service he gave khelats to Joydeb vizier and to Mukhun Lall Naib.

Q.—When Mr. Leeke went to make Rajah Rajdhur Manicko Rajah, on this occasion when a conversation took place according to the Purdanaseen customs between the Ranee and Mr. Leeke, at that time who were there ?

A,—At that time we several persons stood on the yard below the house. Above were sitting Mr. Leeke, and Lukhun Manicko and Rajdurmonee Thakoor and Joydeb Vizier ; and Mohun Lal stood beside the door-screen ; and which of the servants were there I cannot tell.

Q.—When Rajah Rajdhur Manicko became Rajah, at that time who was the eldest of the three, among Rajah Rajdhur Manicko, plaintiff, and the plaintiff's father Lukhun Manicko ?

A.—Lukhun Manicko was the eldest.

Q.—When Rajah Kristo Manicko died, at that time then of these four persons, the plaintiffs father and Beermonee Burro Thakoor and Rajdhur Manicko and the plaintiff, who was the eldest, and who the youngest ?

A.—Lukhun Manicko was eldest ; next to him was Beermonee Burro Thakoor, next to him was Rajdhur Manicko, and next to him was Doorgamoney Jooboraj.

Q.—When Kristo Manicko appointed Horimoney to be Jooboraj, at that time was Gudadhur Thakoor alive or not ?

A.—Gudadhur was then not alive.

Q.—When Indro Manicko on becoming Rajah, appointed Kristo Manicko to be Jooboraj, at that time which of the two, Gudadhur Burro Thakoor and Kristomonee Thakoor was the elder ?

A.—I have heard that Kristo Manicko was elder.

Q.—Of the four sons of Ram Manicko mentioned by you, who was the eldest ?

A.—Ghunnessam Thakoor alias Mohendro Manicko was the eldest ; next to him was Rutno Manicko ; next to him was Dhurmo Manicko ; next to him was Mokoond Manicko.

Q.—When Gobind Manicko became Rajah, at that time, amongst his son and brother, who was the elder ?

A.—I have heard that Gobind Manicko's son. Ram Manicko was elder.

Q.—Which of the sons of Kallyan Manicko became Rajah ?

A.—Kallyan Manicko's son Gobind Manicko became Rajah. but during the life of Gobind Manicko, Nuckattro Roy, under the name of Chuttro Manicko, forcibly became Rajah ; again Gobind Manicko came and by putting Chuttro Manicko to death, resumed his own reign.

This day, the 8th of the month of December 1806 A. D, the said witness again appearing, took oath according to practice.

Questions by the defendant's pleaders. –With regard to the kingdom of the Hills, and the zemindary of Chuckla Roushnabad, is the office or Court the same or different ?

A.—I know there are separate offices .

Q.–After Krisro Manicko's death and from before Rajdhur Manicko's becoming Rajah, did Rajah Kristo Manicko enjoy the property ?

A.—In the life-time of Rajah Kristo Manicko, two years previously, the property becoming khas, Mr Leeke enjoyed it,

Q.—At that time who enjoyed the allowance of the zemindary ?

A.–Rajah Kristo Manicko's Ranee used to get the allowance.

Q.—When Kristo Manicko's Ranee used to get the allowance, at that time were the plaintiff's father and plaintiff's uncle Beermonee living or not ; do you know ?

A.—At that time Beermonee was dead. Plaintiff's father was alive.

Q.—How long after Rajah Kristo Manicko's death, did the said Beermonee die ?

A.–I know that the said Beermonee died before

Kristo Manicko's death ; but whether before or after, I do not clearly recollect.

Q.—Did any one of the name of Norendro Manicko become Rajah ?

A.—Did become Rajah. The brother of Ram Manicko, the son of Gobind Manicko became Rajah under the name of Norendro Manicko. Again Ram Manicko by showing Norendro Manicko, himself became Rajah ; this I have heard

Q.—Do you know who was Jooboraj to Nokhotro Manicko and Norendro Manicko ?

A.—This I do not know, nor have I heard it.

Q.—Do you know whose Jooborajes were the Rajahs Nokhottro Manicko, Norendra Manicko and Mohendro Manicko, and Joy Manicko, and Indro Manicko, and Rajdhur Manicko ?

A.—I have heard that none of these was Jooboraj, and I have seen Rajdhur Manicko.

Q.—Do you know whether any one of the name of Norohurry was Jooboraj to any Rajah or not ?

A. I have heard that one person of the name of Norohurry was Joy Manicko's Jooboraj.

Q.—Do you know that when Joy Manicko appointed Norohurry Jooboraj, any brother of Joy Manicko was alive or not ?

A.—At that time, Joy Manicko's brother Bejoy Manicko was alive.

Q.—When Norohurry became Jooboraj, at that time whether Bejoy Manicko had any brother or not. Do you know ?

A.—I have not heard any other name.

Q.—When Rutno Manicko appointed Gourychurn and Chumpuck Roy and Boleebheem Narain Jooborajes, at that time whether Rutno Manicko's brothers, Mohendro Manicko, and Dhurmo Manicko, and Mokoondo Manicko, were alive or not. Do you know ?

A.—Were alive, I heard.

Q.—With the exception of a Rajah's son, did any other Jooboraj become Rajah or not. Do you know ?

A.—With the exception of Rajah's son, Boleebheem Narain, Gourychurn, and Chumpuck Roy did become Jooborajes, these died while the Rajah was alive ; but two of them died, and the other left the country. Excepting a Rajah's son, no other Jooboraj became Rajah.

Q.—What relation existed between Norohurry and Joy Manicko ?

A.—I do not know about their relationship.

Q.—Before Norohurry became Jooboraj, was he entitled to the Rajgee or not ?

A.—He was entitled

Q —Was Norohurry the son of any Rajah or not ?

A.—He was of Kullyan Manicko's family. I have not heard whether he was the son of any Rajah or not.

Q —Before Boleebheem Narain, Gourychurn and Chumpuck Roy became Jooborajes, had they some right to the Rajgee of Tipperah ?

A.—Boleebheem Narain had no right ; forcibly, when Ram Manicko died, at that time he made Rutno Manicko, who was the said Boleebheem's sister's son, the Rajah, and the said Boleebheem

Narain became Jooboraj ; Gourychurn and Chumpuck Roy had a right owing to relationship, but they died during the life-time of the Rajah This I have heard.

Q.—Are you surety for the plaintiff in this suit or not ?

A.—I am surety for the fees of the plaintiff's pleader.

Q—When Rajah Kristo Manicko became Rajah, at that time, where was the plaintiff's father ?

A.—I have heard he was in the country.

Q.—From the commencement of the filing of the putwaries' papers of Chuckla Roushnabad, are they filed with Kalichurn Dewan's signature or not ?

A.—From the commencement, the papers have been filed with the signature of Kalicharn Dewan as Gomastha of the Rajah. This I have seen and know.

Q.—Have you seen or heard all what you have stated aboud Gungadhur and plaintiff's father ?

A.—I have heard about Lukhun Manicko, I have seen and heard from the time Rajah Rajdhur Manicko became Rajah, everything before Rajah Rajdhur Manicko became Rajah I have heard. The defendant's pleaders said that they had no more questions.

This day, 24th December 1806, again the witness apperred and took oath according to practice.

Questions by the Court.—Is Agurtollah the seat of kingdom or not ?

A.—It is the seat of the kingdom.

Q.—Is the person who is the master of Agurtollah the seat of the kingdom, the same who is agent of the zemindary or not ?

A.—The man is so.

Q.—In that kingdom, what is the office of Jooboraj ?

A.—The Jooboraj is next to the Rajah. As is the Rajah so is the Jooborsj.

Q.—According to the rules of the kingdom, who is eligible to the post of Jooboraj ?

A.—The Raja's son and brother's son and brother are entitled to the Rajgee and Zemindary, these become Jooborajes.

Q.—When any person becomes Rajah according to established usage and not by force, at that time was there any rule for there being any Jooboraj or not ?

A.—There was.

Q.—Is this rule ancient or new ?

A—Whether it was before or not I do not know. I have heard from the time of Kullyan Manicko.

Q.—In case there is a Jooboraj or not, what is the correct rule, by which one succeeds another Rajah ?

A.—In case there is a Jooboraj, the Jooboraj succeeds ; if there be no Jooboraj, then the Burro Thakoor becomes Jooboraj ; and then Rajah,

Q.—If there be no Burro Thakoor, then who become the Rajah ?

A.—That there be* both a Jooboraj and Burrc Thakoor, up to this moment, such has never been the case ; such I have not even heard.

* So in the original.
A. A.

Q.—How is the Burro Thakoor appointed ?

A.—The Rajah by giving a flower-garland and the dignity appoints the Burro Thakoor ; the yellow fan is used for the Burro Thakoor.

Q.—Is there any such custom amongst the Tipperah Rajahs by which the Rajah can will his kingdom to another person ?

A.—I have never seen it.

Q.—Can any sort of son born of the loins of the Tipperah Rajah become Rajah by usage or not ?

A.—According to the established usage in the presence of Jooboraj and Burro Thakoor, the Raja's Son can* become Rajah ; but it by force, then I cannot say.

*. So in the original A. A.

Q.—Did Bijoy Manicko and Joy Manicko become Rajahs regularly or irregularly ; if they became irregularly, then in what consisted the irregularity ?

A.- These two persons were not genuine Rajahs. I have mentioned before about Joy Manicko's becoming Rajah. After the death of Rajah Woodoy Manicko alleging that Kristomonee Jooboraj and others have left the country, Bejoy Manicko was coming with a perwannah in his own name, when he died on the road. I have heard that the perwannah was for the Rajgee. As the Jooboraj was alive at the time, therefore I have called it irregular and not genuine.

Q,—Who is worthy to be Burro Thakoor ?

A.—The Rajah's son, brother's Son, and brother. In the absence of these, any of the kindred.

Q.—Who was Lukhun Manicko, that is whether a Rajah or Jooboraj or Burro Thakoor ?

A.—When Kristomonee Jooboraj was not in the country, at that time Lukhun Manicko became Rajah. He was never a Jooboraj or Burro Thakoor

Q.—Is the defendant Ramganga, the son of Rajah Rajdhur Manicko or not ?

A.—I answered this question before. The defendant Ramgunga belongs to the family Rajah Ram Manicko, the son of Rajah Rajdhur Manicko.

Q.—You have stated that the Rajah's son, brother's son, and brother became Joobora jes ; if besides these any kindred become Jooboraj, then can he become Rajah or not ?

A.—According to custom, he can.

Q.—Have you any document of the time in which Woodoy Manicko and Lukhun Manicko reigned or not ?

A.—Of the reign of Woodoy Manicko I have a sunnud in my father's name ; that sunnud is at my lodgings.

(Sd.) J. MELVILL,
2nd Judge.

(Sd.) C. A. BRUCE,
3rd Judge.

(Sd.) J. E.
Registrar.

SUMMARY IN ENGLISH

Krishnamala is an important historical work written sometime between 1790 and 1800 AD in Bengali rhyming verse by Dwija Ramganga. It deals with the eventful and troubled reign of Maharaj Krishna Manikya of Tripura. The king was born in c 1717, imprisoned in c 1739, exiled in 1748 and coronated in 1760. He died in July, 1783 He was very adversely involved in several battles and intrigues.

In the geographical and political topography of Tripura, hills and valleys occur alternately. Tripura attained a high degree of prestige during the 15th and the early 16th Century ; but since the late 16th Century the position fell abrubtly, and decline came The prominence of Tripura rested on the capability of three famous kings, namely Dharma Manikya (1431-1462 AD), Dhanya Manikya (1490-1515) and Vijay Manikya (1532-1563). The cases of the downfall of the Tripuri ampire were same as those responsible for the downfall of the Gupta empire and the Mughal empire.

Krishna Manikya reigned during a period of great transition. His reign witnessed the transition from Muslim hegemony to British paramountoys. While the memory of recurrent invasion by the Afghans, the Pathan, the Turks and the Mughals was hanging like the sword of damocles, a new European power was emerging with disciplined force and apparently polite behaviour.

Tripura was suffering from a degenerative disease. There was anarchy and chaos all around.

Taking advantage of that abonormal situation, an upstart named Samser Gaji from the South-West corner of Tripura attacked, invaded and occupied the kingdom in 1748 and ravaged it for about a decade. Samser has been referred to as *Dakait* meaning dacoit because his means and ends, aims and objects, strategy any *modus operandi* were like those of dacoits.

The royal family became fugitive The subjects became panicky. The ministers, nobles and soldiers fled from the capital town Udaipur. condition of the western plains portion of Tripura became miser able, the condition of the eastern hilly part was a bit good. Krishna's elder brother Maharaj Indra Manikya had left for Murshidabad where he died of self-administered poison. The royal family led by Krishnamani and a retinue retired into the eastern hills and jungles.

Unfortunately, even such a Critical situation could not evoke a strong mass movement for solidarity and sovereignty. The kingdom was caught in meshes of intrigues. Jay Manikya instigated the Kuki people. The Khucong, the Kuki and the Lushai communities stopped paying taxes and tributes, and attacked the royal family. Lakshman Manikya, Ramdhan, Ranamardan Narayan and Uttar Singha became fifth columnists and puppets in the hands of the usurper Samser Gazi.

So even the hills and jungles were not safe for the royal family, The family and the retinue had to leave Tripura ; moved north-eastward, reached the Barak valley and took shelter in the Hirimba

Kingdom (modern Kachar-Karimganj). A matrimonial alliance was concluded between the two dynasties of Hirimba and Tripura. The capital of Hirimba was at Khashpur. At Khashpur the fugutive family halted for about three years. Then some other Kuki clans entreated the family to leave Khashpur and halt at Purbakool. Purbakool was a hilly place, situated to the south-west of the Barak Valley as well as Hirimba Rajya, but within Tripura. The request was honoured, and the family was shifted to Purbakool.

In the mean time, Ramdhan was suddenly killed at Velar Hakar by three patriots, namely Banamali, Gobardhan and Joydev. Being afraid of retaliation by Samser, those patriots and nobles left velar Hakar, moved south-eastward, passed through wild areas and assembled at a Riang village in the upper courses of the Gomatinadi and near the Mayaninadi. There the village chief was Chandiprasad Narayan he received them cordially. Krishnamani sent Haridhan Laskar from Purbo Kool to the Riang village to talk leaders and nobles. They sent him back with an invitation for the personal visit of Krishnamani. Keeping the royal at Purbakool to be looked after by Harimani, Krishnamani came to the Riang village.

There one Abdul Rajjak met Krishnamani. Abdul was a righth and man of Samser. Abdul sought to side with Krishnamani on the pretext of quarrel with and separation from Samser. The royal priest Dharmaratna Narayan out of the Brahmanical wisdom advised to be careful about Abdul. After a few days Abdul and Ranamarddan

Narayan led a detachment of Samser from Udaipur, reached the Riang village and attacked the assemblage. In a grim battle, the Muslim troops were defeated and repulsed.

So Krishnamani left the Riang village and started for Purbakool. On the way he halted at Bangapara near the Langai river, there he came to know the depredations of the Khucong tribe on the family at Purbakool. So he ordered has retinue for expedition against the Khucong. The retinue was suddenly attacked and Krishnamani was severely injured by the Khucong tribe. Anyhow, he reached Haliakandi and decided to shift his camp The retinue selected a hill-top near Sonai Dewan Pathar. That hill-top was within Tripura territory and adjacent to the Hirimba Rajya. The camp soon became beautiful and busy colony. The ministry of Hirimba Rajya apprehended that Krishnamani would capture Hirimba. So it decided to drive out the family and destroy the colony. In a Pitched battle, the retinue of Krishnamani was defeated. The camp was shifted to the Manu valley within the heart of Tripura.

Meanwhile, the ambitious and bloodthirsty Samser was taken a prisoner by the army of Mir Jafar (1757-1760) the Nawab of Murshidabad and was shot dead there. Now Abdul Rajjak came to the forefront, dominated the scene and stood in the way of Krishnamani.

The need of the hour was consolidated efforts to drive out Abdul, At that time, the Kuki people played another dirty game. Out of wickedness, they misled Krishnamani and instigated the retinue

to take a revenge against Hirimba Rajya. One Karbar Ali Fakir also excited the Tripura army. It was a calculated bluff. Being entrapped, Krishnamani committed a mistake and ordered his troops to advance against Hirimba. There the Tripura army attained initial victory. The carnage lasted for a few days. The Tripura army plundered much booty. But at lest the joint force of Hirimba and Jaintia defeated and repulsed the Tripura army.

In April, 1759 Krishnamani came further down to the plains and reached Mantala to observe the situation. The family was at the Manu valley where in August, 1759 a son was born to Harimani. The boy named Rajdhar was destined to rule Tripura from 1785 to 1804 AD. Abdul Rajjak waged wars against Tripura. Several battles were fought at Meherkool Commilla, Khandal, Dakshin-Sik and Kashba between the Muslim and the Tripura army for 18 months at this phase.

Having defeated the enemies, Krishnamani now felt a bit relieved. So in october, 1760 ministers and soldiers made arrangement for the coronation of Krishnamani. Krishnamani's reign name became Mahar j Krishna Manikya. There was much rejoicing. The ceremony was held at Kailagarh port (Kashba) Because Udaypur was the target of several attacks by Mogs from the south and by the Muslims from Dacca, Krishna Manikya decided to shift the capital from Udaypur to Agartala in 1760.

But attacks were again repeated with renewal force by the Muslims. Fierce battles took place at Meherkool, Dakshin sik, Khandal, Falgconkara, Kashba and Udaipur. The Muslim forces of

Muhammed Rejakhan started from Chittagong and having defeated the Tripura army in all the battles reached Kashba. At this critical moment, one contingent of the East India Company captured Chittagong and drove out Muhammed Reja khan. This capture considerably weakened the Muslim forces they went back to Chittagong under the command of Ramsankar on 01-12-1760 Mr. Harry Verelst was appointed chief of Chittagong by Henry Vansittart of fort William. On 05 01-1761 Harry Verelst formally took administration of Chittagong from Muhammed Reja Khan. During that time of distress, the Kuki people played yet another dirty game ; they rebelled and stopped paying taxes and tributes.

The East India Company set up a factory at Negrais in Lower Burma. Being instigated by the French, Alaung-paya of Burma destroyed it, The company was in search of a scope to retaliate The chance came when Manipur had contacted the company for safety against repeated attacks from Burma. Haridas Goswami was sent from Manipur to Chittagong to negotiate with Harry Verelst, The mission was successful and a treaty was concluded in 1762. In January 1763 a detachment of the company's troops led by Harry Verelst left Chittagong, reached Kashba of Tripura in March, 1763, honourably participated in the *Dol-Yatra* organised by Maharaj Krishna Manikya and proceeded towards Manipura Via Hirimba Rajya along with two distinguished generals of Tripura, namely Jaydev Ray and Lucidarpa Narayan deputed by Krishna Manikya.

At that time (1760-1763) the Nawab of Bengal

was Mir Qasim. Mir Qasim initially assigned Burdwan, Chittagong and Midnapur to the company. But relations between the Company and the Nawab soon deteriorated. Mir Qasim felt strong enough to disturb the company. There were battles at such places as Katwa, Gheria, Uday Nala and Dacca between the company and the Nawab. At Dacca the company's detachment was led by one Vrindaban. So the company recalled its army from Hirimba and the English army defeated Vrindaban Mir Qasim was completely defeated in the final battle at Buxar on 22-10-1764. The company restored Mir Jafar (1763-1765); Mir Jafar died in 1765. On 12.08.1765 Clive secured from Shah Alam a *firman* granting the company the Dewani of Bengal, Bihar and Orrisa.

Clive was head of the company in Bengal from December, 1756 to February, 1760. Clive's successors were Holwell (February to July 1760) and Vansittart (duly, 1760 to 1764). During the absence (1760-1764) of Clive, the companys servants became very corrupt and demoralised. The Company's servants, some Muslim Fauzdars and the fifth columnist Balaram of Tripura came to an unholly alliance. They attempted to capture Tripura, Clive returned to India and became the Governor of Bengal from May, 1765 to January, 1767.

Krishna Manikya sailed for Calcutta in December, 1766 to seek redress against the unholy alliance. There he met Gokul Ghosal and Harry Verelst. Verelst received him politely and personally accompanied the king upto Murshidabad, and

secured a *firman* from Najm-ud-daula recognising the legal right of Krishna Manikya.

In 1767 the Maharaj returned home joyously. There was much rejoicing at Agartala. The king then engaged himself to set the wretched administration in order. He excavated tanks, built temples, donated lands and performed *Puja*.

But his last attempt to survey the western part was not met with success because of opposition from the Resident Mr Leeke. The king had been so shocked that he could not endure it , he fell ill. After a prolonged illness he breathed his last on 11-07-1783 A. D. Krihsna Manikya was laborious and parriotic. He encountered several cases of conspiracy, death, feud, fight, rebellion and treachery. He struggled very hard to overcome them all and to save the kingdom.

Krishna Manikya was a pious king. He worshipped the goddess Durga at purbakool and Mayani hills, the chaudda Devata at Mayani hills, and the goddess Kali at Kailagarh, Udaypur and Calcutta. He excavated big ponds at Kalikaganja and Jagannathpur. He arranged *Toola Purush Dan.* He performed the *Sradda* ceremony of his deceased brothers Indra Manikya and Harimani. He offered lands. He was affectionate towards his brothers, ministers, relatives, soldiers and subjects.

But what was the condition of the common people? The life of the king and the subjects was in Utter distress. In 1781 Krishna Manikya expressed his inability to take the lease of Roshnabad on an annual revenue of Rs. 1,68,000/-. That was suspected and supposed to be an ill motivated attempt for

rebellion against the Company. The Resident of the Company, Mr. R. Leeke mobilised army form Chittagong and Mymensing to teach the King a a lesson. Mr. Leeke was, however, advised to refram from taking such drastic action against the king. Nevertheless, the Company left no stone unturned to squeese Land revenue from the king, zamindars, peasants and ryots Sometimes, armed forces were applied to correct revenue. The peasants and ryots of Roshnabad were subjected to object servitude. The other side had almost absolute power. Arson, dacoity, conversion, piracy and plundering further worsened the life and lot of the people. There was no safety and security of the person and property of the people. The entire Kingdom was a veritable war field. There were anarchy and affliction all around.